মাসিক আত-তাহরীক

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘তুমি নেতৃত্ব চেয়ে নিয়ো না। কেননা যদি তোমাকে সেটা চাওয়ার মাধ্যমে দেওয়া হয়, তাহ’লে তোমাকে তার উপরেই সোপর্দ করা হবে (অর্থাৎ কোন সাহায্য করা হবে না)। আর যদি তুমি না চেয়েই সেটা পাও, তাহ’লে (আল্লাহ্র পক্ষ থেকে) তুমি সাহায্যপ্রাপ্ত হবে’ *(বুখারী হা/৭১৪৬; মুসলিম হা/১৬৫২)*।

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
www.at-tahreek.com
২৭তম বর্ষ ১ম সংখ্যা
অক্টোবর ২০২৩

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية وأدبية
جلد : ٢٧، عدد : ١، ربيع الأول و ربيع الآخر ١٤٤٥-هـ/ أكتوبر ٢٠٢٣م
رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/ محمد أسد الله الغالب
تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

প্রচ্ছদ পরিচিতি : আলাজা মসজিদ, বসনিয়া-হার্জেগোভিনা। দেশটির ফোসা শহরে অবস্থিত অনিন্দ্যসুন্দর স্থাপত্যশৈলীর এই মসজিদটি ১৫৪৯ খৃষ্টাব্দে ওছমানীয় খেলাফতকালে নির্মিত হয়।

Monthly **AT-TAHREEK**
Chief Editor : Professor Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.
Editor : Dr. Muhammad Sakhawat Hossain.
Published by : Hadeeth Foundation Bangladesh, Rajshahi, Bangladesh.
Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK Nawdapara (Aam Chattar, Airport Road), P.O. Sapura, Rajshahi. Ph. : 0247-860861. Mobile: 01715-002380, 01919-477154,
Circulation Department : 01558-340390, E-mail: tahreek@ymail.com

দারুল হাদীছ এডুকেশন সিটি

(একটি আদর্শ ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি নগরী)

مدينة دار الحديث العلمية والتربوية

■ দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় ■ তাবলীগী ইজতেমা ময়দান

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর বহুমুখী সংস্কার কার্যক্রমকে অধিকতর সুসংহত ও ফলপ্রসূ করার জন্য দেশের উত্তরাঞ্চলের প্রাণকেন্দ্র রাজশাহী মহানগরীর উপকণ্ঠে একটি আদর্শ ইসলামী শিক্ষা নগরী গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই বহুমুখী 'মেগা প্রকল্প'টিতে বিশুদ্ধ দ্বীন শিক্ষার লক্ষ্যে একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, তাবলীগী ইজতেমা ময়দান, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ইয়াতীমখানা এবং প্রয়োজনীয় নাগরিক সুবিধাসম্পন্ন একটি আদর্শ ইসলামী নগরী গড়ে উঠবে ইনশাআল্লাহ।

অতএব দানশীল ভাই-বোনদেরকে নিম্নোক্ত স্তর সমূহের যেকোন স্তরে দাতা সদস্য হয়ে উক্ত মহৎ প্রকল্প বাস্তবায়নে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি।

বিঃ দ্রঃ সম্মানিত দাতাগণকে 'দাতাসদস্য সনদ' প্রদান করা হবে।

স্থায়ী দাতা সদস্য

স্তর	নাম	টাকার পরিমাণ
১ম	আজীবন দাতা সদস্য	২৫ লক্ষ থেকে ১ কোটি বা তদূর্ধ্ব
২য়	বিশেষ দাতা সদস্য	৫ লক্ষ বা তদূর্ধ্ব
৩য়	সাধারণ দাতা সদস্য	১ লক্ষ বা তদূর্ধ্ব

মাসিক/নিয়মিত দাতা সদস্য

স্তর	টাকা পরিমাণ	স্তর	টাকার পরিমাণ
১ম	২৫০০০/= বা তদূর্ধ্ব	৬ষ্ঠ	৪০০০/=
২য়	২০০০০/=	৭ম	৩০০০/=
৩য়	১৫০০০/=	৮ম	২০০০/=
৪র্থ	১০০০০/=	৯ম	১০০০/=
৫ম	৫০০০/=	১০ম	৫০০/=

অর্থ প্রেরণের ঠিকানা : তাবলীগী ইজতেমা ফাণ্ড : হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৭১৭, আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা। বিকাশ ও নগদ নং : ০১৭৯৭-৯০০১২৩, রকেট (মার্চেন্ট) নং : ০১৭০৭-৬১৩৬৩৭৬।

সার্বিক যোগাযোগ : কেন্দ্রীয় কার্যালয়, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৯৭-৯০০১২৩, ০১৭১১-৫৭৮০৫৭।

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية و أدبية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২৭তম বর্ষ	১ম সংখ্যা
রবীঃ আউঃ-রবীঃ আখের	১৪৪৫ হি.
আশ্বিন-কার্তিক	১৪৩০ বাং
অক্টোবর	২০২৩ খৃ.

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া (আমচত্বর) পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ই-মেইল : tahreek@ymail.com

সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
বই বিক্রয় বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০
(বিকাল ৪.৩০ থেকে ৫.৩০ পর্যন্ত)

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
রাজশাহী অফিস : ০১৭৯৭-৯০০১২৩
ঢাকা অফিস : ০১৭৯৫-৯৪৬৮১৩

হাদিয়া : ৩০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা — সাধারণ ডাক/রেজিঃ ডাক

বাংলাদেশ		৪৫০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	১০৫০/-	২২৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১৩০০/-	২৫০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৯০০/-	৩১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	২৩০০/-	৩৫০০/-

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়** ০২
- **প্রবন্ধ :**
  - নফল ছালাতের গুরুত্ব ও ফযীলত ০৩
    -ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম
  - মহামনীষীদের পিছনে মায়েদের ভূমিকা ১০
    -ইউসুফ বিন যাবনুল্লাহ আল-'আতীর
  - গীবত থেকে বাঁচার উপায় ১৬
    -আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ
- **ছাহাবী চরিত :** ২২
  - হাসান বিন আলী (রাঃ) *(২য় কিস্তি)*
    -ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
- **সাময়িক প্রসঙ্গ :** ২৭
  - হিজাব ও ঔপনিবেশিকতা : প্রেক্ষিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় *-মুহাম্মাদ আবূ হুরায়রা ছিফাত*
- **বিজ্ঞানচিন্তা :** ৩০
  - সূর্যের চারিদিকে গ্রহের সুশৃংখল গঠন
    -ইঞ্জিনিয়ার আসীফুল ইসলাম চৌধুরী
- **হাদীছের গল্প :** ৩২
  - ছালাতে অনুপম একাগ্রতা
    -মুসাম্মাৎ শারমিন আখতার
- **অমর বাণী :** *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* ৩৩
- **ভ্রমণ স্মৃতি :** ৩৪
  - মধ্যপ্রাচ্যের শহরে-নগরে *(শেষ কিস্তি)*
    -ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
- **কবিতা :** ৩৯
  - নয়া বীর
  - এক আল্লাহ যিন্দাবাদ
- **স্বদেশ-বিদেশ** ৪০
- **মুসলিম জাহান** ৪১
- **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪২
- **সংগঠন সংবাদ** ৪৩
- **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

দেশের তরুণ সমাজ বিদেশমুখী হচ্ছে কেন?

তরুণ সমাজ, যাদেরকে জাতির মেরুদণ্ড বলা হয়, তাদের বিদেশ যাওয়ার প্রবণতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কেন আমাদের প্রাণপ্রিয় সন্তানেরা বাপ-মায়ের কোল ছেড়ে বিদেশ-বিভুঁইয়ে জীবন কাটাতে চায়? লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে ও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাগর-মহাসাগর পাড়ি দিয়ে মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ আফ্রিকা ও পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে যাওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য অধিক অর্থোপার্জন। অথচ সে টাকা ব্যয় করে দেশেই তারা কিছু করতে পারে। এর মাধ্যমে তারা সমাজের ও দেশের উন্নতিতে অবদান রাখতে পারে। অল্পে তুষ্ট থাকার ও আল্লাহ্র উপর ভরসা করার ঈমান ক্রমেই দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। আর এজন্য অনেকে সাগরে ডুবে মরছে অথবা সেখানে গিয়ে নির্যাতনে মরছে। অনেকে খালি হাতে ফিরে আসছে। অনেকে আবার বিদেশের নাগরিক হয়ে যাচ্ছে। অথচ তাক্বদীরের বাইরে সে কিছুই পায় না। আল্লাহ বলেন, 'অধিক পাওয়ার আকাংখা তোমাদের (পরকাল থেকে) গাফেল রাখে, 'যতক্ষণ না তোমরা কবরস্থানে উপনীত হও' *(তাকাছুর ১০২/১-২)*।

এক হিসাবে জানা যায় যে, ২০০৯ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়েছে দেশের ২৬ লাখ ১৪ হাযার ৯৪ জন নাগরিক। ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান এখন বিশ্বে ৩য়। প্রতি বছর সাগর পাড়ি দিতে গিয়ে প্রায় ৫০০ বাংলাদেশীর মৃত্যু হচ্ছে। ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন-এর তথ্য অনুসারে প্রতি বছর আনুমানিক ৭ লাখ বাংলাদেশী বিভিন্ন দেশে অভিবাসী হ'তে গিয়ে এই ঝুঁকির মুখোমুখি হন। যাদের অধিকাংশের বয়স ২০ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। পররাষ্ট্র মন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন বলেন, অবৈধ অভিবাসনকে সরকার সমর্থন করে না। অবৈধভাবে বিদেশে যাওয়া ব্যক্তিরা দেশকেই বিপদে ফেলছে এবং দেশের সুনাম নষ্ট করছে' *(১৮ ও ১৯ শে সেপ্টেম্বর'২৩, দৈনিক ইনকিলাব)*।

দেশ ছাড়ার প্রধান কারণ সমূহ : **(১) দেশে বৈধ কর্মসংস্থানের অভাব :** ঘুষ-দুর্নীতি, চাঁদাবাজি, নারী ধর্ষণ সব দিক দিয়ে দেশ তলানিতে চলে গেছে। যার জন্য দেশের ১৮ ভাগ প্রাপ্ত বয়স্ক ও ১২ ভাগ শিশু-কিশোর মানসিক সমস্যায় ভুগছে *(২৩শে সেপ্টেম্বর'২৩, দৈনিক ইনকিলাব)*। বিগত দলীয় সরকারগুলির আমলে বাংলাদেশ দুর্নীতিতে দু'বার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। **(২) নিরাপত্তার অভাব :** লণ্ডনের ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্ট ইউনিটের রিপোর্ট অনুযায়ী ২০২১ সালে নিরাপদ শহরের সূচকে ঢাকা ছিল ৭ম ঝুঁকিপূর্ণ শহর। দলীয় ক্যাডার ও চাঁদাবাজদের অত্যাচারে মানুষ অতিষ্ঠ। রাস্তা-ঘাটে তো বটেই, নিজের বাড়ীতেও কারও নিরাপত্তা নেই। যদিও যুক্তরাজ্যের মত উন্নত দেশের রাস্তায় একা চলতে ভয় পায় ৪৪ শতাংশ মেয়ে *(২১শে সেপ্টেম্বর'২৩, দৈনিক ইনকিলাব)*। **(৩) পাহাড় প্রমাণ আয় বৈষম্য :** বর্তমানে দেশে ধনী ও গরীবের আয় বৈষম্যের অনুপাত ১$^{+}$ থেকে ৪১। সবচেয়ে ধনী ১০ শতাংশ মানুষের হাতে দেশের মোট আয়ের ৪১ শতাংশ কুক্ষিগত। খাদ্য মূল্যস্ফীতি গত সাড়ে ১১ বছরে সর্বোচ্চ। সূদ-ঘুষ, মুনাফাখোরী, মওজুদদারী ইত্যাদি পুঁজিবাদী অর্থনীতির নির্দয় শোষণে মানুষ জর্জরিত। ফলে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলিতে ২০২১ সালে ২০ হাযার বাংলাদেশী নাগরিক আশ্রয় প্রার্থনা করেছে। এবার এ সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে। যাদের ৯০ শতাংশের বয়স ২০ থেকে ৪০ বছর। **(৪) বেকারত্ব :** আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা (আইএলও) ২০২২-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশের তরুণদের মধ্যে বেকারত্বের হার ১০ দশমিক ৬ শতাংশ। লণ্ডনের ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্ট ইউনিটের তথ্য মতে, বাংলাদেশে প্রতি ১০০জন স্নাতক ডিগ্রীধারীর মধ্যে ৪৭ জনই বেকার। তাই অনেকের মতে, কয়েক লাখ টাকা ঘুষ দিয়ে দারোয়ানের চাকুরী নেওয়ার চাইতে ঐ টাকায় বিদেশে গিয়ে ট্যাক্সি চালানো বা সুইপারী করাও অনেক ভাল। আন্তর্জাতিক চাকুরীর বাজারগুলি প্রায়ই উচ্চতর পারিশ্রমিক প্যাকেজ ও ব্যাপক সুযোগ-সুবিধা এবং পেশাগত অগ্রগতির সুযোগ দিয়ে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে। ফলে দেশের যোগ্য চাকুরীজীবীরাও বিদেশে চলে যাচ্ছেন। এতে দেশের দক্ষ জনশক্তির অভাব প্রকট হচ্ছে। **(৫) উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশ যাত্রা :** স্টুডেন্ট ভিসায় বিদেশ যাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃদ্ধি পেলেও মানসম্মত শিক্ষার অভাব, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের রাজনৈতিক দলাদলি, যে কোন চাকুরীতে দলীয় দৃষ্টিকোণ, কর্মসংস্থানের সীমিত সুযোগ, যোগ্যতা অনুযায়ী কাজের অভাব, সামাজিক নিরাপত্তার অভাব, আইন-শৃংখলার অবনতি, নিজের ও পরিবারের ভবিষৎ নিয়ে উদ্বেগ এবং বিদেশী সংস্থাগুলির লোভনীয় অফার প্রভৃতি কারণে শিক্ষার্থীরা বিদেশে যেতে প্রলুব্ধ হচ্ছে। এভাবে যদি মেধাবীরা ব্যাপকহারে বিদেশে পাড়ি জমায়, তাহ'লে দেশ এক সময় মেধাশূন্য হয়ে যাবে। ২০২২ সালে প্রকাশিত ইউনেস্কোর সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী প্রায় ৪৯,১৫১ জন বাংলাদেশী শিক্ষার্থী বিশ্বের ৫৮টি দেশে পড়াশোনার জন্য গিয়েছে। অনেকে অবৈধভাবেও চলে যাচ্ছে। অনেকে সেখানে স্থায়ী হচ্ছে।

(৬) রাজনীতি সচেতন তরুণরা নেতাদের পারস্পরিক হানাহানি দেখে রাজনীতি থেকে দূরে থাকছে। দেশের উন্নতির জন্য উন্নত চিন্তা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। বিদেশে তরুণদের সংখ্যা কম। তাই তারা এদেশের তরুণদের বিভিন্নভাবে আকৃষ্ট করছে। এমনকি তাদেরকে সেদেশের রাজনীতিতে প্রবেশের সুযোগ দিচ্ছে। তারাই আবার বিদেশের প্রতিনিধি হয়ে দেশে আসছে ও আমাদের নেতাদের উপদেশ দিচ্ছে। **(৭) দ্বৈত নাগরিকত্ব :** আগে ইউরোপ-আমেরিকা সহ ৫৭টি দেশে দ্বৈত নাগরিকত্বের সুবিধা ছিল। বর্তমান সরকারের আমলে আরও ৪৪টি দেশে দ্বৈত নাগরিকত্বের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এতে পক্ষে-বিপক্ষে নানা মত রয়েছে। তবে এর ফলে ধনিক শ্রেণী আইনী প্রক্রিয়াতেই দেশের অর্থ বিদেশে গচ্ছিত রাখতে পারেন *(৯ই সেপ্টেম্বর'২৩ দৈনিক ইত্তেফাক)*।

এই অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় : (১) সরকার ও প্রশাসনকে সকলের প্রতি নিরপেক্ষ আচরণ করতে হবে। যোগ্য ও মেধাবীদের অগ্রাধিকার ও সম্মানীদের যথাযথ সম্মান দিতে হবে। (২) সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী, আইনজীবী, চিকিৎসক এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক দলাদলি নিষিদ্ধ করতে হবে। (৪) আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীকে নিরপেক্ষ রাখতে হবে এবং তাদেরকে সর্বদা নৈতিক প্রশিক্ষণ দিতে হবে। সেই সাথে মিথ্যা মামলা দায়েরকারীদের দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির বিধান করতে হবে। (৫) বিচার ব্যবস্থায় আমূল সংস্কার করতে হবে। আদালতের চৌকাঠও ঘুষ খায়, এই দুর্নাম ঘুচাতে হবে। বিচারের দীর্ঘসূত্রিতার কারণগুলি দূর করতে হবে। এজন্য হাইকোর্টে বিচারাধীন অপেক্ষমান লাখ লাখ কারাবন্দী, যাদের অপেক্ষার মেয়াদ কমপক্ষে ৩ বছর হয়ে গেছে, তাদেরকে মুচলেকা নিয়ে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। সেই সাথে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের অমানবিক বিধান বাতিল করা আবশ্যক। নিম্ন আদালতে হাজতের মেয়াদ ১মাসে নির্ধারণ করা যেতে পারে। তাতে নিউজিল্যাণ্ডের ন্যায় আমাদের কারাগারগুলি প্রায় খালি থাকবে এবং কারাবন্দী ও তাদের পরিবার স্বস্তি পাবে (এই সাথে দ্রষ্টব্য সম্পাদকীয় : 'কারা সংস্কারে আমাদের প্রস্তাব সমূহ' *(১৯/৮ সংখ্যা, মে ২০১৬)*। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন! *(স.স.)*।

নফল ছালাতের গুরুত্ব ও ফযীলত

-ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম*

ভূমিকা : আল্লাহ্র নিকট বান্দার ক্ষমা ভিক্ষা ও প্রার্থনা নিবেদনের যত মাধ্যম রয়েছে তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম হ'ল ছালাত। ক্বিয়ামতের দিন বান্দার সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে তার ছালাতের। ছালাতের হিসাব সঠিক হ'লে তার সমস্ত আমল সঠিক হবে। আর ছালাতের হিসাব বাতিল হ'লে তার সমস্ত আমল বরবাদ হবে। ছালাত প্রথমতঃ দুই ভাগে বিভক্ত যথা- ফরয ও নফল। ফরয ব্যতীত বাকী সকল ছালাতই নফল। নফল ছালাতের মাধ্যমে বান্দার ফরয ছালাতের ঘাটতি পূর্ণ হয়। এটি এমন এক মর্যাদা ও ফযীলতপূর্ণ ইবাদত যার মাধ্যমে বান্দার জন্য জান্নাতে ঘর নির্মিত হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে নফল ছালাতের বিভিন্ন দিক ও কতিপয় নফল ছালাতের পরিচয় তুলে ধরা হ'ল।-

নফল ছালাতের পরিচয় : নফল (النفل) আরবী শব্দ। অর্থ- কর্তব্যের অতিরিক্ত কাজ, ঐচ্ছিক, বাধ্যতামূলক নয় এমন, অতিরিক্ত।[১] পারিভাষিক সংজ্ঞায় সাইয়্যেদ শরীফ ইবনুল হাসান জুরজানী বলেন, اسم لما شرع زيادة على الفرائض والواجبات، 'ফরয ও ওয়াজিবের অতিরিক্ত শরী'আত প্রবর্তিত বিষয়কে নফল বলে'।[২] কেউ কেউ বলেন, النافلة ما كان زيادة على الأصل، 'মূলের অতিরিক্ত বিষয়ই নফল'।[৩] তাই নফল ছালাত অর্থ শরী'আত নির্ধারিত ফরয ছালাতের অতিরিক্ত ছালাত। মূলতঃ ফরয ব্যতীত সকল ছালাতই নফল বা অতিরিক্ত। তবে যেসব নফল ছালাত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিয়মিত পড়তেন বা পড়তে তাকীদ করতেন, সেগুলিকে ফিক্বহী পরিভাষায় 'সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ' বা 'সুন্নাতে রাতেবাহ' বলা হয়। যেমন ফরয ছালাত সংশ্লিষ্ট সুন্নাত সমূহ।[৪] এই সুন্নাতগুলি ক্বাযা হ'লে তা আদায় করতে হয়। যেমন যোহরের প্রথম দু'রাক'আত বা চার রাক'আত সুন্নাত ক্বাযা হ'লে তা যোহর ছালাত আদায়ের পরে পড়তে হয় এবং ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত ক্বাযা হ'লে তা ফরয ছালাতের পরেই পড়তে হয়।[৫]

২য় প্রকার সুন্নাত হ'ল 'গায়ের মুওয়াক্কাদাহ', যা করলে নেকী আছে, কিন্তু তাকীদ নেই।[৬] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'দুই আযানের মধ্যে' অর্থাৎ আযান ও একামতের মাঝে ছালাত রয়েছে (২ বার)। তৃতীয়বারে বললেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে'।[৭] যেমন আছরের পূর্বে দুই বা চার রাক'আত সুন্নাত, মাগরিব ও এশার পূর্বে দু'রাক'আত সুন্নাত প্রভৃতি।[৮]

নফল ছালাতের গুরুত্ব ও ফযীলত : নফল ছালাতের গুরুত্ব ও ফযীলত অপরিসীম। নিম্নে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হ'ল।-

১. ফরয ছালাতের ঘাটতি পূরণ : আল্লাহ তা'আলার একান্ত সান্নিধ্য লাভের জন্য ফরয ইবাদত যেমন যরূরী, তেমনি ফরয ইবাদতের ঘাটতি পূরণ করার জন্য নফল ইবাদত যরূরী। আমাদের অনেকের বিভিন্ন সময়ে ফরয ছালাতে ঘাটতি হয়ে যায়। এক্ষেত্রে হাশরের ময়দানে ফরয ছালাতের ঘাটতি পূরণ হবে নফল ছালাত দ্বারা। যেমন আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلاَتُهُ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَىْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِى مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ، 'ক্বিয়ামতের দিন বান্দার সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে তার ছালাতের। যদি তার ছালাতের হিসাব সঠিক হয় তাহ'লে সে সফলকাম হবে ও নাজাত পাবে। আর যদি ছালাত বিনষ্ট হয়ে যায় তাহ'লে সে বিফল ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যদি ফরয ছালাতে কিছু কমতি হয়, তাহ'লে প্রতিপালক আল্লাহ বলবেন, দেখ আমার বান্দার কোন নফল ইবাদত আছে কি-না? তখন নফল দিয়ে ফরযের ঘাটতি পূরণ করা হবে। অতঃপর তার অন্যান্য সকল আমল সম্পর্কেও অনুরূপ করা হবে' (যেমন ছালাত, ছিয়াম, যাকাত, হজ্জ ইত্যাদিতে)।[৯]

শায়খ ওছায়মীন (রহঃ) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলার অশেষ দয়া, নে'মত ও অনুগ্রহের অন্যতম হ'ল, তিনি আমাদের জন্য প্রত্যেক ওয়াক্তে ফরয ছালাতের আগে ও পরে নফল ছালাতের বিধান দিয়েছেন, শুধু নিষিদ্ধ ওয়াক্ত ব্যতীত। যাতে মুসলমান বান্দা তার ফরয ছালাতের ঘাটতি নফল ছালাত দ্বারা পূর্ণ করতে পারে'।[১০]

২. মর্যাদা উন্নতকরণ : নফল ছালাত মুছল্লীর মর্যাদা উন্নত করে এবং তার পাপ মোচন করে তাকে আল্লাহ্র খাঁটি বান্দায় পরিণত করে। জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা লাভের যত মাধ্যম রয়েছে তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হ'ল নফল ছালাত। মা'দান ইবনু ত্বালহা (রহঃ) বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-

---

*শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

১. ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান, আল-মু'জামুল ওয়াফী (ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারী ২০১৬), পৃ. ১০৭৯।
২. মু'জামুত তা'রীফাত (কায়রো, দারু ইবনুল জাওযী ১৪৩৯ হি./২০১৮খ্রি.), পৃ. ২৬৬।
৩. আত-তাফসীরুল বাসীত, ১০/৮।
৪. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), (রাজশাহী : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ৪র্থ সংস্করণ, অক্টোবর ২০১১ খ্রি.), পৃ. ১৩৫।
৫. বুখারী হা/১২৩৩; মিশকাত হা/১০৪৩-৪৪; আবূদাঊদ হা/১২৬৫-৬৭।
৬. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ঐ, পৃ. ১৩৫।
৭. বুখারী হা/৬২৪; মিশকাত হা/৬৬২।
৮. তিরমিযী হা/৪২৯; মিশকাত হা/৬৬২, ১১৬৫, ১১৭১-৭২, ১১৭৯-৮০; বুখারী হা/১১৮৩, ৬২৪।
৯. আবূদাঊদ হা/৮৬৪; তিরমিযী হা/৪১৩; মিশকাত হা/১৩৩০।
১০. শরহু রিয়াযিছ ছালেহীন, ২/১৩২৪।

এর মুক্তদাস ছাওবান (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে বললাম, أَخْبِرْنِى بِعَمَلٍ أَعْمَلُهُ يُدْخِلُنِى اللهُ بِهِ الْجَنَّةَ فَسَكَتَ ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَسَكَتَ ثُمَّ سَأَلْتُهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ فَإِنَّكَ لاَ تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً، 'আমাকে এমন একটি কাজের সন্ধান দিন, যে কাজ আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে? তিনি চুপ থাকলেন। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম। তিনি চুপ থাকলেন। আমি তৃতীয়বার তাকে একই প্রশ্ন করলাম। তিনি উত্তরে বললেন, আমি নিজেও এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, তোমার উচিত আল্লাহকে বেশী বেশী সিজদা করা। কেননা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে প্রতিটি সিজদার মাধ্যমে আল্লাহ তোমার সম্মানের স্তর একটি করে বৃদ্ধি করবেন ও তোমার থেকে একটি করে গোনাহ দূর করে দিবেন'।[১১]

৩. আল্লাহ্র ভালোবাসা লাভ : মানুষ যেসব আমলের মাধ্যমে আল্লাহ্র ভালোবাসা ও নৈকট্য লাভে ধন্য হয় তন্মধ্যে নফল ছালাত অন্যতম। এ ছালাতের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত হ'তে পারে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِنَّ اللهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِى وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَىَّ عَبْدِى بِشَىْءٍ أَحَبَّ إِلَىَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِى يَتَقَرَّبُ إِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِى يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِى يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِى يَبْطُشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِى يَمْشِى بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِى لأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِى لأُعِيذَنَّهُ، 'আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি আমার কোন প্রিয় বান্দার সাথে দুশমনী করল, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিলাম। আমি যেসব বিষয় ফরয করেছি, তার মাধ্যমে আমার নৈকট্য অনুসন্ধানের চাইতে প্রিয়তর আমার নিকটে আর কিছু নেই। বান্দা বিভিন্ন নফল ইবাদতের মাধ্যমে সর্বদা আমার নৈকট্য হাছিল করে, এমনকি আমি তাকে ভালোবাসি। অতঃপর যখন আমি তাকে ভালোবাসি, তখন আমিই তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শ্রবণ করে। চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দর্শন করে। হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধারণ করে। পা হয়ে যাই, যার সাহায্যে সে চলাফেরা করে। যদি সে আমার নিকটে কোন কিছু প্রার্থনা করে, আমি তাকে তা দান করে থাকি। যদি সে আশ্রয় ভিক্ষা করে, আমি তাকে আশ্রয় দিয়ে থাকি'...।[১২]

৪. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে জান্নাতে থাকার সৌভাগ্য অর্জন : জান্নাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে থাকা বড়ই সৌভাগ্য ও মর্যাদার বিষয়। এই সৌভাগ্য তারাই অর্জন করতে পারবে যারা অধিক হারে নফল ছালাত আদায় করবে। এর মাধ্যমে তার ছওয়াব বৃদ্ধি পাবে এবং গুনাহ দূর হবে। রবী'আহ বিন কা'ব (রাঃ) বলেন, كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِى سَلْ. فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِى الْجَنَّةِ. قَالَ أَوَغَيْرَ ذَلِكَ. قُلْتُ هُوَ ذَاكَ. قَالَ فَأَعِنِّى عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ 'আমি রাতের বেলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে সাথে থাকতাম এবং ওযূর পানিসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এগিয়ে দিতাম। একদিন তিনি আমাকে বললেন, (কল্যাণের কিছু) চেয়ে নাও। আমি নিবেদন করলাম, আমি জান্নাতে আপনার সাহচর্য চাই। তিনি বললেন, এছাড়া আর কিছু চাও? আমি বললাম, এটাই (আমি চাই)। তিনি বললেন, তুমি বেশী বেশী সিজদা করে (এ ব্যাপারে) আমাকে সাহায্য কর'।[১৩]

৫. জাহান্নামের আগুন হারাম : যারা ফরয ছালাতের সাথে সাথে নফল ছালাত আদায় করেন আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি অত্যন্ত খুশি হন। ফলে তাদের জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম হয়ে যায়। উম্মু হাবীবা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ، 'যে ব্যক্তি যোহরের ফরয ছালাতের পূর্বে চার রাক'আত এবং পরে চার রাক'আত ছালাত আদায় করে আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেন'।[১৪] অন্যত্র তিনি বলেন, مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ، 'যে ব্যক্তি যোহরের ফরয ছালাতের পূর্বে চার রাক'আত এবং পরে চার রাক'আত ছালাত আদায় করবে তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না'।[১৫]

আল্লাহ তা'আলা বান্দার উপর যে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছেন সেটা ছাড়াও কতিপয় নফল ছালাত রয়েছে, যা অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ।

কতিপয় নফল ছালাত ও তার ফযীলত :

১. দিনে রাতে ১২ রাক'আত সুন্নাত : মুমিন বান্দা দিনে রাতে ১২ রাক'আত সুন্নাতে মু'য়াক্কাদাহ ছালাত আদায় করলে জান্নাতে তার জন্য ঘর নির্মিত হয়। উম্মু হাবীবা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, مَنْ صَلَّى فِىْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِى الْجَنَّةِ، أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

১১. *মুসলিম হা/৪৪৮; মিশকাত হা/৮৯৭।*
১২. *বুখারী হা/৬৫০২; মিশকাত হা/২২৬৬।*
১৩. *মুসলিম, মিশকাত হা/৮৯৬।*
১৪. *আবূদাঊদ হা/১২৬৯; তিরমিযী হা/৪২৮; মিশকাত হা/১১৬৭।*
১৫. *আহমাদ হা/২৬৮০৭; নাসাঈ হা/১৮১৭।*

وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ، 'যে ব্যক্তি দিনে-রাতে ১২ রাক'আত ছালাত আদায় করে, তার জন্য জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ করা হবে। যোহরের পূর্বে চার, পরে দুই, মাগরিবের পরে দুই, এশার পরে দুই ও ফজরের পূর্বে দুই'।[১৬] ইবনু ওমর (রাঃ)-এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে যোহরের পূর্বে দু'রাক'আত সহ সর্বমোট দশ রাক'আতের কথা এসেছে।[১৭] আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، 'ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত ছালাত দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছু হ'তে উত্তম'।[১৮]

অনুরূপভাবে বিতর ছালাতও খুব ফযীলতপূর্ণ ছালাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বাড়ীতে বা সফরে কোন অবস্থায় বিতর ও ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত পরিত্যাগ করতেন না।[১৯]

'বিতর' অর্থ বেজোড়। যা মূলতঃ এক রাক'আত। কেননা এক রাক'আত যোগ না করলে কোন ছালাতই বেজোড় হয় না। ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'রাতের নফল ছালাত দুই দুই (مَثْنَى مَثْنَى)। অতঃপর যখন তোমাদের কেউ ফজর হয়ে যাবার আশংকা করবে, তখন সে যেন এক রাক'আত পড়ে নেয়। যা তার পূর্বেকার সকল নফল ছালাতকে বিতরে পরিণত করবে'।[২০] অন্য হাদীছে তিনি বলেন, اَلْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِّنْ آخِرِ اللَّيْلِ 'বিতর রাত্রির শেষে এক রাক'আত মাত্র'।[২১] আয়েশা (রাঃ) বলেন, وَكَانَ يُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ، 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক রাক'আত দ্বারা বিতর করতেন'।[২২] বিতর ছালাত ১, ৩, ৫, ৭, ৯, ১১ ও ১৩ রাক'আত পর্যন্ত (وَلاَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَ عَشْرَةَ) পড়া যায় এবং তা প্রথম রাত্রি, মধ্য রাত্রি, ও শেষ রাত্রি সকল সময় পড়া চলে।[২৩]

২. ছালাতুল ইশরাক্ব : ছালাতুল ইশরাক্বের অপর নাম ছালাতুয যোহা। 'শুরূক্ব' অর্থ সূর্য উদিত হওয়া। 'ইশরাক্ব' অর্থ চমকিত হওয়া। আর 'যোহা' অর্থ সূর্য গরম হওয়া। এই ছালাত সূর্যোদয়ের পরপরই প্রথম প্রহরের শুরুতে পড়লে একে 'ছালাতুল ইশরাক্ব' বলা হয় এবং কিছু পরে দ্বিপ্রহরের পূর্বে পড়লে তাকে 'ছালাতুয যোহা' বা চাশতের ছালাত বলা হয়।[২৪] ইশরাক্ব, যোহা, আওয়াবীন সবই একই ছালাত। চাশতের ছালাতের সর্বনিম্ন রাক'আত সংখ্যা দুই এবং সর্বোচ্চ আট পর্যন্ত পাওয়া যায়।[২৫] এছাড়া এর উপর যত খুশি আদায় করা যায়।[২৬] তবে নির্দিষ্টভাবে বার রাক'আত যোহা আদায়ের ফযীলত সম্পর্কিত হাদীছটি যঈফ।[২৭]

জীবনের গুনাহ মাফের অন্যতম বড় মাধ্যম হজ্জ ও ওমরাহ। তবে মক্কায় গিয়ে হজ্জ ও ওমরাহ করার সামর্থ্য সবার হয় না। কোন বান্দা যদি খালেছ নিয়তে ২ রাক'আত ছালাতুল ইশরাক আদায় করে তাহ'লে সে একটি পূর্ণ হজ্জ ও ওমরার সমপরিমাণ ছওয়াব পেয়ে যায়। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِى جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، 'যে ব্যক্তি ফজরের ছালাত জামা'আতে পড়ে, অতঃপর সূর্য ওঠা পর্যন্ত আল্লাহ্র যিকরে বসে থাকে, অতঃপর দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে, তার জন্য পূর্ণ একটি হজ্জ ও ওমরার নেকী রয়েছে'।[২৮]

আবু যার (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আদম সন্তানের শরীরের প্রতিটি অস্থি প্রতিদিন নিজের উপর ছাদাক্বা ওয়াজিব করে। কারোর সাক্ষাতে তাকে সালাম দেয়া একটি ছাদাক্বা। সৎ কাজের আদেশ দেওয়া একটি ছাদাক্বা, অন্যায় থেকে নিষেধ করা একটি ছাদাক্বা। রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা একটি ছাদাক্বা। নিজ স্ত্রীর সাথে সংগত হওয়াও একটি ছাদাক্বা। তবে চাশতের ২ রাক'আত ছালাত এসব কিছুর পরিপূরক হয়ে যাবে'।[২৯]

বুরায়দা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, فِى الإِنْسَانِ ثَلاَثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ مَفْصِلاً فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْهُ بِصَدَقَةٍ. قَالُوا وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ يَا نَبِىَّ اللهِ قَالَ النُّخَاعَةُ فِى الْمَسْجِدِ تَدْفِنُهَا وَالشَّىْءُ تُنَحِّيهِ عَنِ الطَّرِيقِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَرَكْعَتَا الضُّحَى تُجْزِئُكَ، 'মানুষের শরীরে ৩৬০টি জোড়া রয়েছে। অতএব মানুষের কর্তব্য হ'ল প্রত্যেক জোড়ার জন্য একটি করে ছাদাক্বা করা। ছাহাবীগণ বললেন, কার শক্তি আছে এই কাজ করার, হে আল্লাহ্র নবী (ছাঃ)? তিনি বললেন, মসজিদে লেগে থাকা থুথু মুছে ফেলাও একটি ছাদাক্বা। পথ থেকে কোন কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়াও একটি ছাদাক্বা। কিন্তু (তিনশ' ষাট জোড়ার ছাদাক্বাহ দেবার মতো) কোন কিছু না পেলে তোমরা যোহার দু'রাক'আত ছালাত আদায় কর। এটিই তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবে'।[৩০]

৩. তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ : নফল ছালাত সমূহের মধ্যে অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ ছালাত হ'ল রাতের ছালাত তথা তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ। রামাযানে এশার পর প্রথম রাতে পড়লে তাকে

১৬. *তিরমিযী হা/৪১৫, মুসলিম, মিশকাত হা/১১৫৯।*
১৭. *বুখারী হা/৬১৮, ১১৮১; মুসলিম হা/৭২৯; মিশকাত হা/১১৬০।*
১৮. *মুসলিম হা/৭২৫; মিশকাত হা/১১৬৪।*
১৯. *ইবনুল ক্বাইয়িম, যা-দুল মা'আ-দ (বৈরূত : মুওয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ২৯ সংস্করণ, ১৪১৬/১৯৯৬) ১/৪৫৬।*
২০. *বুখারী হা/৪৭৩, ৯৯০; মিশকাত হা/১২৫৪।*
২১. *মুসলিম হা/৭৫২; মিশকাত হা/১২৫৫।*
২২. *ইবনু মাজাহ হা/১১৯৬; মিশকাত হা/১২৮৫।*
২৩. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৪৫; বুখারী হা/৯৯৬; আবূদাঊদ হা/২২৬; মিশকাত হা/১২৬৩-৬৫।*
২৪. *ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃ. ২৫৪।*
২৫. *মুসলিম হা/৩৩৬।*
২৬. *উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৪/৮৫।*
২৭. *তিরমিযী; মিশকাত হা/১৩১৬, সনদ যঈফ।*
২৮. *তিরমিযী হা/৫৮৬; মিশকাত হা/৯৭১।*
২৯. *মুসলিম হা/৭২০; আবূদাঊদ হা/১২৮৫, সনদ ছহীহ।*
৩০. *আবূদাঊদ হা/৫২৪২; মুসলিম, মিশকাত হা/১৩১৫, ১৩১১।*

'তারাবীহ' এবং রামাযান ও অন্যান্য সময়ে শেষরাতে পড়লে তাকে 'তাহাজ্জুদ' বলা হয়। তারাবীহ, তাহাজ্জুদ, ক্বিয়ামে রামাযান, ক্বিয়ামুল লায়েল সবকিছুকে এক কথায় 'ছালাতুল লায়েল' বা 'রাত্রির ছালাত' বলা হয়।[৩১] 'রামাযান বা রামাযানের বাইরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রাত্রির এই নফল ছালাত বিতরসহ ১১ রাক'আতের বেশী পড়েনি। যেমন আয়েশা (রাঃ) বলেন, مَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيْدُ فِيْ رَمَضَانَ وَلاَ فِيْ غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّيْ أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّيْ أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّيْ ثَلاَثًا، 'রামাযান বা রামাযানের বাইরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রাত্রির ছালাত এগার রাক'আতের বেশী আদায় করেননি। তিনি প্রথমে (২+২)[৩২] চার রাক'আত পড়েন। তুমি তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না। অতঃপর তিনি (২+২) চার রাক'আত পড়েন। তুমি তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না। অতঃপর তিন রাক'আত পড়েন'।[৩৩]

রাতের ছালাত শ্রেষ্ঠ ছালাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ 'ফরয ছালাতের পরে সর্বোত্তম ছালাত হ'ল রাত্রির (নফল) ছালাত'।[৩৪]

মানব জীবন ভুল-ভ্রান্তি ও নানা পাপে জর্জরিত। তাই পাপ থেকে মুক্তি পেতে সরাসরি আল্লাহ্র সাথে কথোপকথনের মাধ্যম হ'ল তাহাজ্জুদ ছালাত। এ ছালাতের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ্র আহ্বানে সাড়া দিয়ে নিজের জীবনকে পাপ মুক্ত করে আল্লাহ্র খাঁটি বান্দাতে রূপান্তরিত হ'তে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ فَيَقُوْلُ مَن يَّدْعُوْنِي فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ، مَنْ يَّسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَن يَّسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ... 'আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলা প্রতি রাতের তৃতীয় প্রহরে দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন এবং বলতে থাকেন, কে আছ আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দেব। কে আছ আমার কাছে চাইবে, আমি তাকে দান করব। কে আছ আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দেব'।[৩৫]

অন্যত্র তিনি বলেন, مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، 'যে ব্যক্তি রামাযানে ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় রাত্রির ছালাত আদায় করে, তার বিগত সকল গোনাহ মাফ করা হয়'।[৩৬] তিনি আরো বলেছেন, عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ وَمُكَفِّرَةٌ لِّلسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ، 'তোমাদের জন্য ক্বিয়ামুল লায়ল বা রাতের ছালাত আদায় করা উচিত। রাতে ইবাদত করা হচ্ছে তোমাদের পূর্ববর্তী নেক লোকদের রীতি। তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের পন্থা, গোনাহ মাফের উপায় এবং অপরাধ, অশ্লীলতা হ'তে বিরত থাকার মাধ্যম'।[৩৭]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا أَعَدَّهَا اللهُ لِمَنْ أَلَانَ الْكَلَامَ، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَتَابَعَ الصِّيَامَ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، 'জান্নাতের মধ্যে এমন মসৃণ প্রাসাদ রয়েছে যার বাইরের জিনিস সমূহ ভিতর হ'তে এবং ভিতরের জিনিস সমূহ বাহির হ'তে দেখা যায়। সেসব প্রাসাদ আল্লাহ এমন ব্যক্তির জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন যে ব্যক্তি মানুষের সাথে নরম কথা বলে, ক্ষুধার্তকে খাবার দেয়, নিয়মিত ছিয়াম পালন করে এবং রাতে মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন ছালাত আদায় করে'।[৩৮]

৪. তাহিইয়াতুল ওযূ : ছালাতের জন্য পবিত্রতা অর্জনের অন্যতম মাধ্যম হ'ল ওযূ করা। আর প্রত্যেক ওযূর পর দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় করা মুস্তাহাব, যাকে তাহিইয়াতুল ওযূ বলা হয়।[৩৯]

জান্নাত পাওয়ার অন্যতম সহজ মাধ্যম হ'ল তাহিইয়াতুল ওযূর দুই রাক'আত নফল ছালাত। ওক্বা বিন আমের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، 'যে কোন মুসলিম যখনই সুন্দরভাবে ওযূ করে দাঁড়িয়ে একাগ্রতার সাথে দুই রাক'আত ছালাত আদায় করে, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়'।[৪০]

ফযীলতপূর্ণ এই নফল ছালাত নিয়মিত আদায়ের কারণেই জান্নাতে বেলাল (রাঃ)-এর পদধ্বনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শুনতে পেয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বেলাল (রাঃ)-কে বললেন, يَا بِلاَلُ، حَدِّثْنِيْ بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِيْ الإِسْلاَمِ، فَإِنِّيْ سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ، قَالَ : مَا عَمِلْتُ عَمَلاً أَرْجَى

---

৩১. *নায়লুল আওত্বার ২/২৯৫ পৃ.; মির'আতুল মাফাতীহ ২/২২৪ পৃ.; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃ. ১৭১-৭২।*
৩২. *বুখারী হা/৯৯৪; মুসলিম হা/৭৩৬; মিশকাত হা/১১৮৮।*
৩৩. *বুখারী হা/১১৪৭; মুসলিম হা/১৭২৩।*
৩৪. *মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩৯।*
৩৫. *বুখারী হা/১১৪৫; মুসলিম হা/৭৫৮, ১৭৭৩।*
৩৬. *বুখারী হা/২০০৯; মুসলিম হা/৮৫৯, মিশকাত হা/১২৯৬।*
৩৭. *তিরমিযী হা/৩৫৪৯; মিশকাত হা/১২২৭।*
৩৮. *ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৫০৯; বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমান হা/২৮২৫; মিশকাত হা/১২৩২, হাদীছ ছহীহ।*
৩৯. *নববী, আল-মাজমূ' ৩/৫৪৫; ফাতাওয়াল কুবরা ৫/৩৪৫; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃ. ১৭১-৭২।*
৪০. *মুসলিম হা/২৩৪; আবু দাঊদ হা/৯০৬; তিরমিযী হা/১০৫৯।*

عِنْدِيْ مِنْ أَنِّيْ لَمْ أَتَطَهَّرْ طُهُوْرًا فِيْ سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلاَّ صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُوْرِ مَا كُتِبَ لِيْ أَنْ أُصَلِّيَ، 'হে বেলাল! বল দেখি তুমি মুসলমান হওয়ার পর এমন কি আমল কর, যার নেকীর আশা তুমি অধিক পরিমাণে কর? কেননা আমি জান্নাতে তোমার জুতার শব্দ আমার সম্মুখে শুনতে পাচ্ছি। তখন বেলাল (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি এছাড়া কোন আমল করি না, যা আমার নিকট অধিক নেকীর কারণ হ'তে পারে। আমি রাতে বা দিনে যখনই ওযূ করি তখনই সে ওযূ দ্বারা (দু'রাক'আত) ছালাত আদায় করি, যা আদায় করার তাওফীক আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন'।[৪১]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, বুরায়দা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) সকালে উঠে বেলাল (রাঃ)-কে ডেকে বললেন, 'হে বেলাল! কি কাজের বিনিময়ে তুমি আমার পূর্বে জান্নাতে পৌঁছলে? আমি যখনই জান্নাতে প্রবেশ করি, তখনই আমার সম্মুখে তোমার জুতার শব্দ শুনতে পাই। বেলাল (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি যখনই আযান দিয়েছি তখনই দু'রাক'আত ছালাত আদায় করেছি। আর যখনই আমার ওযূ ভেঙ্গেছে তখনই আমি ওযূ করেছি এবং মনে করেছি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে আমাকে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বললেন, এই দুই কাজের বিনিময়েই তুমি জান্নাতে আমার সম্মুখে চলে গেছে'।[৪২]

৫. তাহিইয়াতুল মাসজিদ : মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বে দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় করতে হয়, যাকে 'তাহিইয়াতুল মাসজিদ' বলে। আবূ ক্বাতাদাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ. وفي رواية فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ. 'তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করার পূর্বে বসবে না'। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'সে যেন বসার পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে নেয়'।[৪৩]

এমনকি ইমামের জুম'আর খুৎবারত অবস্থায় কেউ মসজিদে প্রবেশ করলেও সে 'তাহিইয়াতুল মাসজিদ' দু'রাক'আত ছালাত আদায় না করে বসবে না। বরং সংক্ষিপ্তভাবে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করেই বসবে। জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খুৎবা দেওয়ার সময় বলেছেন, إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا، 'তোমাদের কেউ জুম'আর দিন ইমামের খুৎবা চলাকালে মসজিদে উপস্থিত হ'লে সে যেন সংক্ষেপে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে নেয়'।[৪৪]

৬. আযান ও ইক্বামতের মাঝে ছালাত : প্রত্যেক আযান ও ইক্বামতের মাঝে দু'রাক'আত নফল ছালাত রয়েছে। আব্দুল্লাহ বিন মুগাফফাল (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ، ثُمَّ قَالَ فِى الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ، 'প্রত্যেক আযান ও ইক্বামতের মধ্যবর্তী সময়ে ছালাত রয়েছে। প্রত্যেক আযান ও ইক্বামতের মধ্যবর্তী সময়ে ছালাত রয়েছে। তৃতীয়বারে তিনি বললেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে'।[৪৫] আলী (রাঃ) বলেন, كان رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আছরের (ফরয ছালাতের) পূর্বে চার রাক'আত ছালাত আদায় করতেন'।[৪৬] অন্যত্র এসেছে, كَانَ يُصَلِّى قَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ 'তিনি আছরের (ফরয ছালাতের) পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতেন'।[৪৭]

জুম'আর দিন মসজিদে প্রবেশ করে তাহিইয়াতুল মাসজিদ ছালাত আদায়ের পর ইমাম খুৎবার জন্য মিম্বরে ওঠার পূর্ব পর্যন্ত সাধ্যমত নফল ছালাত আদায় করা যায়। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّىَ مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى وَفَضْلَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ– 'যে ব্যক্তি গোসল করে জুম'আর ছালাতে আসল, অতঃপর সাধ্যমত (নফল) ছালাত আদায় করল, অতঃপর ইমামের খুৎবা শেষ হওয়া পর্যন্ত নীরব থাকল, তারপর ইমামের সাথে (জুম'আর) ছালাত আদায় করল, এতে তার দু'জুম'আর মধ্যকার দিনসমূহের এবং আরো তিন দিনের পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়'।[৪৮]

৭. ছালাতুল হাজত : আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اسْتَعِيْنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ، 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন' *(বাক্বারাহ ২/১৫৩)*। তাই বিশেষ কোন বৈধ চাহিদা পূরণের জন্য আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে যে দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় করা হয়, তাকে 'ছালাতুল হাজত' বলা হয়।[৪৯] এজন্য শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের পর সালাম ফিরানোর পূর্বে আশু প্রয়োজনীয় বিষয়টির কথা নিয়তের মধ্যে এনে নিম্নোক্ত সারগর্ভ দো'আটি পাঠ করতে হবে। اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي

৪১. বুখারী হা/১১৪৯; মুসলিম হা/২৪৫৮; মিশকাত হা/১৩২২।
৪২. তিরমিযী হা/৩৬৮৯; মিশকাত হা/১৩২৬।
৪৩. বুখারী হা/৪৪৪, ১১৬৩; মুসলিম হা/১৬৮৭; মিশকাত হা/৭০৪।
৪৪. মুসলিম হা/৮৭৫; আবুদাঊদ হা/১১১৬; মিশকাত হা/১৪১১।
৪৫. বুখারী হা/৬২৭; মিশকাত হা/৬৬২।
৪৬. তিরমিযী হা/৪২৯, ১১৬১; মিশকাত হা/১১৭১।
৪৭. আবু দাঊদ হা/১২৭২; মিশকাত হা/১১৭২, সনদ হাসান।
৪৮. মুসলিম হা/৮৫৭; মিশকাত হা/১৩৮২।
৪৯. ইবনু মাজাহ হা/১৩৮৫; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃ. ২৬১।

الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّـــارِ– *(আল্লা-হুম্মা রব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুন্ইয়া হাসানাতাঁও ওয়া ফিল আ-খেরাতে হাসানাতাঁও ওয়া ক্বিনা আযা-বান্না-র)*। ‘হে আল্লাহ! হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি আমাদেরকে দুনিয়াতে মঙ্গল দিন ও আখেরাতে মঙ্গল দিন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব হ’তে রক্ষা করুন’। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অধিকাংশ সময় এ দো‘আটিই পড়তেন’।[৫০]

দো‘আটি সিজদায় পড়লে বলতে হবে, اَللّٰهُمَّ آتِنَـــا... *আল্লা-হুম্মা আ-তিনা...*। কেননা রুকূ-সিজদায় কুরআনী দো‘আ পড়া চলে না।[৫১] এ বিষয়ে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর স্ত্রী সারা’র ঘটনা স্মরণ করা যেতে পারে। যিনি বিপদে পড়ে ছালাত আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহ্র নিকট দো‘আ করলে আল্লাহ তাকে বিপদমুক্ত করেন।[৫২] তাই আমরাও যেকোন বিপদে নফল ছালাতের মাধ্যমে আল্লাহ্র নিকট দো‘আ করতে পারি। তাহ’লে আল্লাহ তা‘আলা আমাদের বিপদমুক্ত করবেন ইনশাআল্লাহ।

৮. ছালাতুত তাওবাহ : মুমিন বান্দার কোন ভুল বা পাপ কাজ সংঘটিত হয়ে গেলে সে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়। তখন সে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য বিশেষভাবে যে নফল ছালাত আদায় করে, তাকে ‘ছালাতুত তাওবাহ’ বলা হয়।[৫৩] আবুবকর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَقُومُ فَيَتَطَهَّرُ ثُمَّ يُصَلِّى ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ إِلاَّ غَفَرَ اللهُ لَهُ، ‘কোন লোক যদি গুনাহ করে। অতঃপর উঠে দাঁড়ায় ও পবিত্রতা অর্জন করে এবং দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করে। অতঃপর আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন’।[৫৪] তওবার জন্য নিম্নের দো‘আটি বিশেষভাবে সিজদায় ও শেষ বৈঠকে সালাম ফিরানোর পূর্বে পাঠ করতে হবে।- أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لآ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ *‘আস্তাগফিরুল্লা-হাল্লাযী লা ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ূমু ওয়া আতূবু ইলাইহে’* ‘আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি সেই আল্লাহ্র নিকটে যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও বিশ্ব চরাচরের ধারক এবং তাঁর দিকেই আমি ফিরে যাচ্ছি বা তওবা করছি’।[৫৫]

৯. সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের ছালাত : আমরা দৈনন্দিন জীবনে দেশে বা দেশের বাইরে অনেক সময় সফর করে থাকি। ব্যক্তিগত সফর, সাংগঠনিক সফর, হজ্জ সফর ইত্যাদি। সফর সুখের জায়গা নয়, বরং নানাবিধ ঝামেলা ও কষ্টের জায়গা। রাসূল (ছাঃ) বলেন, السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، ‘সফর আযাবের অংশ’।[৫৬] সফর থেকে সুস্থ অবস্থায় ফিরে আসা আল্লাহ্র বিশেষ রহমতের বহিঃপ্রকাশ। তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সফর থেকে ফিরে সাধারণতঃ প্রথমে মসজিদে দু’রাক‘আত নফল ছালাত আদায় করে তারপর বাড়ীতে প্রবেশ করতেন।[৫৭]

১০. ছালাতুল ইস্তেখা-রাহ : আল্লাহ্র নিকট থেকে কল্যাণ ইঙ্গিত প্রার্থনার জন্য যে নফল ছালাত আদায় করা হয়, তাকে ‘ছালাতুল ইস্তেখা-রাহ’ বলা হয়। কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় কোন্ শুভ কাজটি করা মঙ্গলজনক হবে, সে বিষয়ে আল্লাহ্র নিকট থেকে ইঙ্গিত পাওয়ার জন্য বিশেষভাবে এই ছালাত আদায় করা হয়। কোন দিকে ঝোঁক না রেখে সম্পূর্ণ নিরাবেগ ও খোলা মনে ইস্তেখা-রার ছালাত আদায় করতে হবে। অতঃপর যেদিকে মন টানবে, সেভাবেই কাজ করতে হবে। এজন্য ফরয ছালাত ব্যতীত ইস্তেখারার নিয়ত সহ দু’রাক‘আত নফল ছালাত দিনে বা রাতে যেকোন সময়ে পড়া যায়।[৫৮] জাবের (রাঃ) বলেন, كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا الاِسْتِخَارَةَ فِى الأُمُورِ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلِ، ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে সকল কাজে ‘ইস্তেখা-রাহ’ শিক্ষা দিতেন, যেভাবে তিনি আমাদেরকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন কোন কাজের সংকল্প করবে, তখন ফরয ব্যতীত দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করবে। অতঃপর (দো‘আয়) বলবে,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ، اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ فَاقْدِرْهُ لِيْ وَيَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاقْدِرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِيْ بِهِ، قَالَ: (وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ)

‘হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তোমার জ্ঞানের সাহায্যে কল্যাণের বিষয়টি প্রার্থনা করছি এবং তোমার শক্তির মাধ্যমে (সেটা অর্জন করার) শক্তি প্রার্থনা করছি। আমি তোমার মহান অনুগ্রহ ভিক্ষা চাইছি। কেননা তুমিই ক্ষমতা রাখ। আমি ক্ষমতা রাখি না। তুমিই জান, আমি জানি না। তুমিই

৫০. বুখারী হা/৪৫২২, ৬৩৮৯; মিশকাত হা/২৪৮৭, ৮১৩।
৫১. মুসলিম, মিশকাত হা/৮৭৩।
৫২. বুখারী হা/২২১৭; আহমাদ হা/৯২৩০।
৫৩. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃ. ২৬২।
৫৪. ইবনু মাজাহ হা/১৩৯৫; তিরমিযী হা/৪০৬; মিশকাত হা/১৩২৪; আলে ইমরান ৩/১৩৫; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৫৯।
৫৫. তিরমিযী হা/৩৫৭৭; আবুদাঊদ হা/১৫১৭; মিশকাত হা/২৩৫৩।
৫৬. বুখারী হা/১৮০৪, ৩০০১; মুসলিম হা/১৯২৭; মিশকাত হা/৩৮৯৯।
৫৭. বুখারী হা/৪৪৩, ৪৬৭৭।
৫৮. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃ. ২৬৩।

যে অদৃশ্য বিষয় সমূহের মহাজ্ঞানী। হে আল্লাহ! যদি তুমি জান যে, এ কাজটি আমার জন্য উত্তম হবে আমার দ্বীনের জন্য, আমার জীবিকার জন্য ও আমার পরিণাম ফলের জন্য, তাহ'লে ওটা আমার জন্য নির্ধারিত করে দাও এবং সহজ করে দাও। অতঃপর ওতে আমার জন্য বরকত দান কর। আর যদি তুমি জান যে, এ কাজটি আমার জন্য মন্দ হবে আমার দ্বীনের জন্য, আমার জীবিকার জন্য ও আমার পরিণাম ফলের জন্য, তাহ'লে এটা আমার থেকে ফিরিয়ে নাও এবং আমাকেও ওটা থেকে ফিরিয়ে রাখ। অতঃপর আমার জন্য মঙ্গল নির্ধারণ কর, যেখানে তা আছে এবং আমাকে তা দ্বারা সন্তুষ্ট কর'। এখানে *হা-যাল আমরা* (এই কাজ) বলার সময় কাজের নাম উল্লেখ করা যায় বলে রাবী বর্ণনা করেন। যা উপরোক্ত হাদীছের শেষে বর্ণিত হয়েছে'।[৫৯]

উক্ত দো'আটি ছালাতের শেষ বৈঠকে করা ভালো। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতের মধ্যেই বিশেষ করে সিজদায় এবং শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ ও সালামের মধ্যবর্তী সময়ে বিশেষ দো'আ সমূহ করতেন।[৬০] সে হিসাবে ইস্তেখা-রার দো'আটিও শেষ বৈঠকে বসে ধীরে-সুস্থে করা বাঞ্ছনীয়। আর যদি সালাম ফিরানোর পরে উক্ত দো'আ করেন, তাহ'লে বেশী দেরী না করে এবং অহেতুক কোন কথা না বলে সত্বর দু'হাত উঠিয়ে দো'আ করবেন এবং শুরুতে হাম্দ ও দরূদ পাঠ করবেন। যেমন *আল-হামদুলিল্লাহি রব্বিল 'আ-লামীন, ওয়াছছালাতু ওয়াসসালামু 'আলা রাসূলিল্লাহিল কারীম*, অতঃপর দো'আ পাঠ করবেন।[৬১]

১১. ছালাতুয যাওয়াল : ছালাতুয যাওয়াল বা সূর্য ঢলে পড়ার ছালাত মূলতঃ ৪ রাক'আত বিশিষ্ট নফল ছালাত। আব্দুল্লাহ ইবনুস সায়েব (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূর্য ঢলার পর হ'তে যোহরের পূর্ব পর্যন্ত ৪ রাক'আত ছালাত আদায় করতেন এবং বলতেন, إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ فَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ، 'এ সময় আকাশের দরজা খুলে দেয়া হয়। আমার একান্ত ইচ্ছা, এ সময় আমার কোন সৎকর্ম আল্লাহ্র দরবারে পৌঁছাক'।[৬২] অন্য হাদীছে আবু আইয়ূব আনছারী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) সূর্য ঢলে পড়লে ৪ রাক'আত ছালাত আদায় করতেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনি সূর্য হেলে গেলে (গুরুত্বের সঙ্গে) ৪ রাক'আত ছালাত আদায় করেন কেন? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, সূর্য ঢলার পর আকাশের দরজা খুলে দেয়া হয় এবং যোহর পর্যন্ত তা খোলা থাকে। আমি চাই এ সময় আমার কোন ভাল কাজ আকাশে পৌঁছাক। আমি বললাম, এর প্রতি রাক'আতেই কি ক্বিরাআত পড়তে হয়? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, ২ রাক'আতের পর সালাম ফিরাতে হয় কি? তিনি বললেন, না'।[৬৩] একদল বিদ্বানের মতে এই ছালাত ছিল যোহরের পূর্বের ৪ রাক'আত সুন্নাত ছালাত।[৬৪] তবে ইবনুল ক্বাইয়িম, ইরাক্বী ও মুবারকপুরী সহ কতিপয় বিদ্বানের মতে এটি স্বতন্ত্র ছালাত, যাকে 'ছালাতুয যাওয়াল' বা সূর্য ঢলে পড়ার ছালাত বলা হয়। এটি যোহরের ছালাতের পূর্বের চার রাক'আত সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ নয়।[৬৫] অতএব আকাশের দরজা খুলে দেওয়ার এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে আল্লাহ্র নিকট দো'আ কবুলের আশায় নফল ছালাত হিসাবে এটি আদায় করা যায়।

উপসংহার : ফরয ইবাদত ছাড়াও আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য কিছু নফল ইবাদতের সুযোগ রেখেছেন। নফল ইবাদতের মধ্যে ছালাত আল্লাহ্র কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রিয় আমল। দিন-রাতের নফল ছালাত মুমিন জীবনের সৌভাগ্যের চাবিকাঠি এবং উন্নত মর্যাদা লাভের মাধ্যম। নফল ছালাতের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ্র অধিকতর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভ করে। জান্নাত পিয়াসী মুমিন বান্দাগণ অত্যন্ত যত্নসহকারে নফল ছালাত সমূহ আদায় করেন। তাই আসুন! আমরা সত্যিকারের আল্লাহ ওয়ালা বান্দা হওয়ার লক্ষ্যে অধিক হারে নফল ছালাত সমূহ আদায়ের চেষ্টা করি। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন-আমীন!

---

৫৯. বুখারী হা/১১৬২, ৬৩৮২,৭৩৯০; মিশকাত হা/১৩২৩।
৬০. মুসলিম, মিশকাত হা/৮৯৪, ৮১৩।
৬১. আবুদাঊদ হা/১৪৮১, ৮৮-৯০; নায়ল ৩/৩৫৪-৫৫; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৫৮; মির'আত ৪/৩৬২, ৬৪।
৬২. তিরমিযী হা/৪৭৮; আহমাদ হা/২৩৫৯৭; মিশকাত হা/১১৬৯।
৬৩. তিরমিযী, মুখতাছারুশ শামায়েল হা/২৪৯; ছহীহুল জামে' হা/১৫৩২।
৬৪. মানাজী, ফায়যুল ক্বাদীর ১/৪৬৭।
৬৫. ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ ১/২৯৮-৯৯; মির'আতুল মাফাতীহ ৪/১৪৬; আওনুল মা'বুদ ৪/১০৪; তোহফাহ ২/৪৭৯।

ডিলারশীপ ও পাইকারী ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

খুচরা মূল্য :

- কালোজিরা ফুলের মৌসুমের মধু-৫০০ গ্রাম ৫৯০/-
- বরই ফুলের প্রাকৃতিক মধু-৫০০ গ্রাম ৫৯০/-
- প্রাকৃতিক বিভিন্ন ফুলের মিক্স মধু-৫০০ গ্রাম ৫৫০/-
- বিভিন্ন ফুলের মিক্স মধু-৫০০ গ্রাম ৩৪০/-
- সরিষা ও লিচু ফুলের মিক্স মধু-৫০০ গ্রাম ২৯৫/-
- শক্তি প্লাস আরোগ্য কালোজিরা তেল ৭৫ মিলি. ১৭০/-
- শক্তি প্লাস শান্তির দূত জয়তুন তেল ৭৫ মিলি. ১৭০/-

যোগাযোগ : প্রত্যাশা এন্টারপ্রাইজ, প্রসাদপুর বাজার, মান্দা, নওগাঁ। মোবাইল : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

মহামনীষীদের পিছনে মায়েদের ভূমিকা

-মূল (আরবী) : ইউসুফ বিন যাবনুল্লাহ আল-'আতীর

-অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

ভূমিকা :

যুগে যুগে পৃথিবীতে বহু মহা মনীষীর আগমন ঘটেছে, যারা দুনিয়াতে অমরকীর্তি রেখে গেছেন। তাদের জীবনগঠন ও শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে তাদের মায়েদের ভূমিকা ছিল অনন্য। আমরা জানি যে, পিতা-মাতার আদর-যত্ন, লালন-পালন ছাড়া কোন সন্তান বড় হ'তে পারে না। প্রতিপালনের এ স্বাভাবিক অবদানের বাইরেও অনেক মা নিজের আদরের সন্তানকে যথাযোগ্য মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার জন্য যারপর নেই চেষ্টা করেছেন। তাদের এ অনন্য প্রচেষ্টার মাধ্যমেই অনেক মনীষী ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। মুসলিম উম্মাহ্র জন্য রেখে গেছেন অসামান্য অবদান। সুতরাং বিগত মহাপুরুষ বিদগ্ধ মনীষীগণের জীবন গঠনে তাদের মায়েদের ভূমিকা কিরূপ ছিল, এ প্রবন্ধে সে বিষয়ে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আনাস বিন মালিক (রাঃ)-এর মা

আনাস বিন মালিক (রাঃ)-এর মায়ের নাম মুলাইকা বিনতে মিলহান। তার উপাধি ছিল গুমাইছা বা রুমাইছা। তবে তিনি উম্মু সুলাইম নামে প্রসিদ্ধ।

কোন মা যদি উপহার হিসাবে নিজ সন্তানকে নিয়ে গৌরব করতে চান, মুসলিম উম্মাহ্র উপর নিজ সন্তানকে নিয়ে গর্ব করতে চান, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর গৃহের অংশীজন হিসাবে মুসলিম উম্মাহ্র উপর ফখর করতে চান তবে সবদিক দিয়েই আনাস বিন মালিক (রাঃ)-এর মায়ের সে অধিকার রয়েছে। আনাস (রাঃ)-এর মা তাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খাদেম হিসাবে তাঁর হাতে সমর্পণ করেছিলেন। এ খেদমতের সুযোগ লাভ যেমন আনাস (রাঃ)-এর জন্য ছিল শ্রেষ্ঠ উপহার তেমনি গোটা মুসলিম জাতির জন্যও তা শ্রেষ্ঠ উপঢৌকন। এ খেদমতের সুযোগ নবী করীম (ছাঃ)-এর হাদীছের হেফাযতের অন্যতম মাধ্যম হয়েছিল। আর এভাবে দ্বীনও সুরক্ষা লাভ করেছিল। বস্তুত নবী করীম (ছাঃ)-এর খেদমতের মধ্য দিয়ে আনাস (রাঃ) আমাদের জন্য দু'হাযারের অধিক হাদীছ বর্ণনা করে গেছেন। এমনকি বলতে হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর একান্ত নিকটে থাকার দরুন তিনি তাঁর নানাবিধ অবস্থা, কথাবার্তা ও কার্যাবলী সম্পর্কে এমন সব বর্ণনা নকল করেছেন যা অন্য কোন ছাহাবীর পক্ষে সম্ভব হয়নি। কারণ প্রায় সময় সাথে থাকার ফলে তিনি তাঁর এমন অনেক বিষয় অবহিত হ'তে পেরেছিলেন যা জানার সুযোগ অন্যদের ছিল না।

আনাস (রাঃ)-এর মায়ের চিন্তা-ভাবনার মধ্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খেদমতের চিন্তা আগে থেকেই বাসা বেঁধেছিল। তাইতো মদীনায় তাঁর শুভাগমনের সাথে সাথে তিনি তা কার্যকর করার আগ্রহে তাঁর নিকট ছুটে যান। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও তাঁর আবেদনে তড়িৎ সাড়া দেন এবং তার আগ্রহকে বাস্তবে রূপ দেন।

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন মদীনায় পদার্পণ করেন তখন আমার বয়স ছিল আট বছর। আমার মা আমার হাত ধরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট নিয়ে গেলেন। তিনি তাঁকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আনছারদের এমন কোন নারী-পুরুষ নেই যে আপনাকে কোন না কোন উপঢৌকন দেয়নি। আমার পক্ষে আপনাকে উপঢৌকন দেওয়ার সামর্থ্য নেই, কেবল আমার এই পুত্র ছাড়া। আপনি তাকে গ্রহণ করুন, সে আপনার চাহিদা মতো আপনার খেদমত করবে। তিনি বলেন, তারপর আমি দশ বছর যাবৎ তাঁর খেদমত করেছি। না তিনি আমাকে মেরেছেন, না বকেছেন, না মুখ কালো করেছেন'।[১]

আনাস (রাঃ)-এর মায়ের তোহফা কতই না উত্তম তোহফা! তার হিম্মত কতই না বড় হিম্মত! ঐ মহিমান্বিত মায়ের হিম্মত অনেক উচ্চে, তার আগ্রহ অনেক ঊর্ধ্বে। তিনি চাচ্ছিলেন যে, তার ছেলে এ সম্মানে ভূষিত হবেন এবং কালের প্রবাহে তার এ গৌরব ও ইয্যত অক্ষুণ্ন থাকবে। মাশাআল্লাহ তার এ চাওয়া পূরণ হয়েছে। বাস্তবিকই যুগ যুগ ধরে আনাস (রাঃ)-এর নাম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নামের সাথে যুক্ত রয়েছে। তার উপাধি ছিল 'খাদেমুর রাসূল'। আনাস (রাঃ) নিজের নামের সাথে এ উপাধি উল্লেখ করতেন। এ উপাধি নিয়ে তিনি গৌরব করতেন। অনেক সময় তিনি বলতেন, 'আমি আশা করি যে, ক্বিয়ামতের দিন আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করব, তারপর তাঁকে বলব, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ আপনার ছোট্ট খাদেম আনাস।[২]

আনাস (রাঃ)-এর মা তার ছেলের প্রতিপালন ও সেবা-যত্নে যথাসাধ্য শ্রম ব্যয় করেছিলেন। ছেলেরূপী তার এ আমানত তিনি দৃঢ়তার সাথে ধারণ করেছিলেন এবং যেদিন তিনি প্রথম দ্বীন ইসলামে দাখিল হন সেদিন থেকে নিয়ে এ আমানত অত্যন্ত নিপুণভাবে রূপায়ণের চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। জাহেলী যুগে তিনি ছিলেন মালিক বিন নযরের স্ত্রী। তার ঔরসে আনাস বিন মালিক (রাঃ)-এর জন্ম হয়। তারপর যখন আল্লাহ তা'আলা নবী করীম (ছাঃ)-কে ইসলামসহ প্রেরণ করলেন তখন যারা ইসলামের ডাকে দ্রুত সাড়া দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে উম্মু সুলাইম ছিলেন অন্যতম। তিনি নিজ কওমের সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং তার স্বামীকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিয়েছিলেন। কিন্তু মালিক ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন এবং স্ত্রীর প্রতি রাগ করে বাড়ি ছেড়ে শাম চলে যান। সেখানেই তার মৃত্যু হয়।[৩] উম্মু সুলাইম তাতে মোটেও বিচলিত হননি। সেকালে পুরুষকে পরিবারের খুঁটি ও ভিত্তি ভাবা হ'ত। তারপরও স্বামীকে ছেড়ে ইসলামে অটল থাকা তার ঈমানী দৃঢ়তা, মানসিক স্থিরতা, উঁচু হিম্মত ও সঙ্কল্পে অবিচলতার পরিচয় বহন করে।

---

১. *আবু ইয়ালা, ৩৬২৪।*
২. *আহমাদ, মুসনাদ হা/৩/২২২। মুসনাদের তাহক্বীক্বকারীগণ বলেছেন, হাদীছটি ছহীহ মুসলিমের শর্তে পর্যায়ের ছহীহ।*
৩. *আল-ইছাবাহ ৮/২২৭।*

উম্মু সুলাইম পুত্র আনাসের প্রতিপালন ও শিক্ষাদীক্ষার দায়িত্ব একাই নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। এ দায়িত্ব তিনি পুরোপুরি এবং যথাযথই পালন করেছিলেন। তার মতো দায়িত্বশীল মা আর কে আছে, যিনি ছিলেন যথার্থ বুদ্ধিমত্তা ও বিশুদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী?

তার স্বামী আবু ত্বালহার ঔরসে তার গর্ভজাত সন্তান যেদিন মারা যায়, সেদিনে তিনি যে ভূমিকা পালন করেছিলেন তাতে তার ঐ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় ফুটে উঠেছে। আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু ত্বালহার এক ছেলে অসুস্থ ছিল। তাকে রেখে আবু ত্বালহা বাইরে যান। ইত্যবসরে শিশুটি মারা যায়। তিনি বাড়ি ফিরে এসে বললেন, আমার ছেলে কি করছে? উম্মু সুলাইম ছিলেন ঐ শিশুর মা, তিনি বললেন, সে আগের থেকেও শান্তিতে আছে। তারপর তিনি তার সামনে রাতের খাবার হাযির করলেন। তিনি তা খেয়ে নিলেন। পরে স্বামী স্ত্রী দু'জনে মিলিত হন। মিলন শেষে স্ত্রী তাকে বললেন, ছেলেকে কবর দেওয়ার ব্যবস্থা করো। সকাল হ'লে আবু ত্বালহা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে গিয়ে সকল বৃত্তান্ত বললেন। তিনি বললেন, তোমরা কি আজ রাতে মিলিত হয়েছিলে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দো'আ করলেন, হে আল্লাহ! তুমি তাদের দু'জনের মধ্যে বরকত দাও। পরে তিনি একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেন। আবু ত্বালহা তখন আমাকে বললেন, একে নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে নিয়ে যাও। তিনি তার সাথে কয়েকটা খেজুর দিয়ে দেন। নবী করীম (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তার সাথে কি কিছু আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, কয়েকটা খেজুর। তিনি তা নিয়ে দাঁতে চিবালেন এবং নিজের মুখ থেকে বের করে বাচ্চার মুখে দিলেন। এভাবে তার তাহনীক করলেন এবং নাম রাখলেন আব্দুল্লাহ। বুখারীর অন্য বর্ণনায় আছে, বর্ণনাকারী ইবনু উয়াইনা বলেন, আনছারদের এক ব্যক্তি বলেছেন, আমি আব্দুল্লাহ্র ঔরসজাত নয় জন সন্তানকে দেখেছি, তারা প্রত্যেকেই কুরআনের ক্বারী হয়েছেন।[৪]

উম্মু সুলাইম ছিলেন একজন ধৈর্যশীলা মহিলা। সে ধৈর্য ছিল বড়ই বরকতময়। তার প্রজ্ঞাও ছিল উঁচু পর্যায়ের। কিছু ছহীহ বর্ণনায় এসেছে, আনাস (রাঃ)-এর বয়স দশ বছর না হ'তেই তার মা তাকে লেখাপড়া শিক্ষা দেন এবং ভালোভাবে লেখাপড়া রপ্ত না করা অবধি তিনি তাকে নবী করীম (ছাঃ)-এর হাতে সোপর্দ করেননি।

ইমাম আহমাদ স্বীয় মুসনাদে আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর মদীনায় পদার্পণকালে উম্মু সুলাইম আমার হাত ধরে আমাকে তাঁর সামনে নিয়ে গেলেন, তারপর বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ আমার ছেলে। এ লেখায় পারদর্শী এক কিশোর। তিনি বলেন, অতঃপর আমি নয় বছর রাসূল (ছাঃ)-এর সেবা-যত্ন করেছি, আমি যা কিছুই করেছি না কেন, তিনি কখনও বলেননি, তুমি খারাপ কাজ করেছ অথবা তুমি যা করেছ কত না নিকৃষ্ট![৫]

সেই পবিত্র যামানায় লেখাপড়ার দিক দিয়ে আরবের অবস্থা যে কেমন ছিল তা যারা জানেন তারাই অনুধাবন করতে পারবেন। এই মহীয়সী মা তার সন্তানকে মহিমান্বিত মানুষদের কাতারভুক্ত করতে কতই না ত্যাগ স্বীকার করেছেন! কি আশ্চর্যই না তার এ কাজ!

স্বীয় পুত্র আনাস (রাঃ)-এর উপর উম্মু সুলাইম (রাঃ)-এর এটাও এক মহা অনুগ্রহ যে, তার স্বামী তাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার পর তিনি পুনরায় বিয়ে করতে অস্বীকার করেন। তার কথা ছিল, আমার আনাস বড় মানুষ হোক, বিভিন্ন মজলিসে অংশগ্রহণ করুক এবং ব্যক্তিত্ববানদের মাঝে কথা বলুক, তারপর বিয়ের কথা ভাবা যাবে। তিনি বলতেন, 'আনাস বড় মানুষ না হওয়া এবং মজলিসে না বসা পর্যন্ত আমি বিয়ে করব না'। আনাস (রাঃ) এ সম্পর্কে বলতেন, 'আল্লাহ তা'আলা আমার মাকে উত্তম প্রতিদান দিন। তিনি আমাকে সুন্দরভাবে প্রতিপালন করেছিলেন'।[৬]

সন্তানকে নিয়ে আনাসের মায়ের চাওয়া-পাওয়া তার সন্তানের মধ্যে নিশ্চিত হয়েছিল। তিনি বড় মানুষ হয়েছিলেন, ব্যক্তিত্ববানদের মজলিসে বসেছিলেন এবং সে মজলিসের মধ্যমণি হয়েছিলেন।

চারিদিক থেকে উম্মু সুলাইমকে বিয়ের প্রস্তাব অনেকেই দিয়েছিলেন। ছাহাবী আবু ত্বালহা, যায়দ বিন সাহল আনছারী (রাঃ) ছিলেন তাদের অন্যতম।[৭] উম্মু সুলাইম (রাঃ) আবু ত্বালহাকেই বিয়ে করেন। পূর্বের স্বামীর বদলে আল্লাহ তা'আলা তাকে উম্মু সুলাইমের স্বামী হিসাবে মনোনীত করেন। তাদের এ বিবাহ ছিল আল্লাহ্র অন্যতম নিদর্শন। কেননা আবু ত্বালহা (রাঃ) বিয়ের প্রস্তাবদানকালে কাফের ছিলেন। বুদ্ধিমতী উম্মু সুলাইম তাকে কায়দা করে বলেন, 'হে আবু ত্বালহা! আপনার মতো মানুষকে তো ফিরিয়ে দেওয়া চলে না। কিন্তু আপনি হ'লেন কাফের, আর আমি মুসলিম। কাফের তো মুসলিমের জন্য হালাল নয়। আপনি যদি ইসলাম গ্রহণ করেন তবে আপনার ইসলাম গ্রহণই আমার বিয়ের মহর হবে। ফলে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ইসলাম গ্রহণ তার বিয়ের মহর ধার্য হয়। ছাবেত আল-বুনানী বলেন, আমরা উম্মু সুলাইমের মহর 'ইসলাম' থেকে দামী কোন মহরের কথা কোন দিন শুনিনি।[৮] এ কারণেই সমগ্র উম্মাতের মাঝে তার মহর সবচেয়ে দামী ও মহতী বলে স্বীকৃত।

তাদের বিয়ে নিয়ে বেশকিছু চিত্তাকর্ষক বর্ণনা আছে। যেমন আবু ত্বালহা (রাঃ) বিয়ের প্রস্তাব দিলে উম্মু সুলাইম (রাঃ) তাকে বলেছিলেন, ওহে আবু ত্বালহা! আপনি কি জানেন না, যে মা'বূদের আপনি অর্চনা করেন সে মাটি থেকে উদগত গাছ বিশেষ? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, জানি না আবার! তিনি বলেছিলেন, একটা গাছের ইবাদত-অর্চনা করতে আপনার লজ্জা লাগে না? যদি আপনি ইসলাম গ্রহণ করেন তবে আমি ইসলাম গ্রহণ ছাড়া আর কিছু মহর হিসাবে আপনার নিকট

৪. *বুখারী হা/১৩০১; মুসলিম হা/২১৪৪।*
৫. *আহমাদ হা/১২২৭৩, শায়খ শুয়াইব আরনাউত বলেন, এ হাদীছের সনদ শায়খাইনের শর্ত অনুসারে ছহীহ।*
৬. *ইবনু সা'দ, তাবাকাত ১০/৩৯৬।*
৭. *সিয়ারু আ'লামিননুবালা, ২/২৭।*
৮. *আব্দুর রাযযাক হা/১০৪১৭; তায়ালিসি, মুসনাদ হা/২৫৯০।*

দাবী করব না। আবু ত্বালহা এ কথায় তাকে বলেন, আমি আমার দিকটা ভেবে দেখি। তিনি চলে যান এবং একসময় ফিরে এসে বলেন, 'আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহ'। তখন উম্মু সুলাইম পুত্র আনাসকে ডেকে বলেন, আনাস আবু ত্বালহার সাথে আমার বিয়ে দিয়ে দাও। অতঃপর আনাস (রাঃ) তার মাকে আবু ত্বালহা (রাঃ)-এর সাথে বিয়ে দিয়ে দেন।[৯]

আল্লাহ তা'আলা আবু ত্বালহা (রাঃ)-এর উপর বড়ই মেহেরবানী করেছিলেন। ইসলাম গ্রহণ ও উম্মু সুলাইম (রাঃ)-কে বিয়ের ফলে তিনি মদীনার আনছারদের মধ্যে প্রথম সারির (মুক্বাদ্দিমীন) মুসলিম হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। হিজরতের পূর্বে মিনার সন্নিকটে আকাবায় যে বায়া'আত সংঘটিত হয়েছিল তাতে নির্বাচিত ১২জন নকীবের তিনি ছিলেন অন্যতম। বদরসহ অন্যান্য যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। জাহেলী ও ইসলামী যুগে যে ক'জন নামকরা বীরপুরুষ ও তীরন্দায ছিলেন তিনি ছিলেন তাদের মধ্যে বিখ্যাত।

আবু ত্বালহা (রাঃ) উম্মু সুলাইমের মতো একজন মহিয়সী রমণী ও পুণ্যশীলার বরকতের ভাগীদার হয়েছিলেন। তিনি হ'লেন আনাস (রাঃ)-এর মা, আর এই হ'ল তার বুদ্ধিমত্তা। এমন মহিলা আর কে আছেন যিনি এক্ষেত্রে তার সমকক্ষ হ'তে পারেন?

এমনি দু'জন মহৎ মানুষের মাঝে আনাস (রাঃ) বেড়ে উঠেছিলেন এবং তাদের গৃহে তিনি যেভাবে সাদরে পালিত হয়েছিলেন তাতে তার উঁচু মর্যাদা ও ইসলামের মাঝে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান লাভের জন্য সেটাই হ'ত যথেষ্ট। কিন্তু এ মর্যাদা ও অবস্থান তো আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খেদমত ও তাঁর হাতে শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে অর্জিত মর্যাদার সাথে তুল্য হ'তে পারে না। স্বয়ং মানবজাতির শিক্ষাগুরুর কাছে রেখে তিনি তার তারবিয়াত করেছিলেন। এমন মর্যাদা খুব কম মানুষের নছীবে জুটেছে।

আনাস (রাঃ) বলেন, দশ বছর অবধি আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খেদমত করেছি। এ সময়ের মধ্যে কখনও তিনি আমার প্রতি বেদনাসূচক কোন শব্দ (যেমন 'উহ') উচ্চারণ করেননি। আমি কোন কিছু করে ফেললে বলেননি, এটা কেন করেছ? আবার কোনটা না করলে বলেননি, এটা কেন করনি? তিনি ছিলেন মানবকূলের মধ্যে মহত্তম চরিত্রের অধিকারী। আমার হাত দিয়ে মোটা-মিহি এমন কোন ধরনের রেশম বা অন্য কোন নরম জিনিস ছুঁয়ে দেখিনি, যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাতের তালু থেকে বেশী নরম ছিল। এমন কোন মেশক ও আতরও শুঁকতে পাইনি যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ঘাম থেকে অধিক সুগন্ধিযুক্ত ছিল।[১০] এমন এক উচ্চতম মানে আনাস (রাঃ) তারবিয়াত লাভ করেছিলেন। এমন গুণ নিয়েই তিনি নবুয়তের মাদ্রাসা থেকে শিক্ষা সম্পন্ন করেছিলেন।

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীছের ময়দান এবং তার জীবনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শিক্ষার প্রভাব এক প্রশস্ত উর্বর ময়দান, যেখান থেকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে শুধু মণিমুক্তা উদ্‌গত হবে। একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর খাদেম আনাস (রাঃ)-এর নিকট একটি গুপ্ত কথা বলেন। তারপর তাকে অছিয়ত স্বরূপ বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূলের গুপ্ত কথা তুমি কাউকে বলে দিও না। পরে আনাস (রাঃ) পথে বের হন। এ সময়ে তিনি ছিলেন ছোট্ট বালক। বালকরা যেমন খেলাধুলা করে তিনিও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। ছোটদের উপর যেমন খেলাধুলার প্রভাব পড়ে তার উপরও তেমনি প্রভাব পড়ত। সেদিন পথে কিছু বালককে তিনি খেলতে দেখতে পান। ফলে তিনিও তাদের সাথে খেলতে লেগে যান। কিছু সময় পর নবী করীম (ছাঃ) তাঁর কোন এক প্রয়োজনে বের হন। তিনি তখন আনাস (রাঃ)-কে খেলতে দেখতে পেয়ে ছেলেদের কাছে এগিয়ে এলেন এবং তাদের সালাম দিলেন। তারপর আনাস (রাঃ)-এর কান ধরে ঠাট্টাচ্ছলে বললেন, এই দুষ্টু, আমি কি তোমাকে একটা কাজে পাঠাইনি? আনাস (রাঃ) ওযরখাহি করে বললেন, আমি ভুলে গিয়েছিলাম। তিনি তখন বললেন, তবে এখন যাও।

পরে তিনি ঘরে গেলে তার মা উম্মু সুলাইম তাকে জিজ্ঞেস করেন, এতক্ষণ কোথায় ছিলে? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর একটা প্রয়োজনে ব্যস্ত ছিলাম। তার মা বললেন, কি সে প্রয়োজন? তিনি বললেন, এটি একটি গুপ্ত কথা। মা বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর গুপ্ত কথা হেফাযত কর, কাউকে বলে দিও না।

আনাস (রাঃ) নব্বই বছর বয়সে তার প্রিয় ছাত্র ছাবিত বুনানীকে ঘটনার প্রায় আশি বছর পর এ হাদীছ শুনাতে গিয়ে বলেছিলেন, আল্লাহ্‌র কসম! হে ছাবিত, আমি যদি সে গুপ্ত কথা কাউকে ব্যক্ত করতাম তবে তোমাকে তা বলতাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পরে আমি কাউকে তা বলিনি। আমার মা উম্মু সুলাইম আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমি তাকেও বলিনি।[১১]

নবী করীম (ছাঃ) ও তাঁর খাদেম আনাস (রাঃ)-এর মধ্যে এমন রস-রহস্যের ঘটনা অনেক ঘটেছে। যার সবগুলো থেকে আতরের সুঘ্রাণ ও মেশকের সুগন্ধি ঝরে পড়ে। নবী করীম (ছাঃ) প্রদত্ত শিক্ষা ও তার প্রভাব যে কতটা গভীর ছিল এবং সে শিক্ষাকে পাকাপোক্ত ও স্থায়ী করতে আনাস (রাঃ)-এর মায়ের যে সহযোগিতা তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

তার ছেলের বাড়ী ফিরতে দেরী হয়েছে। সেজন্য মা তাকে জিজ্ঞেস করছেন, এতক্ষণ কোথায় ছিলে? ছেলে বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর একটা প্রয়োজনে ব্যস্ত ছিলাম। মা বললেন, কি সে প্রয়োজন? তিনি বললেন, এটি গোপনীয় কথা। মা তাকে উপদেশ দিলেন, তাহ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর গোপন কথা হেফাযত কর, কাউকে বলে দিও না।

মাতা-পুত্রের কথোপকথনের মধ্যে কত সুন্দর শিষ্টাচারই না ফুটে উঠেছে! সন্তানদের প্রতিপালনে এ এক সুন্দর ও শক্তিশালী পন্থা। এমন প্রতিপালনকারীর মায়ের দেহ আল্লাহ

৯. *হিলইয়াতুল আওলিয়া ২/৬০।*
১০. *মুসলিম হা/২৩৩০।*
১১. *বুখারী হা/৫৯৩১।*

মণিমুক্তায় জড়িয়ে রাখুন। আনাস (রাঃ) দ্বীন ইসলামের যত কিছু উৎসর্গ করেছেন তা সবই তার মায়ের ওযনের পাল্লায় যোগ হবে ইনশাআল্লাহ। কতই না সুন্দর উপহার তাকে দিয়েছিলেন তার মা! কতই না সুন্দর আমল মাতা-পুত্র মিলে দ্বীন ইসলামের কল্যাণে করে গিয়েছেন!

আনাস (রাঃ)-এর মা একাধিকবার তার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দো'আর উপলক্ষ হয়েছেন। ইমাম মুসলিম আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদিন নবী করীম (ছাঃ) আমাদের বাড়িতে এলেন। বাড়িতে তখন আমি, আমার মা ও আমার খালা উম্মু হারাম ছাড়া আর কেউ ছিল না। আমার মা তাঁকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার এই ছোট্ট খাদেমটার জন্য আল্লাহ্র কাছে দো'আ করুন। তিনি তখন আমার জন্য সকল প্রকার কল্যাণ চেয়ে দো'আ করলেন। দো'আর শেষাংশে তিনি বলেছিলেন, ইয়া আল্লাহ! তুমি তাকে বেশী বেশী করে সম্পদ ও সন্তান দান কর এবং তাতে তাকে বরকত দাও'।[১২]

আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাবীবের দো'আ কবুল করেছিলেন। আনছারদের মধ্যে আনাস (রাঃ)-ই ছিলেন ধনে-জনে সবার উপরে। তিনি তার জীবদ্দশায় এক শতের উপরে সন্তান ও নাতি-পুতি দেখে গিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে দীর্ঘ জীবন দান করেছিলেন। একশ' তিন বছর তিনি আয়ু পেয়েছিলেন।[১৩]

নবী করীম (ছাঃ)-এর দো'আর প্রতি ইঙ্গিত করে আনাস (রাঃ) বলেন, আমি তো দু'টি দো'আ ফলতে দেখেছি, এখন আমি তৃতীয় দো'আ ফলবতী হওয়ার অপেক্ষায় আছি। আল্লাহ্র কসম! আমার সম্পদ অঢেল, আর আমার সন্তান-সন্ততি ও নাতি-পুতির সংখ্যা শ' ছাড়িয়ে যাবে। এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেছেন, আমার আঙ্গুর বাগানে বছরে দু'বার ফল ধরে, আর আমার ঔরসজাত সন্তানের সংখ্যা এক শত ছয় জন।[১৪]

নবী করীম (ছাঃ) তার কুনিয়াত বা উপনাম রেখেছিলেন 'আবু হামযাহ'। আনাস (রাঃ)-এর মা ছিলেন ফক্বীহ। ওছমান (রাঃ)-এর নিহত হওয়ার সংবাদ শুনে তিনি বলেছিলেন, 'জেনে রাখ, এখন থেকে তারা রক্তপাত ছাড়া আর কিছু দোহন করবে না'।[১৫] উত্তরকালে ঘটনা এমনই দাঁড়িয়েছিল। এ কথা তার বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে তিনি বেশ কিছু হাদীছ বর্ণনা করেছেন এবং বিভিন্ন হুকুম-আহকাম জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তার উত্তর বলে দিতেন। কেউ ফৎওয়া জিজ্ঞেস করলে নবী করীম (ছাঃ) থেকে যা শুনেছেন তদনুসারে ফৎওয়া দিতেন। তিনি তার ইলম অনুযায়ী আমল করতেন, ইলমের দাবী পূরণে তৎপর থাকতেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মহিলাদের থেকে যেসকল প্রতিশ্রুতি পালনের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন সেগুলো তিনি যথাযথ পালন করে গিয়েছিলেন।

উম্মু আতিয়া (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) আমাদের থেকে বায়'আত গ্রহণকালে এই প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, আমরা যেন কারও মৃত্যুতে বিলাপ না করি। কিন্তু আমাদের মধ্যে পাঁচজন ব্যতীত আর কেউ এ প্রতিশ্রুতির উপর অটল থাকতে পারেনি। তারা হ'লেন উম্মু সুলাইম, উম্মুল 'আলা, আবু সাবিরার কন্যা, মু'আযের স্ত্রী এবং অন্য আরেকজন মহিলা।[১৬] প্রথমেই তিনি আনাস (রাঃ)-এর মায়ের নাম উল্লেখ করেছেন। এর থেকে বড় মাহাত্ম্য আর কি হ'তে পারে!

উম্মু সুলাইম (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-কে বড়ই ক্বদর ও সম্মান করতেন। তাঁর মাহাত্ম্য ও মর্যাদা সম্পর্কেও তিনি সম্যক সচেতন ছিলেন। তাঁর থেকে বরকত লাভ এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণে তিনি বড়ই উদগ্রীব থাকতেন। এ বিষয়ে আনাস (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীছ উল্লেখের দাবী রাখে। তিনি বলেন, উম্মু সুলাইম (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর জন্য চামড়ার নির্মিত একটা বিছানা বিছিয়ে রাখতেন। তার বাড়িতে এলে তিনি সেই বিছানায় দিবানিদ্রা যেতেন। নবী করীম (ছাঃ) যখন ঘুমিয়ে পড়তেন তখন তিনি একটা কাঁচের শিশিতে তাঁর গায়ের ঘাম ও চুল সংগ্রহ করতেন। তারপর মেশক ও রামেকের মিশ্রণে তৈরি সুক নামক এক প্রকার সুগন্ধিতে তা মিশাতেন।

আনাস (রাঃ)-এর নাতি/পৌত্র ছুমামা বিন আব্দুল্লাহ বলেন, আনাস (রাঃ)-এর মৃত্যুকাল নিকটবর্তী হ'লে তিনি আমাকে উক্ত সুক হ'তে কিছুটা তার লাশের জন্য ব্যবহৃত সুগন্ধির সাথে মিশিয়ে দিতে অছিয়ত করে যান। তার এ ইচ্ছা পূরণ করা হয়েছিল।[১৭]

আনাস (রাঃ) থেকে আরও বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) আমাদের বাড়িতে এলেন এবং আমাদের এখানে দিবানিদ্রা গেলেন। তাঁর গা থেকে ঘাম ঝরছিল। আমার মা একটা শিশি নিয়ে এলেন এবং তাঁর ঘাম নিজ হাতে মুছে তাতে জমা করতে লাগলেন। ইত্যবসরে নবী করীম (ছাঃ) জেগে উঠে বললেন, উম্মু সুলাইম, তুমি এসব কি করছ? তিনি বললেন, এটা আপনার ঘাম। আমরা আমাদের সুগন্ধির সাথে এটা মিশাব। এ হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম সুগন্ধি।[১৮]

উম্মু সুলাইম যেমন তার ছেলের জন্য নবী করীম (ছাঃ)-এর বরকত লাভের প্রত্যাশা করেছিলেন তেমনি নিজের ঘরের জন্যও তাঁর বরকত কামনা করতেন। তার সে কামনাও পূরণ হয়েছিল। নবী করীম (ছাঃ) আবু ত্বালহা ও উম্মু সুলাইমের বাড়িতে যতটা যাতায়াত করতেন, তাঁর স্ত্রীদের ঘর ছাড়া আর কারও বাড়িতে তত যাতায়াত করতেন না।[১৯]

---

১২. *মুসলিম, হা/২৪৮১/১৩৮৭।*
১৩. *ছুয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবা, পৃ ১৬।*
১৪. *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ৮/৩০১।*
১৫. *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ৭/১৯৫।*
১৬. *বুখারী হা/১২৪৪।*
১৭. *বুখারী হা/৫৯২৫।*
১৮. *মুসলিম হা/২৩৩১।*
১৯. *বুখারী হা/২৬৮৯।*

এই মহিয়সী রমণীর বাড়িতে নবী করীম (ছাঃ) যখনই পদার্পণ করতেন তখনই তিনি তাঁর জন্য আগে থেকে প্রস্তুতকৃত কোন না কোন উপহার দিতেন।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে হাদীছ মুখস্থ রাখার দিক দিয়ে আনাস (রাঃ) এক উঁচু আসনের অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ্র রাসূল থেকে অধিক সংখ্যায় হাদীছ বর্ণনা ও মুখস্থ রাখার ক্ষেত্রে আবূ হুরায়রা ও ইবনু ওমরের পরেই তার স্থান। তার বর্ণিত হাদীছ সংখ্যা ২২৮৬। তন্মধ্যে বুখারী ও মুসলিম সমন্বিতভাবে বর্ণনা করেছেন ১৮০টি হাদীছ। বুখারী এককভাবে ৮০ ও মুসলিম এককভাবে ৯০টি হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[২০]

ইমাম সুয়ূতী তার 'আলফিয়াতুল হাদীছ' গ্রন্থে বলেছেন, হাদীছ বর্ণনায় 'মুকছিরূন' যারা, তারা হ'লেন আবু হুরায়রা, তারপরে রয়েছেন ইবনু ওমর, আনাস ও আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস। তদ্রূপ আবু সাঈদ খুদরী, জাবের এবং নবীসহধর্মিণী আয়েশা (রাঃ)।[২১]

নবী করীম (ছাঃ) যখন মদীনায় শুভাগমন করেন তখন আনাস (রাঃ) ছিলেন আট-দশ বছরের কিশোর। তাঁর মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ২০ বছর। বেশ কিছু বছর তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে কাটিয়েছিলেন। সকাল-সন্ধ্যা তাঁর সঙ্গে কাটাতেন, তাঁর সাথে জেগে থাকতেন, তাঁর খেদমত করতেন। তাঁর অধিকাংশ কাজ সম্পর্কে তিনি ওয়াকিফহাল ছিলেন।

উম্মতের জন্য আনাস (রাঃ)-এর অবদানের এ যৎসামান্য আলোচনা। আবার তার এ অবদান মূলত আমরা তার মায়ের হাত ধরে লাভ করেছি। তিনি আবার ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য যে অবদান রেখেছেন তা তার সন্তানের মধ্য দিয়ে রেখেছেন। অতএব হে পাঠকবর্গ! ভাল করে ভাবুন, সন্তানকে লালন-পালন, শিক্ষা-দীক্ষা প্রদান ও বড় মানুষ করে গড়ে তুলতে একজন মা কি অসামান্য অবদান রাখতে পারেন!

সন্তান লালন-পালনের পাশাপাশি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে বিভিন্ন যুদ্ধে এই মহতী মায়ের অংশগ্রহণ ও বীরত্বের কাহিনী কম কৃতিত্বপূর্ণ নয়। যেসব মহিলা যুদ্ধে যেতেন তিনি তাদের মধ্যে শরীক থাকতেন। অনেক ঘটনা তার সাক্ষী রয়েছে। ইমাম মুসলিম আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তার মা উম্মু সুলাইম হুনাইন যুদ্ধের দিন একট খঞ্জর হাতে করে বেরিয়ে আসেন। খঞ্জরটা তার সাথেই ছিল। তা দেখে আবু ত্বালহা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দেখুন, উম্মু সুলাইমের হাতে খঞ্জর! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এ খঞ্জর কেন? তিনি বললেন, আমি এজন্য এটা এনেছি যে, মুশরিকদের কেউ আমার কাছে এলে আমি এটা দিয়ে তার পেট ফেড়ে দেব। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার কথা শুনে হাসতে লাগলেন। তিনি বললেন, পরবর্তীতে আপনার হাতে পরাস্ত যারা মুক্তি পাবে আমি তাদের হত্যা করব। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হে উম্মু সুলাইম! (তার আর দরকার হবে না।) আল্লাহই এজন্য যথেষ্ট, তিনি ভাল ব্যবস্থা নিবেন।[২২]

আনাস (রাঃ)-এর মা উম্মু সুলাইম রুমাইছা নবী করীম (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় জীবিত ছিলেন। তাঁর সঙ্গে তিনি যে অঙ্গীকার করেছিলেন তা পূরণ করেছিলেন। নবী করীম (ছাঃ) যখন আনাস (রাঃ)-এর মাকে ছেড়ে এ নশ্বর জগৎ ত্যাগ করেন তখন তিনি তার উপর রাযী-খুশী ছিলেন। বরং মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাকে জান্নাতের সুসংবাদ শুনিয়ে যান। জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি জান্নাতে প্রবেশ করেছি। হঠাৎ করেই আমার সামনে আবু ত্বালহার স্ত্রী রুমাইছাকে দেখতে পেলাম। অতঃপর আমি পায়ের আওয়ায শুনে বললাম, ইনি কে? জিবরীল বললেন, ইনি বিলাল। আমি একটা প্রাসাদ দেখতে পেলেম যার আঙিনায় এক কিশোরী দাঁড়িয়েছিল। আমি বললাম, এটা কার? বললেন, ওমরের। তিনি ওমরকে বললেন, আমি তাতে প্রবেশ করে দেখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আপনার আত্মসম্মানবোধের কথা চিন্তা করে আর তা করলাম না। ওমর (রাঃ) বললেন, আমার আব্বা আম্মা আপনার জন্য কুরবান হউন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার বেলাতেও কি আমি আত্মসম্মান দেখাব?[২৩]

নবী করীম (ছাঃ) থেকে আরও বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি জান্নাতে প্রবেশ করে পায়ের আওয়ায শুনতে পেলাম। বললাম, ইনি কে? তারা বলল, ইনি আনাস বিন মালিকের মা রুমাইছা বিনতে মিলহান'।[২৪]

উম্মু সুলাইম (রাঃ) আবুবকর, ওমর, ওছমান, আলী (রাঃ)-এর আমলে বেঁচে ছিলেন। মু'আবিয়া (রাঃ)-এর শাসনামলে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আনাস বিন মালিক (রাঃ)-এর মায়ের জীবনীতে মুসলিম মায়েদের জন্য শিক্ষণীয় অনেক কিছু রয়েছে। যেমন-

১. নানা বাধা-বিঘ্ন ও কষ্ট-ক্লেশ মাড়িয়ে কল্যাণের পথে তার অগ্রযাত্রা। তিনি মদীনায় ইসলাম কবুলকারীদের একেবারে প্রথম সারিতে ছিলেন। তার স্বামী তার এ পদক্ষেপ মেনে না নিলেও তিনি তাতে কোন ভ্রূক্ষেপ করেননি, ভয় পাননি বা দমে যাননি। ইসলামের খাতিরে বরং তিনি স্বামীকে ত্যাগ করেছেন এবং হকের উপর অবিচল থেকেছেন।

২. তিনি ছিলেন দৃঢ় সংকল্প ও উচ্চাশার অধিকারী। ছেলেকে কল্যাণ থেকে কল্যাণের পথে উন্নীত করতে তার আগ্রহের অন্ত ছিল না।

৩. স্বীয় ভূমিকা পালনের মধ্যে নিজেকে গচ্ছিত রেখে যান। তিনি এমন সব চিন্তা করেছেন যার মধ্য দিয়ে ইসলামের খেদমত, রাসূলের খেদমত ও মুসলিম জাতির খেদমত নিশ্চিত হয়েছে। এক্ষেত্রে তিনি এক অনন্য ভূমিকা পালন করে গেছেন।

---

২০. *দালীলুল ফালেহীন লি-তুরুকি রিয়াযিছলিহীন ১/৯৮। সিয়ারু আলামিন্নুবালা ৩/৩৯৫।*
২১. *মুহিউদ্দীন বিন আব্দুল হামীদ-এর শরাহসহ আলফিয়াতুল হাদীছ ২/২২।*
২২. *মুসলিম হা/১৮০৯।*
২৩. *বুখারী হা/৩৪৭৬; মুসলিম হা/২৩৯৪।*
২৪. *মুসলিম হা/২৪৫৬।*

৪. সন্তানের শিক্ষা মযবূত করতে তিনি ছিলেন যথেষ্ট আগ্রহী। তিনি তাকে শুধু আল্লাহ্র নিকট সোপর্দ করেই দায়িত্ব শেষ করেননি, বরং ছেলে যাতে লেখাপড়ায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে সেজন্য তিনি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, উদ্দীপনা সৃষ্টি, সাহস যোগান ও সহযোগিতার মাধ্যমে তাকে সমর্থন দিয়ে গেছেন। আনাস (রাঃ) বলতেন, 'আমার মা আমাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খেদমত করতে উদ্বুদ্ধ করতেন'।[২৫] ইসলামের সুমহান খেদমত আঞ্জাম দেওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা উম্মু সুলাইমকে ভরপুর প্রতিদানে সিক্ত করুন এবং তার মতো ভূমিকা পালনকারী মা আমাদেরকে দান করুন।-আমীন! *[ক্রমশঃ]*

২৫. *মুসলিম হা/২০২৯।*

ATAB MEMBER
Biman BANGLADESH AIRLINES

ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস

ট্রাভেল এজেন্সী নিবন্ধন সনদ নং ০০১৩৫৯৬, ATAB রেজিঃ নং ১৭১৪২

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরাহ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা! ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস (সাবেক **ক্বাযী হজ্জ কাফেলা**) বিগত কয়েক বছর যাবৎ রাসূল (ছাঃ)-এর শেখানো পদ্ধতি মোতাবেক পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারীদের খিদমত করে আসছে। আগামী বছরগুলিতেও এ ট্রাভেলস আপনাদের খিদমতে নিয়োজিত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে বিশুদ্ধ নিয়তে ও সুন্নাতসম্মত পদ্ধতিতে হজ্জব্রত পালনের তাওফীক দান করুন-আমীন!

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহ্র সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা।
- একাধিক প্যাকেজ মোতাবেক উভয় হারামের সন্নিকটবর্তী স্থানে আবাসনের ব্যবস্থা।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা।
- ঢাকা বিমানবন্দর হ'তে শুরু করে ফেরত আসা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক গাইডের ব্যবস্থা।
- হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার জন্য নিয়মিত তা'লীমের ব্যবস্থা।

বিঃ দ্রঃ

- **সব সময় হজ্জের প্রাক-নিবন্ধন চালু আছে।**
- **প্রতিমাসে ওমরাহ্র প্যাকেজ চালু থাকবে (যাত্রী হওয়া সাপেক্ষে)। সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ (দুই) মাস আগে যোগাযোগ করতে হবে।**

ঢাকা অফিস : ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস, আল-আমীন কমপ্লেক্স, ২৬২, ফকিরের পুল (৪র্থ তলা, স্যুট নং ৪০৩), মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০।
মোবাইল নং ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩। ই-মেইল : quaziharuntravels1967@gmail.com
রাজশাহী অফিস : ক্বাযী হারূণুর রশীদ, ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫।

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড' রাজশাহীর অধিভুক্ত দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

মারকাযুস্ সুন্নাহ আস-সালাফী

(উন্নত চরিত্র গঠনে অনন্য প্রতিষ্ঠান) বালক শাখা (আবাসিক/অনাবাসিক/ডে-কেয়ার)
হাউজ # ৪৪, রোড # ৪০৫/২২১, সেক্টর # ০৫, দড়িগুতিয়াব, পূর্বাচল নতুন শহর, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

ভর্তি ফরম বিতরণ : ১লা ডিসেম্বর হ'তে ৩০শে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত।
ভর্তি পরীক্ষা : ৩১শে ডিসেম্বর ২০২৩, রবিবার, সকাল ১০-টা।
ভর্তি : ১লা জানুয়ারী হ'তে ৬ই জানুয়ারী ২০২৪ পর্যন্ত।
ক্লাস শুরু: ৭ই জানুয়ারী ২০২৪, রবিবার।

বিভাগ সমূহ

১। হিফযুল কুরআন বিভাগ : মক্তব, নাযেরাহ ও হিফয।
২। আরবী ও সাধারণ শিক্ষা সমন্বিত বিভাগ : শিশু শ্রেণী হ'তে ৯ম শ্রেণী (মুতাওয়াসসিত্বা ছানিয়াহ বা মিশকাত ঊলা) পর্যন্ত।

বৈশিষ্ট্য সমূহ

- শিক্ষার্থীদেরকে নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহ্র আলোকে চরিত্রবান ও সুন্নাতের পাবন্দ হিসাবে গড়ে তোলা।
- আবাসিক শিক্ষার্থীদের জন্য মানসম্মত আবাসন ও রুচিসম্মত খাবারের ব্যবস্থা।
- ৩য় শ্রেণী থেকেই কম্পিউটার ক্লাসের সুব্যবস্থা।
- হিফয বিভাগে প্রতি শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ১২-১৫ জন শিক্ষার্থী।
- অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা আরবী-ইংরেজী শেখানোর বিশেষ ব্যবস্থা।
- আবাসিক শিক্ষার্থীদের বিশেষভাবে তত্ত্বাবধান।
- নিয়মিত খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা।
- নিজস্ব চিকিৎসক দ্বারা প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা।
- অনাবাসিক ছাত্রদের পরিবহণ ব্যবস্থা।
- মাদ্রাসার ইউনিফর্ম (ড্রেস) ও আইডি কার্ড সরবরাহ।
- সি.সি. ক্যামেরা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

যোগাযোগ : (১) ঢাকা কুড়িল বিশ্বরোড থেকে কাঞ্চন ব্রীজ। ভুলতা-গাউছিয়া থেকে কাঞ্চন ব্রীজ। অতঃপর রিক্সাযোগে পূর্বাচল নতুন শহর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার পশ্চিমে। (২) গাযীপুর বাইপাস থেকে সিএনজি যোগে বাণিজ্য মেলার পশ্চিমে।
মোবাইল : ০১৩০০-৮০১০৪৬, ০১৯৭৮-৮০১০৪৬, ০১৬০১-৮০১০৪৬। E-mail : markazussunnahassalafi@gmail.com.

গীবত থেকে বাঁচার উপায়

*-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ**

গীবত দুরারোগ্য ব্যাধির ন্যায়। গীবতের রোগ মরণ ব্যাধি ক্যান্সার অপেক্ষাও ভয়াবহ। ক্যান্সার মানুষের শরীর নিঃশেষ করে দেয়, আর গীবত কর্মফল ধ্বংস করে দেয়। দুনিয়াতে তাকে অপদস্থ করে এবং পরকালে সর্বস্বান্ত করে ছাড়ে। অথচ আমরা নিত্যদিন গীবত করার মাধ্যমে আমাদের অতি আদরের দেহটাকে আগুনের খোরাক বানাচ্ছি। সুতরাং জীবদ্দশাতেই গীবত ও পরনিন্দা থেকে বাঁচার পথ খুঁজে নিতে হবে। এ নিবন্ধে আমরা গীবত থেকে পরিত্রাণ লাভের কতিপয় উপায় সম্পর্কে আলোকপাত করব ইনশাআল্লাহ।

১. গীবতের ভয়াবহতা সম্পর্কে অবগত হওয়া :

গীবত থেকে বাঁচার জন্য সর্বপ্রথম এর ভয়াহতা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা যরূরী। কারণ কোন কিছুর ভয়াবহতা সম্পর্কে ধারণা না থাকলে সেই ক্ষতিকারক বিষয় থেকে সতর্ক থাকা যায় না। সুতরাং গীবত যে ভয়াবহ পাপ সেটা যদি কেউ না জানে এবং গীবতের স্বরূপ তার কাছে অস্পষ্ট থাকে, তবে তার মাধ্যমে গীবতের পাপ হওয়াই স্বাভাবিক।

কিন্তু সে যদি জানে গীবত সাধারণ কোন কাবীরা গুনাহ নয়, এটা যেনা-ব্যভিচার, সূদ-ঘুষ, চুরি-ডাকাতির চেয়েও মারাত্মক। এই পরনিন্দা ঋণের মতো, যা অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে। যার দোষ-চর্চা করা হয়, ক্বিয়ামতের দিন তাকে নিজের কষ্টার্জিত আমলের নেকী ও ছওয়াব বাধ্য হয়ে দিতে হবে। আর যদি নিজের নেকী না থাকে, তবে সেই ব্যক্তির পাপের বোঝা গীবতকারীর উপরে চাঁপিয়ে দেওয়া হবে এবং তাকে উল্টোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এসব বিষয় কেউ অবহিত হ'লে তার জন্য গীবত পরিহার করা অনেকটা সহজ হবে।

ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, عَلَيْكُمْ بِذِكْرِ اللهِ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ، وَإِيَّاكُمْ وَذِكْرَ النَّاسِ فَإِنَّهُ دَاءٌ، 'তোমরা আল্লাহ্র যিক্রে নিমগ্ন থাক, কেননা এটা (অন্তরের) প্রতিষেধক। আর অবশ্যই মানুষের দোষ চর্চা করা থেকে সাবধান থাকবে, কেননা এটা একটা রোগ'।[১] গীবত থেকে সবাইকে বাঁচতে হবে। কেননা তা কর্মফল নষ্টকারী। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলেছেন, فر من المغتاب فرارك من الأسد، 'তুমি বাঘ থেকে যেভাবে পলায়ণ কর, গীবতকারী থেকে সেভাবে পালিয়ে যাও'।[২]

২. জিহ্বার হেফাযত করা :

জিহ্বা ঘটিত পাপগুলো খুব সহজে করা হয়, ফলে এর ভয়াবহতাও বেশী। গীবত মূলত জিহ্বার মাধ্যমেই করা হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا يَهْوِي بِهَا سَبْعِينَ خَرِيفًا فِي النَّارِ، 'মানুষ কখনো এমন কথাও বলে, যে কথার ব্যাপারে সে অসুবিধার কিছু মনে করে না, অথচ এই কথার কারণে তাকে সত্তর বছর জাহান্নামে অবস্থান করতে হবে'।[৩] তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিভিন্ন হাদীছে জিহ্বা সংযত করার ব্যাপারে জোরালো নির্দেশ দিয়েছেন। উক্ববাহ ইবনে আমের (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বললাম, 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! নাজাতের উপায় কি? তিনি বললেন, يَا عُقْبَةُ، أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، 'হে উক্ববাহ! তুমি নিজ জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখ। তোমার ঘর প্রশস্ত রাখ (অর্থাৎ অবসরে নিজ গৃহে অবস্থান কর)। আর নিজের পাপের জন্য ক্রন্দন কর'।[৪] একবার তিনি মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ)-কে উপদেশ দিতে গিয়ে নিজ জিভটিকে টেনে ধরে বলেন, كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا 'তোমার এটিকে সংযত রাখ'। মু'আয বললেন, يَا نَبِيَّ اللهِ، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟ 'হে আল্লাহ্র নবী! আমরা যে কথা বলি তার জন্যও কি আমাদের পাকড়াও করা হবে? তিনি বললেন, ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ! وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، 'তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক হে মু'আয! মানুষের জিহ্বা ঘটিত পাপগুলোই তাদেরকে মুখ বা নাকের উপর উল্টোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে'।[৫]

সুতরাং কথা বলার আগে ভাবতে হবে, যে কথাটি বলা হবে তা আদৌ উচিত হবে কি-না। আগে চিন্তা করতে হবে উচ্চারিত কথাগুলো গীবত হচ্ছে কি-না। কেননা অন্তরের ভাবনাগুলোই মুখ দিয়ে বের হয়ে আসে। ইয়াহইয়া ইবনে মু'আয (রহঃ) বলেন, القلوب كالقدور في الصدور تغلي بما فيها، ومغارفها ألسنتها، فانتظر الرجل حتى يتكلم فإن لسانه يغترف لك ما في قلبه من بين حلو وحامض، وعذب وأجاج، يخبرك عن طعم قلبه اغتراف لسانه، 'অন্তরের উপমা হ'ল বক্ষস্থিত বড় পাতিলের মত, তাতে যা থাকে তা সিদ্ধ হয়। আর জিহ্বা হ'ল সেই পাতিলেন চামচ। সুতরাং ব্যক্তির আলাপচারিতা তুমি একটু খেয়াল করে দেখ। কেননা তার হৃদয়ে টক-মিষ্টি, মিঠা-লোনা যাই থাক না কেন, জিহ্বার চামচ দিয়ে তোমাকে তাই সে পরিবেশন করবে এবং তার

---

* এম.এ, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. আহমাদ ইবনে হাম্বল, কিতাবুয যুহদ, পৃ. ১০১।
২. ড. আব্দুল মুহসিন ক্বাসেম, খুতুওয়াতুন ইলাস সা'আদাহ, পৃ. ১১৬।
৩. তিরমিযী হা/২৩১৪; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৭০, সনদ ছহীহ।
৪. তাবারাণী, আল-মু'জামুল কাবীর হা/৭৪১; ছহীহুত তারগীব হা/২৭৪১, সনদ ছহীহ লিগাইরিহী।
৫. তিরমিযী হা/২৬১৬; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৭৩, মিশকাত হা/২৯, সনদ ছহীহ।

কথার মাধ্যমে তোমাকে তার হৃদয়ের স্বাদ সম্পর্কেও অবহিত করবে'।[৬] সুতরাং অন্তরকে পরিচ্ছন্ন করতে পারলে, জিহ্বা সংযত করার রাস্তাটাও সহজ হয়ে যাবে।

৩. কল্যাণকর কথা বলা নতুবা চুপ থাকা :

অধিকাংশ গীবত কথা-বার্তার মাধ্যমে হয়ে থাকে। সেজন্য প্রয়োজনীয় কথা বলা ছাড়া মুখটাকে বন্ধ রাখতে পারলে নানা পাপ থেকে রেহাই পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে অথবা চুপ থাকে'।[৭] অর্থাৎ ক্ষেত্র বিশেষে চুপ থাকাও ইবাদতে পরিণতি হ'তে পারে। এক ব্যক্তি সালমান ফারেসী (রাঃ)-কে বললেন, 'আমাকে নছীহত করুন। তিনি বললেন, 'কোন কথা বলবে না'। লোকটি বলল, সমাজে বসবাস করে কেউ কি কথা না বলে থাকতে পারে? উত্তরে তিনি বললেন, فَإِنْ تَكَلَّمْتَ، فَتَكَلَّمْ بِحَقٍّ أَوِ اسْكُتْ، 'যদি কথা বলতেই হয়, তবে সঠিক কথা বল অথবা চুপ থাক'।[৮]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّكَ لَنْ تَزَالَ سَالِمًا مَا سَكَتَّ، فَإِذَا تَكَلَّمْتَ كُتِبَ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، 'তুমি যতক্ষণ চুপ থাকবে, ততক্ষণ নিরাপদ থাকবে। আর যখন কথা বলবে, তখন তোমার পক্ষে অথবা বিপক্ষে (হিসাব) লেখা শুরু হবে'।[৯] আল্লাহ বলেন, مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ 'সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তা গ্রহণ করার জন্য তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে' *(ক্বা-ফ ৫০/১৮)*। অর্থাৎ আমাদের মুখ দিয়ে উচ্চারিত প্রত্যেক শব্দ, বর্ণ ও বাক্য পুঙ্খানুপুঙ্খ লিখে রাখা হয়। সেজন্য প্রতিদিন সকালে আদম সন্তানের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার জিহ্বাকে সর্তক করে বলে, اتَّقِ اللهَ فِينَا فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ، فَإِنْ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنْ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا، 'আমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। আমরা তোমারই অনুগত। তুমি ঠিক থাকলে আমরাও ঠিক থাকবো। আর তুমি বক্র পথে চলে গেলে আমরাও পথচ্যুত হয়ে যাব'।[১০] হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, اللِّسَانُ أَمِيرُ الْبَدَنِ، فَإِذَا جَنَى عَلَى الْأَعْضَاءِ بِشَيْءٍ جَنَتْ، وَإِنْ عَفَّ عَفَّتْ، 'জিহ্বা হ'ল দেহের আমীর। যখন জিহ্বা কোন অপরাধ করে, তখন অন্যান্য অঙ্গও অপরাধ করে। আর জিহ্বা যখন নিষ্কলুষ থাকে, তখন অন্যান্য অঙ্গও পরিচ্ছন্ন থাকে'।[১১]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، مَا عَلَى الْأَرْضِ أَحَقُّ بِطُولِ سِجْنٍ مِنَ اللِّسَانِ، 'আল্লাহর কসম! যিনি ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই। যমীনের বুকে দীর্ঘ সময় কারাগারে রাখার মতো জিহ্বার চেয়ে উপযুক্ত কোন বস্তু নেই'।[১২] ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'জিহ্বা বান্দার যাবতীয় গুনাহের অন্যতম প্রবেশদ্বার। কথার গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার উপায় হ'ল- চুপ থাকা বা মুখ দিয়ে অনর্থক কোন কথা উচ্চারণ না করা। কেউ যদি জিহ্বার পাপ থেকে নিরাপদ থাকতে চায়, তবে সে যেন কথা বলার আগে একটু চিন্তা-ভাবনা করে নেয় যে, এই কথায় আমার কোন ফায়দা আছে কি-না? যদি কথাটি অনর্থক হয়ে থাকে, তবে তা বলা থেকে বিরত থাকবে, আর যদি অনর্থক না হয়, তবুও ভেবে দেখবে, আমার এই কথার করণে এর চেয়ে উত্তম কিছু আমার হাতছাড়া হচ্ছে কি-না? যদি মুখের এই কথার কারণে উত্তম কোন কিছু হাতছাড়া হয়ে যায়, তবে এই কথা বলা থেকেও চুপ হয়ে যাবে'।[১৩] ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িমের উক্ত নীতির অনুসরণ করতে পারলে, গীবতের পাপ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হবে।

৪. আল্লাহর যিকরে জিহ্বাকে সিক্ত রাখা :

যিকর বান্দাকে গীবতের পাপ থেকে পরিচ্ছন্ন রাখে। আল্লাহর স্মরণে সিক্ত জিহ্বা সর্বদা কল্যাণকর কাজেই ব্যস্ত থাকে। ফলে নানাবিধ পাপের পঙ্কিলতা থেকে ব্যক্তি সুরক্ষিত থাকে। ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'আল্লাহর যিকরের মাধ্যমে গীবত, চোগলখুরী, মিথ্যা ও অশ্লীলতার মতো গর্হিত কথাবার্তা থেকে জিহ্বাকে মুক্ত রাখা যায়। মানুষের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য হ'ল সে চুপ থাকতে পারে না। কোন না কোন কথা তাকে বলতেই হয়। সেজন্য আল্লাহর যিকরে রসনাকে ব্যস্ত রাখা না হ'লে এবং শরী'আতের বিধি-বিধানের ব্যাপারে আলোচনা করা না হ'লে জিহ্বা হারাম ও রবের অসন্তুষ্টিমূলক কথাবার্তায় লিপ্ত হবেই। আল্লাহর যিকর ছাড়া এথেকে উত্তরণের বিকল্প কোন পথ নেই। বাস্তব অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এ কথা দিবালোকের ন্যায় প্রমাণিত যে, কেউ যদি স্বীয় রসনাকে আল্লাহর যিকরে ব্যস্ত রাখতে পারে, তবে সে অন্যায় কথাবার্তা থেকে নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখতে পারবে। আর তার জিহ্বা যিকর থেকে নীরস-শুষ্ক থাকলে তার জিহ্বা বাতিল, অনর্থক ও অশ্লীল কথা দ্বারা সিক্ত হবে'।[১৪] সুতরাং পরনিন্দা থেকে পরিত্রাণ লাভে করণীয় হ'ল স্বীয় রসনাকে যিকরে ব্যস্ত রাখা। ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ) বলেছেন, الْمَحْبُوسُ مَنْ حُبِسَ قَلْبُهُ عَنْ رَبِّهِ تعالى، وَالْمَأْسُورُ مَنْ أَسَرَهُ هَوَاهُ، 'প্রকৃত কয়েদী তো সেই ব্যক্তি, যার অন্তর মহান রবের স্মরণ থেকে বন্দী হয়ে গেছে। প্রকৃত বন্দী তো সেই ব্যক্তি, যাকে তার প্রবৃত্তি বন্দী করে ফেলেছে'।[১৫]

---

৬. আবূ নু'আইম, হিলয়াতুল আওলিয়া ১০/৬৩।
৭. বুখারী হা/৬১৩৬; মুসলিম হা/৪৭; মিশকাত হা/৪২৪৩।
৮. ইবনু রজব হাম্বলী, জামে'উল উলূম ওয়াল হিকাম ১/৩৪০।
৯. মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/১৮১৫৬; ছহীহুত তারগীব হা/২৮৬৬, সনদ হাসান।
১০. তিরমিযী হা/২৪০৭; মিশকাত হা/৪৮৩৮, সনদ হাসান।
১১. ইবনু আবীদ্দুনয়া, আছ-ছামতু, পৃ. ৬৯।
১২. আল-বাহরুল মুহীত্ব ২/১৭৪।
১৩. ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-জাওয়াবুল কাফী, পৃ. ১৫৮।
১৪. ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ওয়াবিলুছ ছায়্যিব, ১/৯৮।
১৫. ইবনে তাইমিয়াহ, আল-মুস্তাদরাক 'আলা মাজমূ'ইল ফাতাওয়া, ১/১৫৪।

৫. গীবত করার সময় নেকী বিনষ্ট হওয়ার কথা মনে করা :

কারো দোষ বর্ণনা করার আগে মানুষ যদি একটু চিন্তা করে দেখে যে, আমি যে লোকের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করছি, তার কাছে আমি চিরদিনের জন্য ঋণী হয়ে যাচ্ছি। এই ঋণ নিজের কষ্টার্জিত ছওয়াব প্রদান অথবা তার পাপগুলো নিজের কাঁধে চাপিয়ে নিয়ে পরিশোধ করতে হবে। ক্বিয়ামতের দিন প্রত্যেক মানুষ যখন পাগলপরা হয়ে একটা নেকীর জন্য ছোটাছুটি করবে, সেই কঠিন মুহূর্তে নেকী দিয়ে গীবতের ঋণ পরিশোধ করতে হবে। সেই কঠিন মুহূর্তে নিজের ছওয়াবের ঝুলি থেকে একটা নেকী অপরকে দিয়ে দেওয়া আদৌ সহজ ব্যাপার নয়। ভয়বাহ সেই দৃশ্যপট হৃদয়ের আয়নায় মেলে ধরতে পারলে, গীবত করার আগে মানুষ বারবার ভাবতে বাধ্য হবে।

এজন্য আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.) বলেন, لو كنتُ مُغتاباً أحداً لاغتبتُ والديَ لأنهما أحقُّ بحسناتي، 'আমি যদি কারো গীবত করতাম, তাহ'লে আমার পিতামাতার গীবত করতাম। কারণ তারাই আমার নেকী লাভ করার অধিক হকদার'।[১৬] হাসান বছরী (রহঃ)-কে বলা হ'ল অমুক ব্যক্তি আপনার গীবত করেছে। তখন তিনি গীবতকারীর উদ্দেশ্যে এক থালা মিষ্টান্ন উপহার পাঠালেন। আর বলে দিলেন, আমি শুনেছি আপনি আমাকে আপনার কিছু নেকী হাদিয়া দিয়েছেন। বিনিময়ে আমার উপহারটুকু গ্রহণ করবেন'।[১৭]

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব (রহঃ) বলেন, العلاج من مرض الغيبة، هو أن يتذكر المغتاب تعرضه لسخط الله تعالى بغيبته، وأن يعلم أنها محبطة لحسناته يوم القيامة، فإنها تنقل حسناته يوم القيامة إلى من اغتابه، بدلا عما استباحه من عرضه فإن لم يكن له حسنات نقل إليه من سيئات خصمه، 'গীবতের রোগ থেকে আরোগ্যের উপায় হ'ল গীবতকারী তার নিন্দাবাদের কারণে নিজেকে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির সামনে উপস্থাপন করবে। আর একথাটি ভালোভাবে জানবে যে, ক্বিয়ামতের দিন গীবত তার নেকীগুলোকে গীবতকৃত ব্যক্তির দিকে স্থানান্তর করে দিবে। সে গীবতের মাধ্যমে যার সম্মান নষ্ট করেছে। যদি তার নেকী না থাকে, তবে গীবতকৃত ব্যক্তির পাপগুলো তার উপর চাঁপিয়ে দেয়া হবে'।[১৮]

৬. গীবতকারীদের মজলিস পরিত্যাগ করা :

গীবতে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে অন্যতম অনুঘটক হিসাবে কাজ করে পরিবেশ ও সঙ্গ। অনেক সময় বাধ্য হয়ে গীবত শুনতে হয়, অথচ গীবত শোনাও সমান গুনাহ। মজলিসে অনিচ্ছা সত্ত্বেও গল্পচ্ছলে গীবত হয়ে যায়। সেজন্য নিন্দুক ও গীবতকারীর সঙ্গ ও বৈঠক পরিত্যাগ করা উচিত। গীবতকারীকে যদি বাহ্যিক দ্বীনদারও মনে হয়, তবুও তার ব্যাপারে সতর্ক-সাবধান থাকা অপরিহার্য।

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) মসজিদে ছালাত আদায় করার পরে কারো সাথে কোন গল্প করতেন না। সোজা বাড়িতে চলে যেতেন। একদিন শাক্বীফ ইবনে ইবরাহীম বলখী (রহঃ) তাকে বললেন, 'আচ্ছা! আপনি তো আমাদের সাথেই ছালাত আদায় করেন, কিন্তু আমাদের সাথে বসেন না কেন? উত্তরে তিনি বললেন, 'আমি ফিরে গিয়ে ছাহাবী ও তাবেঈদের সাথে বসে কথা বলি'। আমরা বললাম, 'ছাহাবী-তাবেঈদের আপনি কোথায় পেলেন'? তিনি বললেন, 'আমি ফিরে গিয়ে ইলম চর্চায় মনোনিবেশ করি। তখন তাদের কথা ও কর্মের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। তোমাদের সাথে বসে আমি কি করব? তোমরা তো একত্রে বসলেই মানুষের গীবত করা শুরু করে দাও'।[১৯]

খালীদ রাবা'ঈ (রহঃ) বলেন, একদিন আমি মসজিদে বসেছিলাম। এসময় লোকজন এক ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি নিয়ে আলোচনা শুরু করে দিল। আমি তাদের নিষেধ করলে তারা অন্য আলোচনা শুরু করল। তারপর তারা আবার পরনিন্দা শুরু করে দিল। এবার আমিও তাদের সাথে কিছুটা শরীক হ'লাম। ঐ রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম, বিরাট লম্বা এক কৃষ্ণকায় লোক আমার কাছে আসল। তার হাতে শূকরের গোশত ভরা একটি বাটি। সে আমাকে বলল, খাও! আমি বললাম, শূকরের গোশত? আল্লাহ্র কসম! আমি কিছুতেই এগুলো খাব না। তখন সে আমাকে ভয়ানক ধমক দিয়ে বলল, তুমি তো এর চেয়েও খারাপ গোশত খেয়েছ। তারপর সে গোশতগুলো আমার মুখে চেপে ধরল। এমন সময় আমি ঘুম থেকে লাফিয়ে উঠলাম। খালীদ রাবা'ঈ বলেন, فوالله لقد مَكَثْتُ ثلاثين يوما أو أربعين يوما ما أكلتُ طعاما إلّا وَجَدْتُ طَعْمَ ذلك اللحم ونَتَنَهُ فِي فَمِي، 'আল্লাহ্র কসম! এরপর থেকে ত্রিশ বা চল্লিশ দিন পর্যন্ত আমি কিছু খেলেই মুখে সেই শূকরের গোশতের দুর্গন্ধ অনুভূত হ'ত'।[২০]

৭. মানুষের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করা :

মানুষের দোষ-ত্রুটি যথাসম্ভব না জানার চেষ্টা করা উচিত। কারণ কারো ত্রুটি-বিচ্যুতি জানলেই তো সেটা অপরকে বলে ফেলার ক্ষেত্র তৈরী হয়। সালাফগণ কিভাবে অন্যের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করতেন, তা বোঝার জন্য একটা উদাহরণ যথেষ্ট হবে। আবূ আলী দাক্কাক্ব (রহঃ) বলেন, 'একবার হাতিম (রহঃ)-কে এক মহিলা একটি মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু সে সময় অসতর্কতাবশত সেই মহিলার

১৬. *নববী, আল-আযকার পৃ. ৩৪০; ইবনুল মুফলিহ, আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ, ১/২৯২।*
১৭. *আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ, ১/২৯২*
১৮. *মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহ্হাব, আল-কাবায়ের, পৃ. ১৪৫।*
১৯. *খত্বীব বাগদাদী, তাকয়ীদুল ইলম, পৃ. ১২৬; ছিফাতুছ ছাফওয়াহ ৩/৩২৪।*
২০. *ইবনুল আহনাফ ইয়ামানী, বুস্তানুল কুরআন ফী ই'রাবি মুশকিলাতিল কুরআন ৩/১২৮।*

মুখ থেকে একটি শব্দ বেরিয়ে যায়। ফলে মহিলাটি বেশ লজ্জায় পড়ে যান। তখন হাতিম (রহঃ) বলেন, 'একটু জোরে বলুন'। আসলে তিনি বুঝাতে চাচ্ছিলেন যে, তিনি কানে কম শোনেন। এই ভেবে মহিলাটি খুব খুশি হন যে, তিনি কিছু শুনতে পাননি। এই ঘটনার কারণে হাতিম (রহঃ)-কে اَلْأَصَمُّ (বধির বা শ্রবণশক্তিহীন) উপাধি দেওয়া। ফলে তিনি ইতিহাসে 'হাতিম আল-আছম' নামেই পরিচিত।[২১] সুতরাং মানুষের দোষ-ত্রুটির ব্যাপারে হাতিম আল-'আছম (রহঃ)-এর ন্যায় হ'তে পারলে গীবতের অভ্যাস ত্যাগ করা যাবে।

৮. নিজের ভুল-ত্রুটির দিকে অধিক মনোনিবেশ করা :

মানুষ মাত্রেরই দোষ-ত্রুটি বিদ্যমান। কারোটা প্রকাশ পায়, কারোটা পায় না। সেজন্য নিজের দোষ-ত্রুটি নিয়ে অধিক চিন্তা করা উচিৎ, তাহ'লে ভুল সংশোধন সহজ হবে। আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন, إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَذْكُرَ عُيُوبَ صَاحِبِكَ فَاذْكُرْ عُيُوبَكَ، 'যদি তোমার বন্ধুর ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা মনে করতে চাও, তবে নিজের দোষ-ত্রুটির কথা স্মরণ কর'।[২২] বকর ইবনে আব্দুল্লাহ আল-মুযানী (রহঃ) বলেন, إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ مُولَعًا بِعُيُوبِ النَّاسِ نَاسِيًا لِعَيْبِهِ فَاعْلَمُوا أَنَّهُ قَدْ مُكِرَ بِهِ، 'যদি তোমরা কোন ব্যক্তিকে এমন দেখ যে, সে নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতি ভুলে গিয়ে শুধু অপর মানুষের দোষ-ত্রুটির প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছে, তবে জেনে রেখ! নিশ্চিতভাবে সে ধোঁকার মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছে'।[২৩]

মূলতঃ অপরের ভুল-ত্রুটি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতির দিকে মনোনিবেশ করতে পারা আল্লাহ্র বিশেষ নে'মত। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলেন, إِذَا أراد الله أَنْ ينقل العبد من ذل المعصية إِلَى عز الطاعة آنسه بالوحدة وأغناه بالقناعة وبصره بعيوب نَفْسه فمن أعطي ذَلِكَ فَقَدْ أعطي خير الدنيا والآخرة 'আল্লাহ যখন বান্দাকে পাপের লাঞ্ছনা থেকে আনুগত্যের সম্মানের দিকে বের করে আনতে চান, তখন নির্জনতায় তাকে ঘনিষ্ঠ করে নেন, অল্পেতুষ্ট রাখার মাধ্যমে তাকে সম্মানিত করেন এবং নিজের দোষ-ত্রুটির দিকেই তার দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখেন। যাকে এই গুণ দেওয়া হয়েছে, তাকে যেন দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় কল্যাণ দান করা হয়েছে'।[২৪]

ইবনুস সাম্মাক (রহঃ) বলেন, 'জিহ্বার সাহায্যে তুমি সচরাচর হিংস্রতা প্রদর্শন করে থাক এবং গীবতের মাধ্যমে চারপাশের মানুষকে নির্মমভাবে ভক্ষণ কর। তুমি যুগ যুগ ধরে মানুষকে কষ্ট দিয়েছ। এমনকি তোমার এই হিংস্রতা থেকে কবরবাসীও রেহাই পায়নি। তুমি তাদেরও গীবত ও সমালোচনা করেছ। এই হিংস্রতা থেকে বাঁচার জন্য তোমাকে নিম্নোক্ত তিনটি উপায়ের কোন একটি অবশ্যই অবলম্বন করতে হবে।-

(১) তুমি যখন তোমার ভাইয়ের এমন কোন দোষ নিয়ে সমালোচনা করবে, যা তোমার মাঝেও বিদ্যমান, তখন চিন্তা করবে, একই বিষয়ে নিজের ও অন্যের সাথে দ্বৈত আচরণের কারণে তোমার রব তোমার সাথে কেমন আচরণ করবেন?

(২) তুমি যখন কোন বিষয়ে কারো সমালোচনা করবে, তখন ভাববে এই বিষয়টি তোমার মধ্যে তার চেয়েও বেশী মাত্রায় বিদ্যমান। এটা করতে পারলে অন্যের গীবত ও সমালোচনা থেকে বেঁচে থাকা অধিকতর সহজ হবে।

(৩) যখন তুমি কোন বিষয়ে অন্যের সমালোচনা করবে তখন চিন্তা-ভাবনা করবে যে, মহান আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তোমাকে এই দোষ থেকে মুক্ত রেখেছেন। ফলে এর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তুমি তার সমালোচনা থেকে মুক্ত রাখবে। তুমি কি এই নীতিবাক্যটি শোননি,ارحم أخاك واحمد الذي عافاك '(কারো ত্রুটি দেখলে) তুমি তার প্রতি দয়াপরবশ হয়ো। সেই সঙ্গে ঐ সত্তার প্রশংসা কর, যিনি তোমাকে মুক্ত রেখেছেন'।[২৫]

নিজের ত্রুটির প্রতি লক্ষ্য না রেখে, অপরের দোষ চর্চায় মানুষ লিপ্ত হয়। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের কেউ অন্যের চোখের সামান্য ময়লা দেখতে পায় কিন্তু নিজের চোখের উটও (বড় ময়লা) দেখতে পায় না।[২৬]

৯. আল্লাহ্র কাছে দো'আ করা :

বান্দা নিজের অজান্তেই গীবতে লিপ্ত হয়। অনেক সময় দ্বীনদার ব্যক্তিদের মাধ্যমেও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গীবত হয়ে যায়। তাই জিহ্বার হেফাযত অপরিহার্য। হাসান ইবনে ছালেহ (রহঃ) বলেন, فَتَّشتُ الوَرَعَ، فَلَمْ أَجِدْهُ فِي شَيْءٍ أَقَلَّ مِنَ اللِّسَانِ 'আমি পরহেযগারিতা অনুসন্ধান করলাম। কিন্তু জিহ্বার চেয়ে কম পরহেযগারিতা অন্য কোন অঙ্গে পেলাম না'।[২৭] এজন্য জিহ্বার নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পাপ থেকে জিহ্বাকে হেফাযত করা অবশ্য কর্তব্য। আর এটা সহজসাধ্য নয়; বরং জিহ্বার হেফাযত ত্যাগ ও সাধনার ব্যাপার। মুহাম্মাদ বিন ওয়াসে' (রহঃ) বলেন, حفظ اللسان أشد على الناس من حفظ الدينار والدرهم، 'দীনার-দিরহাম সংরক্ষণের চেয়ে জিহ্বার হেফাযত করা অত্যন্ত কঠিন'।[২৮]

গীবত থেকে স্বীয় রসনাকে হেফাযত করা খুব কঠিন, তাই এই কঠিন ব্যাপারটি আল্লাহ্র সহযোগিতা ছাড়া অর্জন করা সম্ভব নয়। তাই গীবত সহ জিহ্বার যাবতীয় পাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহ্র তাওফীক্ব কামনা করতে হবে এবং তাঁর দরবারে দো'আ করতে হবে।

২১. খত্বীব বাগদাদী, তারীখু বাগদাদ, ৯/১৪৯; মাদারিজুস সালিকীন, ৩/৯৩।
২২. ইবনু হাজার হায়তামী, আয-যাওয়াজির ২/১৮।
২৩. ইবনু আবিদ্দুনয়া, যাম্মুল গীবতি ওয়ান নামীমাহ, পৃ. ২৩।
২৪. ইবনুল মুফলিহ, আল-আদাবুশ শার'ইয়াহ, ১/২২৬।
২৫. ইবনুল জাওযী, ছিফাতুছ ছাফওয়া, ২/১০১-১০২।
২৬. আদাবুল মুফরাদ হা/২৪০, ৩৫১; ছহীহুত তারগীব হা/২৩৩১।
২৭. যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৭/৩৬৮।
২৮. গাযালী, ইহয়াউ উলূমিদ্দীন, ৩/১১১।

১০. গীবতের ব্যাপারে সালাফদের সতর্কতা অবগত হওয়া :

নবী-রাসূল, ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের জীবন অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়। তারা গীবত থেকে কিভাবে সতর্ক থাকতেন এবং কি পদক্ষেপ নিতেন, সেগুলো অবহিত হ'লে গীবত থেকে বাঁচা যাবে। এখানে সালাফদের জীবনী থেকে কয়েকটি কাহিনী তুলে ধরা হ'ল।-

(১) আবুবকর (রাঃ) জিহ্বাকে খুবই ভয় পেতেন। একদিন ওমর (রাঃ) তাঁর কাছে আসলেন। এসে দেখেন আবুবকর (রাঃ) নিজের জিহ্বা ধরে টানাটানি করছেন। ওমর (রাঃ) বললেন, কি করছেন, থামুন! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন! তখন আবুবকর (রাঃ) বলেলেন, এই জিহ্বাই আমাকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করেছে।[২৯]

(২) আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়াহ্হাব (রহঃ) বলেন, একবার আমি মানত করলাম যে, যদি কারো গীবত করি তাহ'লে একদিন করে ছিয়াম রাখব। এভাবে আমি গীবত থেকে বাঁচার চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমি গীবত করি আবার ছিয়ামও রাখি। ফলে আমি নিয়ত করলাম, একবার গীবত করলে এক দিরহাম করে ছাদাক্বাহ করব। এবার আমি দিরহামের ভালোবাসায় গীবত পরিত্যাগ করতে সক্ষম হ'লাম'।[৩০]

(৩) ত্বাউক্ব ইবনে ওয়াহ্হাব বলেন, একবার আমি অসুস্থ অবস্থায় মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রহঃ)-এর কাছে গেলাম। তিনি আমাকে দেখে বললেন, তুমি কি অসুস্থ? বললাম, হ্যাঁ! আমি তার কাছে নিজের রোগের ব্যাপারে আরয করলাম। তিনি আমাকে বললেন, অমুক ডাক্তারের কাছে যাও এবং তার কাছে পরামর্শ নেও। একটু পরে আরেকজন ডাক্তারের কথা উল্লেখ করে বললেন, তুমি বরং অমুকের কাছে যাও। সে আগের জনের চেয়ে অভিজ্ঞ ডাক্তার। কথাটা শেষ হ'তেই বললেন, 'আস্তাগফিরুল্লাহ! আমি হয়ত প্রথম ডাক্তারের গীবত করে ফেললাম'।[৩১]

উল্লেখ্য যে, কাউকে সতর্ক করার জন্য কারো দোষ বর্ণনা করা জায়েয এবং ক্ষেত্র বিশেষে ওয়াজিব। সেকারণ কেউ যদি কোন অনভিজ্ঞ ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়, তবে তাকে অভিজ্ঞ ডাক্তারের কাছে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু ইবনু সীরীন (রহঃ)-এর ঘটনার ক্ষেত্র হয়ত ভিন্ন রকম ছিল। হয়ত উভয়ই ভালো ও সমমানের ডাক্তার ছিলেন। কিন্তু প্রথম জনকে অনুত্তম বলে ফেলার কারণে এটাতেও তিনি গীবত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করেছেন। মূলত ইবনু সীরীন এত শক্তভাবে গীবত পরিহার করার চেষ্টা করতেন যে, অনেক ক্ষেত্রে বৈধ গীবতকেও পরিহার করতেন। অন্যত্র তিনি বলেন, 'গীবতের একটি প্রকার আছে, অথচ অধিকাংশ মানুষ সেটাকে গীবতই মনে করে না। সেই গীবতটা হ'ল, অমুকের চেয়ে অমুক বেশী জ্ঞানী বলা। কেননা এই কথার দ্বারা যাকে কম জ্ঞানী মনে করা হয় তাকে হেয় করা হয়। আর এটা তো সবার জানা কথা যে, গীবত হ'ল কারো পিছনে এমন কথা বলা যা সে অপসন্দ করে'।[৩২]

(৪) মাইমূন ইবনে সিয়াহ (রহঃ) গীবতের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকতেন। তিনি নিজে কারো গীবত করতেন না এবং তার সামনে কাউকে গীবত করতেও দিতেন না। কাউকে গীবত করতে দেখলে তাকে ধমক দিতেন এবং নিষেধ করতেন। অন্যথা সেখান থেকে উঠে চলে যেতেন।[৩৩]

(৫) ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, 'যেদিন আমি জেনেছি, গীবতের মাধ্যমে গীবতকারী ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তারপর থেকে কোন দিন আমি কারো গীবত করিনি'।[৩৪] বকর ইবনে মুনীর (রহঃ) বলেন, আমি আবূ আব্দুল্লাহ বুখারীকে বলতে শুনেছি, 'আমি আশা করি, আমি আল্লাহ্র সামনে এমন অবস্থায় হাযির হব যে, কারো গীবত করার ব্যাপারে আমি হিসাবের সম্মুখীন হব না'।[৩৫] ইমাম বুখারীর এই কথা প্রসঙ্গে হাফেয যাহাবী বলেন, 'তিনি সত্যই বলেছেন। কারণ জারাহ ও তা'দীলের ক্ষেত্রে কেউ যদি তাঁর শব্দ চয়ন ও বাক্য বিন্যাসের দিকে গভীর দৃষ্টি দেয়, তাহ'লে তিনি খুব সহজেই ইমাম বুখারীর তাক্বওয়াপূর্ণ সামালোচনা-রীতি অনুধাবন করতে পারবেন। সেই সঙ্গে এটাও বুঝতে পারবেন যে, তিনি যাদের যঈফ বা দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন, তাদের ক্ষেত্রে তিনি অসামান্য ন্যায়-নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। একারণে অধিকাংশ সময় সমালোচনার ক্ষেত্রে বলেছেন, 'মুনকিরুল হাদীছ, সাকাতু আনহু, ফীহি নাযরুন' ইত্যাদি। খুব কম ক্ষেত্রেই তিনি কাউকে কায্যাব (মহা মিথ্যুক) অথবা হাদীছ রচনাকারী বলে আখ্যা দিয়েছেন। অধিকন্তু তিনি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন, আমি যখন কারও ক্ষেত্রে বলি, তার হাদীছ বর্ণনায় ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে, তখনই মূলত সে সবার কাছে অভিযুক্ত হয়ে যায়। উল্লেখ্য যে, তার পূর্বোক্ত বক্তব্য, আমি আল্লাহ্র সামনে এমন অবস্থায় হাযির হব যে, কারো গীবত করার ব্যাপারে আমি হিসাবের সম্মুখীন হব না, কথাটার সারমর্ম এটাই'।[৩৬]

(৬) প্রখ্যাত তাবেঈ রাবী' ইবনু খুছাইম (রহঃ) গীবতের ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকতেন। জনৈক সালাফ বলেছেন, আমি বিশ বছর যাবৎ রাবী' ইবনে খুছাইমের সাথে চলেছি। কিন্তু কাউকে নিন্দা করে একটা শব্দও তাকে বলতে শুনিনি।[৩৭]

(৭) ওয়াহিব ইবনুল ওয়ার্দ (রহঃ) বলেন, والله لَترك الغِيبة عندي أحب إليَّ من التَّصدُّق بجبل من ذهب، 'আল্লাহ্র কসম! গীবত পরিত্যাগ করা আমার কাছে এক পাহাড় স্বর্ণ আল্লাহ্র পথে ছাদাক্বাহ করার চেয়েও প্রিয়তর'।[৩৮]

---

২৯. *মুয়াত্তা মালেক হা/৩৬২১; ছহীহুত তারগীব হা/২৮৭৩, সনদ ছহীহ।*
৩০. *যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৯/২২৮; ইয়াসীর হামাদানী, হায়াতুত তাবেঈন, পৃ. ৯৬৪।*
৩১. *বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, ৫/৩১৪; ছিফাতুছ ছাফওয়া ২/১৪৩।*
৩২. *আব্দুল ওয়াহহাব আশ-শা'রানী, তাম্বীহুল মুগতার্রিন, পৃ. ২০৩।*
৩৩. *আবূ নু'আইম আস্ফাহানী, হিলয়াতুল আওলিয়া, ৩/১০৭; ইবনুল জাওযী, ছিফাতুছ ছাফওয়া ২/১৩৭।*
৩৪. *বুখারী, তারীখুল কুবরা ৫/৫৮৮; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১২/৪৩৯-৪১।*
৩৫. *তাহযীবুল কামাল ২৪/৪৪৬; শাযারাতুয যাহাব ৩/২৫৪।*
৩৬. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১২/৪৩৯-৪৪১।*
৩৭. *সিয়ারু আ'লামিন নুবাল ৪/২৫৯।*
৩৮. *মুহাম্মাদ ইসমাঈল মুক্বাদ্দাম, আল-ই'লাম, পৃ. ৭০; আত-তাওবীখ ওয়াত-তানবীহ, ক্রমিক: ১৬৯।*

(৮) আব্দুল কারীম ইবনে মালেক (রহঃ) বলেন, 'আমরা সালাফে ছালেহীনকে এমন পেয়েছি যে, তারা শুধু ছালাত ও ছিয়ামকে ইবাদত মনে করতেন না; বরং মানুষের সম্মান রক্ষার জন্য গীবত পরিহার করাকেও ইবাদত গণ্য করতেন'।[৩৯]

(৯) এক ব্যক্তি হাসান বছরী (রহঃ)-এর কাছে এসে বললেন, 'আপনি আমার গীবত করেছেন'। তখন হাসান বছরী বললেন, 'তোমার মর্যাদা আমার কাছে এত বেশী না যে, আমি গীবত করে নিজের নেকীগুলো তোমাকে দিয়ে দেব'।[৪০]

(১০) সুফিয়ান ইবনুল হুছাইন বলেন, একদিন আমি ইয়াস ইবনে মু'আবিয়া (রহঃ)-এর কাছে বসেছিলাম। এক লোক আমাদের পাশ দিয়ে চলে গেল। আমি সেই লোকের ব্যাপারে কিছু কথা বললাম। তিনি আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'চুপ থাকো! তুমি কি রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছ? বললাম, না। তিনি বললেন, তবে কি তুমি বাইজেন্টাইনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছ? বললাম, না। তখন তিনি বললেন, তোমার থেকে রোমান ও বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য নিরাপত্তা লাভ করেছে, কিন্তু তোমার মুসলিম ভাই তোমার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ হ'তে পারেনি'। এরপর থেকে আমি কখনো কারো ভুল-ত্রুটির ব্যাপারে সমালোচনা করিনি।[৪১]

(১১) ইমাম মালেক (রহঃ) মদীনাবাসীর প্রশংসা করে বলেন, আমি এই শহরে এমন কিছু মানুষের সাক্ষাত পেয়েছি, যাদের কোন ভুল-ত্রুটি ছিল না। কিছু মানুষ তাদের ভুল খুঁজে বের করার চেষ্ট করে নিজেরাই দোষী সাব্যস্ত হয়েছে। আর আমি মদীনাতে এমন কিছু মানুষেরও সন্ধান পেয়েছি, যাদের সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল। কিন্তু তারা অপর মানুষের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে নীরবতা অবলম্বন করত। ফলে তাদের দোষ-ত্রুটি আল্লাহ গোপন রেখেছেন এবং মানুষের স্মৃতি থেকে বিস্মৃত করে দিয়েছেন'।[৪২]

(১২) মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রফেসর ক্লাসে হাযিরা নিচ্ছেন। ছায়েম নামে একজন ছাত্রকে অনুপস্থিত পেলেন। তিনি ছাত্রদের কাছে ছায়েমের অনুপস্থিতির কারণ জানতে চাইলেন। তারপর একটু কৌতুক করে বললেন,هو صام ونام 'ছায়েম তো ছিয়াম রেখে ঘুমাচ্ছে। মন্তব্যটা করেই প্রফেসর ছাহেব, 'আস্তাগফিরুল্লাহ' বলে উঠলেন। কারণ ছায়েমের ব্যাপারে তার মন্তব্যটিকে গীবত মনে হওয়ায় তিনি লজ্জিত হয়েছেন। পরের দিন ছায়েম যখন ক্লাসে আসল, তিনি সব ছাত্রের সামনে গীবতের জন্য অনুতপ্ত হয়ে ছায়েমের কাছে ক্ষমা চাইলেন এবং ছায়েমকে অনেকগুলো বই উপহার দিলেন।

পরিশেষে বলা যায়, তলায় ছিদ্র বিশিষ্ট বালতিতে যতই পানি ঢালা হোক না কেন, সেই বালতি কখনো পূর্ণ হবে না। বালতি পূর্ণ করতে হ'লে তার ছিদ্রটা বন্ধ করতে হবে। অনুরূপভাবে গীবতের মাধ্যমে আমলনামার পাত্রটা ছিদ্র করে ফেললে আমলের নেকী তাতে সংরক্ষণ করা সম্ভব নয়; ফলে গীবতকারী ক্বিয়ামতের দিন নিঃস্ব, সর্বস্বান্ত হয়ে যায়।

সুতরাং আমরা জিহ্বার হেফাযত করি। গীবত থেকে বাঁচার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করি। কথাবার্তা, আলাপচারিতা এবং গল্পের আড্ডায় কারো গীবত হয়ে যায় কি-না সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। কারো নামে লেখালেখি ও বক্তব্য দেওয়ার আগেও চিন্তা করে দেখতে হবে যে, এই লেখা, শেয়ার, পোস্ট, কমেন্টের মাধ্যমে কোন ভাইয়ের মর্যাদাহানি হচ্ছে কি-না বা কারো গোপন বিষয় প্রকাশ পাচ্ছে কি-না? মহান আল্লাহ আমাদের সার্বিক জীবনকে গীবত থেকে নিরাপদ রাখুন। সকল প্রকার গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক্ব দান করুন। পার্থিব জীবনের সফরে কেবল তাঁর ইবাদতে ব্যস্ত থাকার সৌভাগ্য দান করুন। আমৃত্যু ছিরাতে মুস্তাক্বীমে অটল থেকে পরিশুদ্ধ ঈমান নিয়ে কবরে যাওয়ার তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

---

৩৯. হিলয়াতুল আওলিয়া, পৃ. ৩/১৫২।
৪০. নববী, আল-আযকার, পৃ. ৩৪০।
৪১. সামারকান্দি, তাম্বীহুল গাফিলীন, পৃ. ১৬৫।
৪২. আব্দুর রহমান সাখাবী, আল-জাওয়াহিরু ওয়াদ্দুরার, ৩/১০৬৭; ওমর মুক্বিল, মাওয়াইযুছ ছাহাবাহ, পৃ. ১০৩।

আল-ইহরাম হজ্জ কাফেলা
(বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ পালনের একটি নির্ভরযোগ্য কাফেলা)
পরিচালনায় : মাওলানা মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম, এম.এম. (এম.এ)
মোবাইল : ০১৭১১১৬১২৮৩, ০১৯১৫৭২৩১৮২
ব্যবস্থাপনায়
শুভ এয়ার ট্রাভেলস এ্যান্ড ট্যুরস ও আলী এয়ার ট্রাভেলস এ্যান্ড ট্যুরস
সরকার অনুমোদিত ট্রাভেলস ও হজ্জ-ওমরাহ এজেন্ট। লাইসেন্স নং যথাক্রমে ১৯৫ ও ৬৪৯
হজ্জের নিবন্ধন ও ওমরাহর বুকিং-এর জন্য আজই যোগাযোগ করুন
হেড অফিস : ২৯২ ইনার সার্কুলার রোড, শতাব্দী সেন্টার (লিফটে-৫) রুম নং ৫/জ ফকিরাপুল। ঢাকা-১০০০
খুলনা অফিস : ৩ কে.ডি.এ এভিনিউ (৫ম তলা) খুলনা ৯১০০ (শিববাড়ি মোড়ের নিকটে) মোবা : ০১৭১৬০৭৯৫০৭

হাসান বিন আলী (রাঃ)

-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

(২য় কিস্তি)

খলীফা হিসাবে হাসান (রাঃ) :

আব্দুল্লাহ ইব্নু আহমাদ আবূ আলী সুওয়াইদ আল-তাহহান সাফীনা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার পর ৩০ বছর খেলাফত ভিত্তিক শাসন অব্যাহত থাকবে'।[১] এ বাণী শুনে জনৈক শ্রোতা বলল, ঐ ৩০ বছরের মধ্যে ৬ মাস হ'ল আমীর মু'আবিয়া (রাঃ)-এর শাসনকাল। তখন সাফীনা বলেন, 'ঐ ৬ মাস কেমন করে মু'আবিয়ার শাসনামলে সংযোজিত হবে? ঐ ছয় মাস বরং গণ্য হবে হাসান (রাঃ)-এর শাসনকাল। কারণ বৈধ খলীফা হিসাবে জনসাধারণ হাসান (রাঃ)-এর হাতে বায়'আত করেছিল। প্রায় ৪০ বা ৪২ হাযার লোক তখন খলীফারূপে হাসান (রাঃ)-এর হাতে বায়'আত করেছিলেন।[২]

খালিদ ইবনু আহমাদ বলেছেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, ৯০ হাযার লোক হাসান (রাঃ)-এর হাতে রায়'আত করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি খেলাফত থেকে সরে দাঁড়ান এবং আমীর মু'আবিয়া (রাঃ)-এর সাথে আপোষ-মীমাংসায় উপনীত হন। হাসান (রাঃ)-এর খেলাফতকালে সামান্য রক্তপাতও ঘটেনি। এমনকি এক শিংগা পরিমাণ রক্তও ঝরেনি। ইবনু আবী খায়ছামা ইবনু জারীর থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আলী (রাঃ) যখন নিহত হ'লেন, তখন কূফার লোকেরা হাসান (রাঃ)-এর হাতে বায়'আত করেছিল। তারা তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করেছিল এবং তারা তাঁকে আলী (রাঃ)-এর চাইতেও অধিক ভালবেসেছিল।

ইবনু আবী খায়ছামা হারূণ ইবনু মা'রূফ ইবনে শাওয়াব থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আলী (রাঃ)-এর হত্যাকাণ্ডের পর হাসান (রাঃ) ইরাকীদের নিকট গেলেন, আর মু'আবিয়া সিরীয়দের সাথে মিলিত হ'লেন। তারপর উভয় পক্ষ যুদ্ধের মুখোমুখি হ'ল। হাসান (রাঃ) যুদ্ধ-বিগ্রহ অপসন্দ করলেন এবং এই শর্তে মু'আবিয়া (রাঃ)-এর সাথে সমঝোতা করলেন যে, তাঁর শাসনামলের পর হাসান (রাঃ)-এর নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর হাসান (রাঃ)-এর সমর্থকগণ এই আপোষ-মীমাংসায় ক্ষুব্ধ হয়ে হাসান (রাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলত, 'হে মুমিনদের গ্লানি! উত্তরে হাসান (রাঃ) বলতেন, 'জাহান্নামের আগুন অপেক্ষা দুনিয়ার গ্লানি ও অপমান শ্রেয়'।[৩]

আবূ বকর ইবনু আবিদ দুনিয়া আব্বাস ইবনু হিশামের পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আলী (রাঃ) নিহত হবার পর তাঁর পুত্র হাসান (রাঃ)-এর হাতে জনসাধারণ বায়'আত করেছিল। তারপর তিনি ৭ মাস ১১ দিন খেলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। ইবনু আসাকির বলেন, তিনি ৭ মাস ৭ দিন খেলাফতের দায়িত্ব পালন করেন।[৪] আব্বাস ব্যতীত অন্য ঐতিহাসিকগণ বলেছেন, আলী (রাঃ) নিহত হবার পর কূফার অধিবাসীগণ হাসান (রাঃ)-এর হাতে বায়'আত করেছিল, আর মু'আবিয়া (রাঃ)-এর হাতে সিরীয়গণ বায়তুল মুক্বাদ্দাসে বায়'আত করেছিল। ৪০ হিজরী সনের শেষ দিকে জুম'আর দিনে বায়তুল মুক্বাদ্দাসে সার্বজনীন বায়'আত অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ৪১ সনে হাসান (রাঃ) কূফা রাজ্যের এক জনপদে এক গৃহে মু'আবিয়া (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। উভয়ে তখন সমঝোতায় উপনীত হন এবং হাসান (রাঃ) তখনকার মত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেন। অন্য মতে, আমীর মু'আবিয়া (রাঃ)-এর কূফা গমন এবং উভয়ের মধ্যে সমঝোতায় উপনীত হওয়ার ঘটনা ঘটেছিল ৪১ হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে।[৫]

মু'আবিয়া (রাঃ)-এর সাথে সন্ধির পরে হাসান (রাঃ)-এর ভাষণ :

৪০ হিজরীর ১৭ই রামাযান আলী (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর ইরাক, মক্কা, মদীনা ও ইয়ামনবাসী হাসান ইবনু আলী (রাঃ)-এর হাতে খেলাফতের বায়'আত গ্রহণ করলে তার নেতৃত্বেই পঞ্চম খলীফার অগ্রযাত্রা শুরু হয় এবং তিনি ছয় মাস খেলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। এর দ্বারা রাসূল (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী 'আমার পরে খেলাফত ত্রিশ বছর থাকবে'[৬] কার্যকর হয়। কিন্তু শামবাসী মু'আবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ)-এর হাতে খেলাফতের বায়'আত গ্রহণ করে এবং মিসরবাসী বিভক্ত হয়ে দু'পক্ষ দু'দলকে সমর্থন দেয়। হাসান (রাঃ) মু'আবিয়া (রাঃ)-কে আনুগত্যের শপথ নেওয়ার জন্য আহ্বান জানালে তিনি অস্বীকার করেন। এমতাবস্থায় হাসান (রাঃ) মু'আবিয়া (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে এক বিশাল সৈন্য দল প্রস্তুত করে শাম-এর উদ্দেশ্যে বের হয়ে 'মাসকিন' নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করেন। বিপক্ষে মু'আবিয়া (রাঃ)-এর বিশাল সৈন্যদলও মুখোমুখি অবস্থান নেয়। এমতাবস্থায় মু'আবিয়া (রাঃ)-এর পক্ষ থেকে আলোচনার প্রস্তাব সম্বলিত চিঠি আসলে হাসান (রাঃ) নিজ পক্ষের ছাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করে মুসলিম ঐক্য অটুট রাখার এবং রক্তপাত এড়ানোর বৃহত্তর স্বার্থে মু'আবিয়া (রাঃ)-কে মুসলমানদের খলীফা হিসাবে মেনে নেন।[৭] যার ইঙ্গিত রাসূল (ছাঃ) তাঁর বাণীতে দিয়ে যান।[৮]

মু'আবিয়া (রাঃ) ও হাসান (রাঃ)-এর সমঝোতার বিষয়টি ছহীহ বুখারীতে এভাবে এসেছে যে, হাসান (বছরী) (রহঃ)

১. *আবূদাঊদ হা/৪৬৪৬; তিরমিযী হা/২২২৬; ছহীহাহ হা/৪৫৯।*
২. *ইবনু আব্দিল বার্র, আল-ইস্তী'আব, ১/৩৮৫ পৃঃ।*
৩. *হুসাইন ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে হাসান আদ-দাইয়ার আল-বাকরী (মৃঃ ৯৬৬হিঃ), তারীখুল খামীস ফী আহওয়ালে আনফুসিন নাফীস, (বৈরূত : দারু ছাদির, তাবি), ২/২৯০; আবুল ফারজ আলী ইবনু ইবরাহীম ইবনে আহমাদ আল-হালাবী (মৃঃ ১০৪৪হিঃ), আস-সীরাতুল হালাবিয়া, (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২য় প্রকাশ, ১৪২৭ হিঃ), ৩/৪০৫।*
৪. *ইবনু আসাকির (মৃত্যু ৫৭১হিঃ), তারীখু দিমাশক, ১৩/৩০৩ পৃঃ।*
৫. *আল-ইস্তী'আব, ১/৩৮৭ পৃঃ।*
৬. *আবূদাঊদ হা/৪৬৪৬, তিরমিযী হা/২২২৬; মিশকাত হা/৫৩৯৫।*
৭. *হাকেম হা/৪৮০৮।*
৮. *বুখারী হা/২৭০৪, মিশকাত হা/৬১৩৫।*

বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! হাসান ইবনু আলী (রাঃ) পর্বত প্রমাণ সেনাদল নিয়ে মু'আবিয়া (রাঃ)-এর মুখোমুখী হ'লেন। আমর ইবনুল আছ (রাঃ) বললেন, আমি এমন সেনাদল দেখতে পাচ্ছি, যারা প্রতিপক্ষকে হত্যা না করে ফিরে যাবে না। মু'আবিয়া (রাঃ) তখন বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! (মু'আবিয়াহ ও আমর ইবনুল আছ) উভয়ের মধ্যে মু'আবিয়াহ (রাঃ) ছিলেন উত্তম ব্যক্তি, হে আমর! এরা ওদের এবং ওরা এদের হত্যা করলে, আমি কাকে দিয়ে লোকের সমস্যার সমাধান করব? তাদের নারীদের কে তত্ত্বাবধান করবে? তাদের দুর্বল ও শিশুদের কে রক্ষণাবেক্ষণ করবে? অতঃপর তিনি কুরায়শের বনু আবদে শামস শাখার দু'ব্যক্তি আব্দুর রহমান বিন সামুরাহ ও আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ)-কে হাসান (রাঃ)-এর নিকটে পাঠালেন। তিনি তাদের বললেন, তোমরা উভয়ে এ ব্যক্তির নিকটে যাও এবং তাঁর নিকটে সন্ধির প্রস্তাব পেশ করো, তার সঙ্গে আলোচনা কর ও তাঁর বক্তব্য জানতে চেষ্টা কর। তারা তাঁর নিকটে গেলেন এবং তাঁর সঙ্গে কথা বললেন, আলাপ-আলোচনা করলেন এবং তাঁর বক্তব্য জানলেন। হাসান ইবনু আলী (রাঃ) তাদের বললেন, আমরা আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান, এই সম্পদ আমরা পেয়েছি। আর এরা রক্তপাতে লিপ্ত হয়েছে। তারা উভয়ে বললেন, তিনি (মু'আবিয়াহ রাঃ) আপনার নিকটে এরূপ বক্তব্য পেশ করেছেন। আর আপনার বক্তব্যও জানতে চেয়েছেন ও সন্ধি কামনা করেছেন। তিনি বললেন, এ দায়িত্ব কে নেবে? তারা বললেন, আমরা এ দায়িত্ব নিচ্ছি। অতঃপর তিনি তাঁর সঙ্গে সন্ধি করলেন। হাসান বছরী (রহঃ) বলেন, আমি আবূ বাকরাহ (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আমি মিম্বরের উপর দেখেছি, হাসান বিন আলী (রাঃ) তাঁর পাশে ছিলেন। তিনি একবার লোকদের দিকে আরেকবার তাঁর দিকে তাকাচ্ছিলেন আর বলছিলেন, 'আমার এ সন্তান একজন নেতা। সম্ভবত তার মাধ্যমে আল্লাহ মুসলিমদের দু'টি বড় দলের মধ্যে মীমাংসা করাবেন'।[৯]

সন্ধির পরে হাসান (রাঃ) দাঁড়িয়ে জনগণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে বললেন, 'হে লোক সকল! আপনারা যদি সুদূর জাবলাক নগরী ও জাবরাম নগরীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে এমন একজন পুরুষ লোক খোঁজেন যার নানা স্বয়ং নবী করীম (ছাঃ) তাহ'লে আমি ও আমার ভাই ছাড়া কাউকে পাবেন না। এই মুহূর্তে আমরা মু'আবিয়া (রাঃ)-এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছি। আমরা ভেবে দেখেছি যে, মুসলমানদের রক্তপাত ঘটানোর চাইতে রক্তপাত বন্ধ করা কল্যাণকর। তবে আমি জানি না এটি আপনাদের জন্যে পরীক্ষা এবং অল্পদিনের ভোগ-বিলাসও হ'তে পারে। এই কথায় তিনি আমীর মু'আবিয়া (রাঃ)-এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। ফলে মু'আবিয়া (রাঃ) রেগে গেলেন এবং হাসান (রাঃ)-কে বললেন, 'এর দ্বারা আপনি কি বুঝাতে চেয়েছেন? উত্তরে হাসান (রাঃ) বললেন, 'আমি এর দ্বারা তা-ই বুঝাতে চেয়েছি আল্লাহ যা বুঝিয়েছেন'।[১০] অন্যত্র এসেছে, তিনি বলেন, فإن أكيسَ الكيس التُّقى، وأحمق الحمق الفجور، وإن هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية، إما أن يكون حق امرئ فهو أحقُّ به مني، وإما أن يكون حقًّا هو لي، فقد تركته إرادةَ إصلاح الأمة وحقن دمائها، ثم التفت إلى معاوية، فقال 'নিশ্চয়ই সর্বোচ্চ প্রজ্ঞা হচ্ছে আল্লাহভীতি এবং সর্বোচ্চ নির্বুদ্ধিতা হচ্ছে পাপাচার। আর এ বিষয় যা নিয়ে আমার ও মু'আবিয়ার মাঝে মতভেদ রয়েছে, আমি এ বিষয়ে হকদার হ'লেও তিনি আমার চেয়ে অধিক হকদার। আর এটা আমার হক হ'লেও উম্মতের কল্যাণ এবং তাদের রক্তপাত বন্ধ করার জন্য আমি তা ত্যাগ করলাম'। অতঃপর তিনি মু'আবিয়া (রাঃ)-এর দিকে ফিরে বললেন, وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ 'আমি জানি না হয়ত বিলম্বের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে পরীক্ষা এবং রয়েছে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জীবন উপভোগের সুযোগ' *(আম্বিয়া ২১/১১১)*।[১১]

অন্যত্র এসেছে, মু'আবিয়া (রাঃ) হাসান (রাঃ)-কে ভাষণ দেওয়ার অনুরোধ করলেন। হাসান (রাঃ) ভাষণ দানের জন্য দাঁড়ালেন। ভাষণে তিনি আল্লাহ্‌র প্রশংসা, গুণগান ও রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠের পর বললেন, হে জনগণ! আমাদের প্রথম ব্যক্তিত্ব মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মাধ্যমে আল্লাহ আপনাদেরকে সত্য পথের দিশা দিয়েছেন। আর আমাদের শেষ ব্যক্তি (হাসান, নিজের প্রতি ইঙ্গিত করেন) দ্বারা আপনাদেরকে রক্তপাত থেকে রক্ষা করেছেন। শাসন ক্ষমতার একটি মেয়াদ নির্ধারিত রয়েছে। আর দুনিয়া হ'ল কূপ থেকে পানি তোলার বালতি সদৃশ। কখনো এর হাতে কখনো ওর হাতে। আল্লাহ তাঁর নবীকে বলেছেন, وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ 'আমি জানি না হয়ত বিলম্বের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে পরীক্ষা এবং রয়েছে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জীবন উপভোগের সুযোগ' *(আম্বিয়া ২১/১১১)*।[১২]

খেলাফতের দায়িত্ব হস্তান্তরের কারণ সম্পর্কে হাসান (রাঃ)-এর বক্তব্য স্পষ্ট ছিল। হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) উল্লেখ করেন, মুহাম্মাদ ইবনু সা'দ আলী ইবনে মুহাম্মাদ যায়দ ইবনে আসলাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, হাসান (রাঃ)-এর নিকট এক লোক উপস্থিত হ'ল। তিনি তখন মদীনাতে অবস্থান করছিলেন। তাঁর হাতে ছিল ছোট্ট একটি পুস্তিকা। লোকটি তাঁকে জিজ্ঞেস করল, এটি কি? উত্তরে হাসান (রাঃ) বললেন, মু'আবিয়া (রাঃ)-এর পুত্র এই পত্রের মাধ্যমে আমার বিরুদ্ধে সীমালংঘন করতে চায় ও আমাকে

৯. *বুখারী হা/২৭০৪, ৩৬২৯, ৩৭৪৬, ৭১০৯।*

১০. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৮/৪৬ পৃঃ।*
১১. *আবু নু'আইম, হিলইয়াতুল আওলিয়া ২/৩৮; আল-ইস্তী'আব ১/৩৮৮ পৃঃ।*
১২. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৮/২০ পৃঃ।*

ভয় দেখায়। লোকটি বলল, আপনি অর্ধেক রাজত্বের মালিক। হাসান (রাঃ) বললেন, হ্যাঁ, তা বটে। তবে আমি এই ভয় করেছিলাম যে, ৭০/৮০ হাযার লোক যদি রক্তক্ষরণ নিয়ে কিংবা ৭০/৮০ হাযারের চাইতে কম বা বেশী ক্বিয়ামতের দিন উপস্থিত হয় এবং আল্লাহ্র দরবারে তাদের রক্তপাতের কারণ জানতে চায়, এজন্যে খেলাফত ত্যাগ করে রক্তপাত বন্ধ করেছি।[১৩] মু'আবিয়া (রাঃ) ৪১ হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে মুসলিম জাহানের খলীফা নির্বাচিত হন এবং প্রায় বিশ বছর তাঁর নেতৃত্বে ইসলামী শাসন পরিচালিত হয়।[১৪] ইবনু আব্দিল বার্র (রহঃ) বলেন, হাসান (রাঃ) ৪১ হিজরীর জুমাদাল উলা মাসের মাঝামাঝিতে মু'আবিয়া (রাঃ)-এর নিকটে খেলাফতের দায়িত্ব হস্তান্তর করেন। তখন মু'আবিয়া (রাঃ)-এর বয়স হয়েছিল ২ মাস কম ৪৬ বছর।[১৫]

হাসান (রাঃ) ইসলামের পঞ্চম খলীফা :

হাসান (রাঃ)-এর খেলাফতকাল অতি অল্প সময়ের জন্য হ'লেও তিনিই ইসলামের পঞ্চম খলীফা হিসাবে পরিগণিত হন। কেননা নবী করীম (ছাঃ)-এর উক্তি, الْخِلَافَةُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ سَنَةً 'আমার উম্মাতের খেলাফতের সময়কাল (শাসনকাল) হবে ত্রিশ বছর'।[১৬] আর এই ত্রিশ বছর পূর্ণ হয় হাসান (রাঃ)-এর খেলাফতের মাধ্যমে। এজন্য তাকে ইসলামের পঞ্চম খলীফা হিসাবে গণ্য করা হয়।[১৭] ড. আলী আছ-ছাল্লাবী বলেন, وقد قرر جمع من أهل العلم عند شرحهم لقوله صلى الله عليه وسلم الْخِلَافَةُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ سَنَةً أن الاشهر التي تولى فيها الحسن بن على بعد موت أبيه كانت داخله في خلافة النبوة، 'বিদ্বানগণের একটি দল 'আমার উম্মাতের খেলাফতের সময়কাল হবে ত্রিশ বছর' এই হাদীছের ব্যাখ্যায় স্বীকার করেন যে, হাসান (রাঃ) তাঁর পিতার পরে যে কয় মাস দায়িত্ব পালন করেছিল, তা নবুওয়াতের খেলাফতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত'।[১৮] আবু বকর আল-আরাবী ও কাযী আয়ায (রহঃ), ইমাম ত্বাহাবী, আল-মানাবী ও ইবনু হাজার আল-হায়তামী (রহঃ)ও অনুরূপ বলেছেন। হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ أَحَدُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْحَدِيثُ الَّذِي أَوْرَدْنَاهُ فِي دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ، 'দালাইলুন নবুওয়াত' গ্রন্থে আমরা যে হাদীছ উল্লেখ করেছি, সেটাই প্রমাণ তিনি (হাসান) খুলাফায়ে রাশেদীনের অন্যতম ছিলেন'।[১৯]

উষ্ট্রের যুদ্ধে হাসান (রাঃ)-এর ভূমিকা :

৩৫ হিজরীর যিলহজ্জ মাসে ওছমান (রাঃ) বিদ্রোহীদের হাতে শাহাদত বরণ করলে লোকেরা আলী (রাঃ)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করে। বিদ্রোহীরাও আলী (রাঃ)-এর হাতে বায়'আত নেয়। আলী (রাঃ) প্রথমে রাষ্ট্রীয় শৃংখলা ফিরিয়ে আনা এবং বিদ্রোহীদের সংখ্যাধিক্যের কারণে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে কিছুটা বিলম্ব করেন। এতে কেউ কেউ আলী (রাঃ)-এর প্রতি রুষ্ট হন। অন্যদিকে হজ্জের মওসুম হওয়ায় রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণ সহ বহু ছাহাবী হজ্জব্রত পালনে মক্কায় ছিলেন। এভাবে চার মাস অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর ত্বালহা ও যুবায়ের (রাঃ) মক্কায় গমন করেন। সেখানেই ওছমান হত্যার ক্বিছাছ (হত্যার বদলে হত্যা) গ্রহণের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য বছরায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং আয়েশা (রাঃ), ত্বালহা, যুবায়ের প্রমুখ ছাহাবী বছরার পথে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে আয়েশা (রাঃ) বছরার নিকটবর্তী 'হাওআব' (ماء الحوأب) নামক স্থানে পৌঁছলে কুকুর ঘেউ ঘেউ করতে থাকে। তখন রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ তাঁর স্মরণ হয়ে যায়। একদা তাঁকে রাসূল (ছাঃ) বলেন, كَيْفَ بِإِحْدَاكُنَّ تَنْبَحُ عَلَيْهَا كِلاَبُ الْحَوْأَبِ، 'তোমাদের মধ্যকার একজনের অবস্থা কেমন হবে, যখন হাওআবের কুকুর তার বিরুদ্ধে ঘেউ ঘেউ করবে'?[২০] অন্যত্র তিনি বলেন, أَيَّتُكُنَّ صَاحِبَةُ الْجَمَلِ الْأَدْبَبِ، تَخْرُجُ فَيَنْبَحُهَا كِلاَبُ حَوْأَبٍ، يُقْتَلُ عَنْ يَمِيْنِهَا وَعَنْ يَسَارِهَا قَتْلَى كَثِيْرٌ، ثُمَّ تَنْجُو بَعْدَمَا كَادَتْ– 'তোমাদের মধ্যে উটে আরোহণকারিণীর অবস্থা কি হবে, যখন সে বের হবে? অতঃপর তার বিরুদ্ধে হাওআবের কুকুরগুলি ঘেউ ঘেউ করবে? তার ডানে ও বামে বহু মানুষ নিহত হবে। এরপর কোন মতে সে প্রাণে রক্ষা পাবে'।[২১] তখন আয়েশা (রাঃ) বাড়িতে ফিরে যাওয়ার মনস্থ করলেন। এসময় যুবায়ের (রাঃ) বললেন, বরং আপনি সামনে অগ্রসর হন। লোকেরা আপনাকে দেখে হয়তো সন্ধিতে চলে আসবে। আল্লাহ আপনার মাধ্যমে হয়তো বিবদমান দু'টি দলের (আলী ও মু'আবিয়ার) মধ্যে মীমাংসা করে দিবেন। তখন তিনি সামনে অগ্রসর হন'।[২২]

অন্যদিকে তাদের এই পদক্ষেপকে আলী (রাঃ) খেলাফতের অখণ্ডতার জন্য হুমকি মনে করেন এবং সেনাবাহিনী সহ বছরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। অনেক প্রসিদ্ধ ছাহাবী তাঁর

১৩. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৮/৪৬ পৃঃ।*
১৪. *বিস্তারিত দ্রঃ আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৮/১৬-১৮, ইবনুল আছীর, কামেল ফিত তারীখ ৩/৫-৮।*
১৫. *আল-ইস্তী'আব ১/৩৮৭ পৃঃ।*
১৬. *তিরমিযী হা/২২২৬; আবু দাউদ হা/৪৬৪৬-৪৭; ছহীহাহ হা/৪৫৯; ছহীহুল জামে' হা/৩২৫৭।*
১৭. *ড. আলী মুহাম্মাদ আছ-ছাল্লাবী, আমীরুল মুমিনীন হাসান ইবনু আলী ইবনে আবী তালেব: শাখছিয়াতুহু ওয়া আছরুহু, (মিশর : দারুত তাওযী' ওয়ান নাশর আল-ইসলামী, ১ম প্রকাশ ১৪২৫ হিঃ/২০০৪ খ্রিঃ), পৃঃ ২০৩।*
১৮. *আমীরুল মুমিনীন হাসান ইবনু আলী ইবনে আবী তালেব: হায়াতুহু ওয়া আছরুহু, পৃঃ ২০৩।*
১৯. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৮/১৬-১৭, ১১/১৩৪ পৃঃ।*
২০. *হাকেম হা/৪৬১৩; আহমাদ হা/২৪২৯৯; ছহীহাহ হা/৪৭৪।*
২১. *মুসনাদে বাযযার হা/৪৭৭৭; মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/১২০২৬, সনদ ছহীহ।*
২২. *হাকেম হা/৪৬১৩; আহমাদ হা/২৪২৯৯; ছহীহাহ হা/৪৭৪।*

এই পদক্ষেপ থেকে নিজেদের দূরে রাখেন। এমনকি হাসান বিন আলী (রাঃ) স্বীয় পিতাকে এ পদক্ষেপ থেকে ফিরানোর জন্য বহু চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হন। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমরা উষ্ট্রের যুদ্ধে ৬০০ লোক বের হ'লাম। আমরা 'রাবযাহ' নামক স্থালে পৌঁছলে হাসান (রাঃ) দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন। তখন আলী (রাঃ) বললেন, কথা বল, কুমারী মেয়েদের মত কান্না বন্ধ কর। তখন হাসান (রাঃ) বললেন, إني كنت أشرتُ عليك بالمقام؛ (أي: بعدم الخروج لقتال طلحة والزبير)، وأنا أشـــيره الآن، 'আমি আপনাকে এ বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়েছিলাম। (অর্থাৎ ত্বালহা ও যুবায়েরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বের না হ'তে)। এখনও আমি আপনাকে সেই দিকে ইশারা করছি'।[২৩]

এদিকে আলী (রাঃ) প্রথমে আয়েশা, ত্বালহা ও যুবায়ের (রাঃ)-এর নিকটে কা'কা' বিন আমরকে মুসলমানদের একতা ও ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখার আহ্বান জানিয়ে প্রেরণ করেন। এসময় আয়েশা (রাঃ) জবাব দেন যে, আমরা মুসলমানদের মধ্যে মীমাংসা করতে এসেছি। কা'কা' বিন আমর উক্ত সংবাদ আলী (রাঃ)-এর নিকট পেশ করলে তিনি খুশী হন। আয়েশা (রাঃ) আলীর নিকট দূত পাঠিয়ে বলেন, আমরা যুদ্ধের জন্য আসিনি। বরং মীমাংসার জন্য এসেছি। এরপর আলী (রাঃ) লোকদের শান্ত করতে বিভিন্ন ঘটনা স্মরণ করিয়ে ভাষণ দেন। যাতে তিনি বলেন, আমরা আগামীকাল চলে যাব, ওছমান হত্যায় যারা জড়িত তারা ব্যতীত সকলে আমাদের সাথে যাবে।

ফলে ফিৎনাবাজ আশতার, শুরাইহ বিন আওফা, আব্দুল্লাহ বিন সাবা ও ওছমান হত্যার সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত আড়াই হাযার লোক ভীত হয়ে গোপন চক্রান্তে লিপ্ত হয় (এদের মধ্যে কোন ছাহাবী ছিলেন না)। প্রথমে তারা আলী (রাঃ)-কে হত্যার পরিকল্পনা করে। কিন্তু তা অসম্ভব দেখে অন্য ষড়যন্ত্র করে। রাত্রে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ে, তখন তারা ত্বালহা ও যুবায়ের (রাঃ)-এর বাহিনীর উপর হামলা করে এবং ফজরের পূর্বেই পালিয়ে যায়। এতে ত্বালহা ও যুবায়ের (রাঃ) মনে করেন যে, এটি আলী (রাঃ)-এর বাহিনী করেছে। ফলে উভয় দলের মধ্যে অনাকাঙ্ক্ষিত যুদ্ধ বেধে যায়। আয়েশা (রাঃ) যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য উটের উপর আরোহণ করে ময়দানে অবতীর্ণ হন। কিন্তু খারেজীরা তাঁর বাহনের পায়ে তীর মারলে তিনি নীচে পড়ে যান। পরে তাঁকে নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।[২৪]

এ যুদ্ধের মূল কারণ ছিল ওছমান হত্যার বিচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য হত্যাকারীদের নিকৃষ্ট ষড়যন্ত্র। আয়েশা (রাঃ) এই অনাকাঙ্ক্ষিত যুদ্ধের জন্য অনুতপ্ত হয়ে ইবনু ওমর (রাঃ)-কে বলেন, হে আবু আব্দুর রহমান! আপনি আমাকে উটের যুদ্ধে যেতে বাধা দেননি কেন? উত্তরে তিনি বলেন, আপনার উপর এক ব্যক্তি (ইবনু যুবায়ের) প্রভাব বিস্তার করেছিল, এজন্য কিছু বলিনি। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আপনি নিষেধ করলে আমি যেতাম না'।[২৫]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমার ইচ্ছা ছিল যে, আমাকে আমার গৃহে রাসূল (ছাঃ) ও পিতা আবু বকরের পাশে দাফন করা হবে। কিন্তু রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর আমি একটি ঘটনা ঘটিয়েছি। সেজন্য তোমরা আমাকে রাসূল (ছাঃ)-এর অন্য স্ত্রীদের সাথে দাফন করবে। অতঃপর তাঁকে বাকী' কবরস্থানে দাফন করা হয়।[২৬]

আলবানী (রহঃ) বলেন, 'আমরা এতে নিঃসন্দেহ যে, আয়েশা (রাঃ)-এর বের হওয়াটা ভুল ছিল। আর এজন্য তিনি হাওআবে নবী করীম (ছাঃ)-এর সতর্কবাণী স্মরণ হওয়ার পর ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু যুবায়ের (রাঃ) 'আল্লাহ আপনার মাধ্যমে হয়তো বিবদমান দু'টি দলের (আলী ও মু'আবিয়া) মধ্যে মীমাংসা করে দিবেন' একথা বলে তাঁকে ফিরে যেতে বাধা দেন। আমরা নিঃসন্দেহ যে, তিনিও এ ব্যাপারে ভুলকারী ছিলেন'।[২৭]

অপরদিকে আলী (রাঃ) যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে বলেছিলেন, হায় যদি আমি এর বিশ বছর পূর্বে মারা যেতাম![২৮] আলী (রাঃ) এজন্য অনুতপ্ত হন এবং বার বার আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।[২৯] অন্যদিকে যুবায়ের (রাঃ) যুদ্ধ ত্যাগ করে উপত্যকায় চলে যান। তাঁকে ঘুমন্ত অবস্থায় আমর বিন জুরমূয হত্যা করে। আলী (রাঃ) জানতে পারলে দুঃখ করে বলেন, হে যুবায়েরের হত্যাকারী! তুমি জাহান্নামের দুঃসংবাদ গ্রহণ কর।[৩০] আর ত্বালহা (রাঃ) জনৈক ব্যক্তির তীরের আঘাতে নিহত হ'লে আলী (রাঃ) নিহতদের মধ্যে তাকে দেখতে পান। তখন তিনি তাঁর মুখমণ্ডল থেকে ময়লা সরাতে সরাতে বলেছিলেন, হে আবু মুহাম্মাদ! আপনার প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত নাযিল হোক। আকাশের তারকারাজির নীচে আপনাকে এ অবস্থায় দেখাটা আমার জন্য খুবই কষ্টকর'।[৩১]

ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, আয়েশা (রাঃ) যুদ্ধ করেননি এবং যুদ্ধ করার জন্য বেরও হননি। বরং তিনি মুসলমানদের মধ্যে মীমাংসা করার জন্য বের হয়েছিলেন। কারণ তিনি মনে করেছিলেন যে, তার বের হওয়াতে মুসলমানদের কল্যাণ রয়েছে। পরে তিনি বুঝতে পারেন যে, তাঁর বের না হওয়াতেই কল্যাণ ছিল। সেজন্য উষ্ট্রের যুদ্ধে গমণের কথা স্মরণ হ'লে তিনি এত বেশী কাঁদতেন যে, তাঁর ওড়না ভিজে যেত।...অনুরূপভাবে ত্বালহা, যুবায়ের ও আলী (রাঃ) এই অনাকাঙ্ক্ষিত যুদ্ধের জন্য অনুতপ্ত হন। কারণ এটি

---

২৩. ইবনু সা'দ, আত-ত্বাবাকাতু কুবরা, ১/২৭৩-৭৪ পৃঃ।
২৪. আল-বিদায়াহ ৭/২২৯-২৪০।
২৫. যায়লাঈ, নাছবুর রায়াহ ৪/৭০; আল-ইস্তী'আব ১/২৭৫; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ২/১৯৩, ৩/২১১; ছহীহাহ হা/৪৭৪-এর আলোচনা দ্রঃ।
২৬. হাকেম হা/৬৭১৭; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ২/১৯৩, সনদ ছহীহ।
২৭. সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪৭৪-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।
২৮. হাকেম হা/৪৫৫৭; মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩৫৯৯০, সনদ ছহীহ।
২৯. আল-ইস্তী'আব ১/২৯২।
৩০. হাকেম হা/৫৫৮০; আহমাদ হা/৭৯৯, সনদ হাসান।
৩১. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৭/২৪৭।

তাঁদের কারোরই এখতিয়ারাধীন ছিল না *(মিনহাজুস সুন্নাহ ১/২২৮)*।[৩২]

স্মর্তব্য যে, ছাহাবায়ে কেরামের মতভেদপূর্ণ বিষয়ে চুপ থাকাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের নীতি। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমার ছাহাবীদের ব্যাপারে তোমরা চুপ থাকো।[৩৩] ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা হ'ল, তারা ছাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে তাদের হৃদয় ও জিহ্বাকে সংযত রাখেন এবং তাদের মাঝে মতভেদগত বিষয়ে চুপ থাকেন।[৩৪]

ছিফ্ফীনের যুদ্ধে হাসান (রাঃ)-এর ভূমিকা :

৩৭ হিজরীতে সংগঠিত ছিফফীন যুদ্ধেরও মূল কারণ ছিল ওছমান (রাঃ)-এর হত্যাকারী বিদ্রোহীদের গভীর ষড়যন্ত্র। ৩৫ হিজরীর যিলহজ্জ মাসে ওছমান (রাঃ) শাহাদত বরণ করলে লোকেরা আলী (রাঃ)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করে। বিদ্রোহীরাও আলী (রাঃ)-এর হাতে বায়'আত নেয়। আলী (রাঃ) প্রথমে রাষ্ট্রীয় শৃংখলা ফিরিয়ে আনার জন্য এবং বিদ্রোহীদের সংখ্যাধিক্যের কারণে বাধ্য হয়ে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে কিছুটা বিলম্ব করেন। এতে ওছমান (রাঃ)-এর চাচাতো ভাই সিরিয়ার আমীর মু'আবিয়া (রাঃ) ও তার সাথীরা তাঁর প্রতি রুষ্ট হন। যদিও মু'আবিয়া আলী (রাঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্বকে দ্ব্যর্থহীনভাবে স্বীকার করতেন। কিন্তু তিনি ওছমান (রাঃ)-এর হত্যাকারীদের বিচার না হওয়া পর্যন্ত বায়'আত করতে অস্বীকার করেন। ফলে আলী (রাঃ) ও মু'আবিয়া (রাঃ)-এর মধ্যে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।

আলী (রাঃ)-এর খেলাফত ছিল সর্বসম্মত। আর কারো অবাধ্যতার জন্য খেলাফত ত্যাগ করা হাদীছ সম্মত নয়। কেননা তাতে খেলাফতের ঐক্য বিনষ্ট হয়। যেমন ওছমান (রাঃ)-এর প্রতি অছিয়ত করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছিলেন, 'হয়তো আল্লাহ তোমাকে একটি জামা পরিধান করাবেন। পরে যদি লোকেরা তোমার সেই জামাটি খুলে নিতে চায়, তখন তুমি তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী জামাটি খুলে ফেলো না'।[৩৫] এখানে জামাটি অর্থ খেলাফত।[৩৬]

অতঃপর ৩৭ হিজরীর ছফর মাসে ছিফফীন যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাবেঈ বিদ্বান মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (৩৩-১১০ হি.)-এর ধারণা মতে, তিন দিন তিন রাতের এই যুদ্ধে ৭০ হাযার মুসলমান নিহত হন। প্রত্যক্ষদর্শী আব্দুর রহমান বিন আবযী বলেন, লোকেরা ধারণা করে যে, ৭০ হাযারের মধ্যে ৪৫ হাযার সিরীয় পক্ষে এবং ২৫ হাযার ইরাকীদের পক্ষে নিহত হন।[৩৭] নিঃসন্দেহে এটি ছিল ইসলামের ইতিহাসে একটি মহা বিপর্যয়কর ঘটনা।

ছিফ্ফীনের যুদ্ধে হাসান (রাঃ)-এর ভূমিকা প্রসঙ্গে ড. আলী আছ-ছাল্লাবী বলেন, كان موقف الحسن بن علي رضي الله عنه هو موقف أهل السنة والجماعة من الحرب التي وقعت بين الصحابة الكرام رضي الله عنهم وهو الإمساك عما شجر بينهم إلا فيما يليق بهم رضي الله عنهم، 'হাসান (রাঃ)-এর অবস্থান ছিল অনুরূপ যেরূপ ছাহাবীগণের মধ্যে সংগঠিত যুদ্ধের ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অবস্থান ছিল। সেটা হ'ল- যে বিষয়ে তাঁরা মতবিরোধ করেছেন, সে ব্যাপারে নীরব থাকা। তবে যে বিষয়ে তাঁরা যথার্থ ছিলেন'।[৩৮]

তিনি আরো বলেন, مسلك الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة والذين من أئمتهم وسادتهم أمير المؤمنين علي وابنيه الحسن والحسين وهو الإمساك عما حصل بينهم رضي الله عنه ولا يخوض فيه إلا بما هو لائق بمقامهم، 'ফিরক্বা নাজিয়াহ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত ও তাদের ইমাম ও নেতা আমীরুল মুমিনীন আলী ও তদীয় দু'পুত্র হাসান-হুসাইন (রাঃ)-এর মাসলাক ছিল তাদের (ছাহাবীগণের) মাঝে সংগঠিত বিষয়ে নীরব থাকা। আর তাতে লিপ্ত না হওয়া, কিন্তু তাদের শানে যা উপযুক্ত'।[৩৯]

মোদ্দাকথা অনেক ছাহাবী ওছমান হত্যার প্রতিশোধ নিতে মরিয়া হয়ে উঠেন। কারণ তারা ভেবেছিলেন যে, ওছমানের পক্ষ হওয়ায় তারা হেদায়াতের উপর আছেন। কিন্তু এজন্য আলী (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া তাঁদের সঠিক হয়নি। কেননা এ সময় খলীফা ছিলেন আলী (রাঃ)। সর্বাগ্রে তাঁর প্রতি শর্তহীন আনুগত্য অপরিহার্য ছিল। তাছাড়া ওছমান (রাঃ) নিজে স্বীয় খেলাফত বা জীবন রক্ষার জন্য যুদ্ধ করেননি এবং অন্যদের অনুমতি দেননি। আর হত্যায় উদ্যত ব্যক্তির বিরুদ্ধে করণীয় কি হবে, সা'দ বিন আবী ওয়াক্বাছ (রাঃ)-এর এমন এক প্রশ্নের উত্তরে রাসূল (ছাঃ) বলেছিলেন, তুমি আদমের উত্তম সন্তানটির মত হও'।[৪০] ফিৎনার সময় করণীয় কি হবে, এমন প্রশ্নের উত্তরেও রাসূল (ছাঃ) একই কথা বলেছিলেন।[৪১] এজন্য বহু ছাহাবী যুদ্ধ হ'তে বিরত ছিলেন। *[ক্রমশঃ]*

---

৩২. *বিস্তারিত দ্রঃ সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪৭৪-এর আলোচনা; ইবনুল 'আরাবী, আল-'আওয়াছিম মিনাল ক্বাওয়াছিম ১/১৫৬-১৬২; সায়ফ বিন ওমর আসাদী, আল-ফিৎনাতু ওয়া ওয়াক্বি'আতুল জামাল; ড. আকরাম যিয়া উমরী, 'আছরুল খিলাফাতির রাশেদাহ পৃ. ৪৫০-৪৬১।*

৩৩. *ত্বাবারাণী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৪।*

৩৪. *মাজমূ' ফাতাওয়া ৩/১৫৪-৫৫।*

৩৫. *তিরমিযী হা/৩৭০৫; ইবনু মাজাহ হা/১১২; মিশকাত হা/৬০৬৮।*

৩৬. *মোল্লা আলী ক্বারী (মৃত্যু ১০১৪হিঃ), মিরক্বাতুল মাফাতীহ শরহু মিশকাতুল মাছাবীহ (বৈরূত : দারুল ফিকর, ১ম প্রকাশ, ১৪২২হিঃ/২০০২ খ্রিঃ), ৯/৩৯২৪।*

৩৭. *আকরাম যিয়া আল-উমরী, 'আছরুল খিলাফাহ পৃ. ৪৭১-৭২।*

৩৮. *আমীরুল মুমিনীন হাসান ইবনু আলী ইবনে আবী তালেব, পৃঃ ১৭৯; আক্বীদাতু আহলিস সুন্নাহ ফিছ ছাহাবাতি, ২/৭২৭।*

৩৯. *আমীরুল মুমিনীন হাসান ইবনু আলী ইবনে আবী তালেব, পৃঃ ১৭৯।*

৪০. *আবুদাঊদ হা/৪২৫৭।*

৪১. *আবুদাঊদ হা/৪২৫৯; মিশকাত হা/৫৩৯৯।*

হিজাব ও ঔপনিবেশিকতা : প্রেক্ষিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

*-মুহাম্মাদ আবূ হুরায়রা ছিফাত**

১৯২১ সালে মুসলিম জাতীয়তাবাদী চিন্তা ও আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নানান চড়াই-উতরাই পার করে পূর্ব বাংলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায়ের মূলে ছিল মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদ ও পিছিয়ে পড়া মুসলিম জনগোষ্ঠীকে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা যেমন পুরুষ শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা লাভের কারণ হয়েছিল, তেমনি রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারের ধর্মভীরু নারীদের শিক্ষার পথও সহজ হয়। এ ব্যাপারে মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম লিখেছেন, 'If we think of the education of women in the Dacca University in the twenties and thirties and compare with the present state of their educational progress and their academic distinction, we wonder at the revolutionary change the University of Dacca has effected in social outlook in respect of the higher education of the females in Eastern Bengal.' অর্থাৎ 'আমরা যদি বিশ ও ত্রিশের দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নারীদের শিক্ষার কথা চিন্তা করি এবং তাদের শিক্ষাগত অগ্রগতির বর্তমান অবস্থা এবং তাদের একাডেমিক পার্থক্যের সাথে তুলনা করি, তাহ'লে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ব বাংলায় নারীদের উচ্চশিক্ষার সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে তাতে আমরা বিস্মিত হই।[১]

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এই অঞ্চলের ঐতিহ্য-সংস্কৃতির ধারা অক্ষুণ্ন রেখে এগিয়ে যাওয়া যেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য হওয়া উচিত ছিল, সেখানে কয়েক দশকের মধ্যেই তা কলকাতা কেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক বয়ান আত্মস্থ করতে শুরু করে। মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদী চেতনার উপর প্রতিষ্ঠিত হ'লেও দীর্ঘ মেয়াদে প্রতিষ্ঠানটি তার স্বকীয়তা ধরে রাখতে সক্ষম হয়নি। দীর্ঘ এক শতাব্দীর পথচলা যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শেষ করল, তার অব্যবহিত পরেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ ছাত্রীদের জন্য হিজাব নিষিদ্ধ করল। নিজের ইতিহাসের সাথে এ যেন এক তামাশা। মূলতঃ বিগত বছর ১৮ই সেপ্টেম্বর 'প্রেজেন্টেশন, পরীক্ষা ও মৌখিক পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে ছাত্রীদের কান এবং মুখমণ্ডল খোলা রাখা বাধ্যতামূলক' মর্মে নোটিশ জারী করে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ। পরবর্তীতে ৬ই ডিসেম্বর পুনরায় নোটিশে বলা হয়, উক্ত সিদ্ধান্ত মানতে যারা শৈথিল্য দেখাবে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এর প্রেক্ষিতে কতিপয় ভুক্তভোগী ছাত্রী জারীকৃত নোটিশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে উচ্চ আদালতে রিট করে। এতে 'ছাত্রীদের মুখ-কান খোলার নির্দেশনা কেন অবৈধ নয়' মর্মে রুল জারী করে আদালত বাংলা বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত নোটিশ স্থগিত করে। কিন্তু এবছর গত ২৯শে মে আপিল বিভাগ উচ্চ আদালতের এই রায় স্থগিত করে ঢাবির বিভাগীয় নোটিশ বহাল করার মধ্যে দিয়ে এক ন্যক্কারজনক নযীর স্থাপন করে।[২]

ঢাবির বাংলা বিভাগ থেকে প্রদত্ত নোটিশে বলা হয়, পরীক্ষার্থীদের পরিচয় শনাক্ত করার জন্য এমন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পূর্বাপর সামগ্রিক ঘটনা সামনে রাখলে হিজাব নিষিদ্ধ করার এমন ঘটনা এতটা সরল মনে হবে না। ইতিপূর্বে ২০২২ সালে 'প্রোটেস্ট সেল অ্যাগেইনস্ট হিজাবোফোবিয়া ইন ডিইউ' নামের একটি প্ল্যাটফর্মের ব্যানারে ঢাবি শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে স্বাধীনভাবে হিজাব-নিকাব পরার অধিকার চেয়ে সংবাদ সম্মেলন করে। সম্মেলনে তারা জানায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হিজাব-নিকাব পরার অভিজ্ঞতা খুব একটা সুখকর নয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে নিকাব পরা অধিকাংশ ছাত্রী কখনো না কখনো সহপাঠী, সিনিয়র-জুনিয়র, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং শিক্ষক কর্তৃক অপমান, উত্ত্যক্ত, হেনস্তা, বিরূপ মন্তব্য বা বুলিংয়ের শিকার হয়।[৩] এছাড়াও দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল-কলেজেও এমন ঘটনার পরিমাণ বেড়েছে। বোরক্বা পরার কারণে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিকার হেনস্তার শিকার হ'তে হয় এক ছাত্রীকে[৪], কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে হিজাব পরার জন্য এক ছাত্রীকে 'মৌলবাদী জঙ্গি' বলে মন্তব্য করে শিক্ষক।[৫] এগুলো বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়। এরকম বহু নযীর পত্র-পত্রিকা, অনলাইন পোর্টালে ছড়িয়ে রয়েছে। মফস্বলের স্কুল, যেলা শহরের কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে হিজাব-নিকাবের ব্যাপারে বিদ্বেষী মনোভাব।

উপনিবেশবাদের সিলসিলা :

বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে হিজাবোফোবিয়ার যে স্রোত বয়ে যাচ্ছে, তার মূল প্রোথিত রয়েছে উপনিবেশবাদের গভীরে। প্রকৃতপক্ষে হিজাবোফোবিয়া একটি উপনিবেশবাদী খাসলত। University of Ottawa-এর ইতিহাসের প্রফেসর Ryme Seferdjeli-এর দৃষ্টিতে, হিজাব বিদ্বেষ কোন সাধারণ ব্যাপার নয়, বরং এর পেছনে আছে (হীন) রাজনৈতিক স্বার্থ এবং ঔপনিবেশিকতার সাথে রয়েছে এর সরাসরি সম্পর্ক।[৬] ফরাসি উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে আলজেরিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন ফ্রানজ ফনোঁ। উত্তর-ঔপনিবেশিক (Post Colonialism) চিন্তার অন্যতম প্রধান তাত্ত্বিক হিসাবে ফনোঁর বিশ্বজোড়া খ্যাতি রয়েছে। ফ্রানজ ফনোঁ তার 'A Dying Colonialism'

---

* *বি.এ (অনার্স) ২য় বর্ষ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।*

১. *Muhammad Abdur Rahim, The History of the University of Dacca (Second Reprint, 1981), p. 173; গৃহীত : বাঙলানামা, অক্টোবর ২০২১, দ্বিতীয় সংখ্যা (সেন্টার ফর বেঙ্গল স্টাডিজ), পৃ. ৫৯-৬০।*

২. *পরীক্ষার্থীর কান-মুখ খোলা রাখতে বাংলা বিভাগের বিজ্ঞপ্তি বহাল, প্রথম আলো, ২৯ মে ২০২৩ (অনলাইন)।*

৩. *ঢাবি ক্যাম্পাসে 'হিজাব-নিকাব পরার স্বাধীনতা' নিশ্চিত করার দাবি, প্রথম আলো, ৩১ মার্চ ২০২২ (অনলাইন)।*

৪. *বোরকা পরায় হেনস্তার শিকার ইবি ছাত্রী, দৈনিক ইনকিলাব, ২৮ আগস্ট ২০২২ (অনলাইন)।*

৫. *ছাত্রীকে 'মৌলবাদী জঙ্গি' বলে বির্তকে কুবি শিক্ষক, Banglanews24.com, ২৩ আগস্ট ২০২২।*

৬. *Seferdjeli Ryme, THE VEIL IN COLONIAL ALGERIA : THE POLITICS OF UNVEILING WOMEN, THE FUNAMBULIST*

গ্রন্থে লিখেছেন, “The women who sees without being seen frustrates the coloniser.” অর্থাৎ ‘যে নারী নিজেকে প্রদর্শন করে না, সে ঔপনিবেশিকদের জন্য মাথা ব্যথার কারণ হয়’। ফনোঁর এই উক্তি অমূলক নয়। তিনি তার গ্রন্থে ‘Algeria Unveiled’ শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন, আলজেরিয়ার সমাজ কাঠামো ও এর প্রতিরোধ ক্ষমতা ধ্বংস করার জন্য ফরাসি ঔপনিবেশিক শাসকদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্যবস্তু ছিল নারী। কিন্তু আলজেরীয় নারীদের কাছে পৌঁছানোর পথে তাদের প্রধান বাধা হ’ল পর্দা বা হিজাব। ফনোঁ বলেন, ঔপনিবেশিকদের কথা হ’ল, ‘আমরা যদি আলজেরিয়ার সমাজের কাঠামোকে ধ্বংস করতে চাই, আমাদের সবার আগে নারীদের জয় করতে হবে; আমাদের অবশ্যই যেতে হবে এবং ঘোমটার আড়ালে তাদের খুঁজে বের করতে হবে যেখানে তারা নিজেদের লুকিয়ে রাখে এবং যে বাড়িতে পুরুষরা তাদের দৃষ্টির বাইরে রাখে’।[৭]

এই বাধাকে ভেঙ্গে ফেলার জন্য পুরো আলজেরিয়া জুড়ে ফরাসি দখলদাররা দেওয়ালে দেওয়ালে সেঁটে দিত পোস্টার, যাতে লেখা থাকত, ‘Aren't you pretty, remove your veil’ (তুমি কি সুন্দরী না? খুলে ফেল তোমার হিজাব)। কিন্তু আলজেরীয় নারীরা ফরাসিদের এই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে। পরবর্তীতে ফরাসি ঔপনিবেশের বিরুদ্ধে আলজেরিয়ায় হিজাব হয়ে উঠেছিল এক শক্তিশালী অস্ত্র। যার কারণে ফনোঁ হিজাবকে দেখেছেন বিপ্লবের প্রতীক হিসাবে।

হিজাবের অন্তঃস্থিত এই বিপ্লবী শক্তি হাল যামানাতেও নিঃশেষ বা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়নি। আধুনিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো আজও হিজাবকে নিজেদের জন্য ‘বিরক্তির কারণ’ হিসাবে বিবেচনা করে। একবিংশ শতকের শুরুতে ‘সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অনন্ত যুদ্ধে’র ঠিকাদারি নিয়ে আমেরিকা যখন আফগান ও ইরাকে যুদ্ধ বাধায়, তখন আফগান ও ইরাকে তাদের শ্যেনদৃষ্টি ছিল পর্দাবৃত মুসলিম নারীদের দিকে। সেখানে আমেরিকা নিজেকে যাহির করেছিল নারী মুক্তির দূত হিসাবে। বিশ বছরের যুদ্ধ শেষে ব্যর্থ আমেরিকা যখন আফগান ছাড়ার জন্য তল্পিতল্পা গোটায় তখনও বুশ উৎকণ্ঠিত ছিল আফগান নারীদের নিয়ে। যে সময় মুসলিম বিশ্বের নারীদের নিয়ে আমেরিকা এত চিন্তিত, সেই সময়ে খোদ মার্কিন মুলুকে নারীদের অবস্থা কেমন? আমেরিকায় নারীদের উপর হওয়া দৈনন্দিন নিপীড়নের পরিসংখ্যান দেখলে স্বাভাবিক মানুষের গা শিউরে উঠার কথা। প্রতিবছর আমেরিকায় ধর্ষণের শিকার হয় ৩,২১,৫০০ নারী (প্রতি ঘণ্টায় ৩৬ জন)[৮] আমেরিকার ৮০ শতাংশের অধিক নারী জীবনে একবার হ’লেও যৌন হয়রানির শিকার হয়।[৯] মার্কিন নারীরাই যখন তাদের দেশে সুরক্ষিত নয়, তখন আমেরিকা মুসলিম বিশ্বে ঘুরে বেড়াচ্ছে নারী মুক্তির ঠিকাদারি নিয়ে! কি আশ্চর্য বিষয়!

কেন এই দ্বিচারিতা? এর কারণ হ’ল, নয়া-উপনিবেশবাদের প্রধান পুরোহিত আমেরিকাও শালীনতার যেকোন প্রতীককে (বোরক্বা, হিজাব) মুসলিম বিশ্বে সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রতিবন্ধক হিসাবে বিবেচনা করে।

সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার দেশ ফ্রান্সে ২০১১ সালে হিজাব নিষিদ্ধ হয়। রেনেসাঁর আঁতুড়ঘর ইতালিতে হিজাব নিষিদ্ধ করা হয় ২০১৫ সালে। একই সালে মার্ক্সবাদী রাশিয়ার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিজাব নিষিদ্ধ হয়। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত ‘ইউরোপিয়ান কোর্ট অফ জাস্টিস’ ২০২১ সালে রায় দেয় হিজাব নিষিদ্ধ করার পক্ষে। এছাড়াও স্পেন, বুলগেরিয়া, জার্মানি, অস্ট্রিয়া, নেদারল্যান্ড, নরওয়েসহ আধুনিকতাবাদের ঘাড়ে সওয়ার হওয়া ইউরোপের আরও বেশ কিছু দেশে সামগ্রিক বা আংশিকভাবে হিজাব নিষিদ্ধ করে। হিজাবোফোবিয়ার চর্চাকারী এসব রাষ্ট্রগুলোর উল্লেখযোগ্য সংখ্যককে দেখতে পাই কয়েক যুগ আগেও তারা মুসলিম বিশ্বসহ অন্যান্য ভূখণ্ডে কলোনি গেড়েছিল। হিজাবের বিরুদ্ধে নিজ ভূখণ্ডেও তারা নিজেদের উপনিবেশবাদী মানসিকতা চর্চার সাক্ষর রাখতে ভোলেনি। প্রভাবশালী পশ্চিমা নৃতাত্ত্বিক তালাল আসাদ সত্য বলেছেন, ‘উপনিবেশবাদ আধুনিক ইতিহাসের পর্বমাত্র নয়, এটা খোদ আধুনিকতারই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ’।[১০]

এছাড়া পশ্চিমা শ্রেষ্ঠত্ব, প্রগতি ও অন্যান্য যেসব মিথ (Myth) চালু রয়েছে, সেগুলো রক্ষার জন্য ‘স্বাধীন পশ্চিমা নারী’র গুরুত্ব অপরিসীম।[১১] বিশ্বব্যাপী পর্ণোগ্রাফি, যৌনতা, ভোগবাদ ও পুঁজিবাদের যে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে, তা টিকিয়ে রাখতেও ‘স্বাধীন নারী’র বিকল্প নেই। নগ্ন/অর্ধনগ্ন নারীর প্রদর্শনী উসকে দেয় ভোগবাদের তাড়নাকে। নগ্নতার পালে হাওয়া দিয়েই এগিয়ে যেতে হয় পুঁজিবাদকেও। তাই শালীন নারীর অস্তিত্ব পশ্চিমা দুনিয়া কল্পনা করতে পারে না। বৃটিশ গবেষক অরুণ কুন্দনানি পশ্চিমা লিবারেল দুনিয়ার শিকড় সন্ধান করতে গিয়ে দেখিয়েছেন, স্কার্ফের মাধ্যমে মুসলিম নারীদের মাথা ঢাকাকে তারা পশ্চিমা যৌনতার চূড়ান্ত প্রত্যাখ্যান হিসাবে বিবেচনা করে।[১২]

অতএব ইতিহাস ও বাস্তবতার নিরিখে এ কথা স্পষ্ট হয় যে, হিজাব নিষিদ্ধ করা বা হিজাবোফোবিয়ার পেছনের মনস্তত্ত্ব আসলে প্রবলভাবে ঔপনিবেশী। শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও রাষ্ট্রকাঠামোতে আমরা বাহ্যত স্বাধীন মনে হ’লেও কার্যত পরাধীন। ব্রিটিশ আমলা লর্ড মেকলে বলেছিলেন, আমরা এদেশে এমন একটি শ্রেণী গড়ে তুলব, যারা হবে, “A class of persons Indian in blood and colour, but English in tastes, in opinions, in morals and in intellect.” অর্থাৎ তাদের শরীরটা এদেশীয় হ’লেও মনটা হবে ব্রিটিশ।

---

৭. *Frantz Fanon, A Dying Colonialism (New York : GROVE PRESS), p. 37-38.*
৮. *Victims of Sexual Violence : Statistics, RAINN (https://www.rainn.org/statistics/victims-sexual-violence).*
৯. *The Facts behind the MeToo Movement : A National Study on Sexual Harassment and Assault. February 2018.*
১০. *চিন্তার মুসিবত : তালাল আসাদের বাতচিত (কথাপ্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০২৩), ‘সাক্ষাৎকার : নৃবিজ্ঞান এবং উপনিবেশবাদ প্রসঙ্গে’, পৃ. ৩৩।*
১১. *ড্যানিয়েল হাকিকাতযু, সংশয়বাদী (ইলমহাউস পাবলিকেশন, প্রথম সংস্করণ : এপ্রিল ২০২১), ‘যৌনতা ও যিনা’ অধ্যায়, পৃ. ২২৩।*
১২. *Arun Kundnani, The Muslims Are Coming! Islamophobia, Extremism, and the Domestic War on Terror (2014).*

মুখ ঢেকে রাখবার সামান্য এক টুকরা কাপড় পুরো পশ্চিম ও তাদের এদেশীয় তাঁবেদারদের তটস্থ করে তুলছে কেন? কারণ এর মধ্যে আছে রাজনৈতিক ব্যঞ্জনা, আছে প্রত্যাখ্যাত হবার বিষাদ বেদনা এবং বিকাশমান নয়া-উপনিবেশবাদ ভেঙ্গে পড়ার ভয়। উপনিবেশের যে ধারাবাহিকতা মজ্জাগতভাবে আজও মিশে আছে আমাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রকাঠামোর ভেতরে, তার থেকেই উৎপাদিত হচ্ছে হিজাব বিদ্বেষের মত বর্ণবাদী ও ঔপনিবেশিক প্রপঞ্চ। হিজাব আজও সেই শক্তি সংরক্ষণ করে, যা কম্পিত করত উপনিবেশবাদের রূহকে।

নারীবাদী ও লিবারেলদের অবস্থান :

ক্লাসিকাল ফেমিনিজমের তুলনায় বঙ্গীয় নারীবাদ এককাঠি বেশী সরস। পত্র-পত্রিকা, টিভি টকশোতে অনবরত তারা কথার তুবড়ি ছুটিয়ে চলেন কথিত মোল্লাতন্ত্রের বিরুদ্ধে। কিন্তু নারীর বোরক্বা-হিজাব-নিকাবের বিরুদ্ধে অনবরত আক্রমণেও তাদের নীরবতার রেশ কাটে না। বরাবরের মত ঢাবির বাংলা বিভাগে হিজাব নিষিদ্ধ হওয়ার পরও এদেশের নারীবাদীরা 'টু' শব্দটি করেনি। এর কারণ কি? এর কারণ খুঁজতে হ'লে আমাদরকে নারীবাদের গোঁড়ায় যেতে হবে এবং বুঝতে হবে বোরক্বা-হিজাবের সাথে এর সম্পর্কের বিন্যাস।

মূলত গলদ রয়েছে নারীবাদের গোড়াতেই। মৌলিকভাবে নারীবাদ মডার্নিটির একটি প্রকল্প। ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটির অধ্যাপিকা সাবা মাহমূদ তার 'Politics of Piety' গ্রন্থে নারীবাদের সুলুক সন্ধান করে দেখিয়েছেন। সেক্যুলার-লিবারেল নারীবাদী কাঠামোতে নারীর কর্তাসত্ত্বার (Agency) ধারণাকে পাঠ করা হয় 'রেজিস্ট্যান্স' বা 'প্রতিরোধ' আকারে এবং এই প্রতিরোধকেই নারীর 'স্বাধীনতা'র মানদণ্ড হিসাবে বিবেচনা করা হয়। কিসের বিরুদ্ধে এই প্রতিরোধ? নারীবাদের দৃষ্টিতে ধর্ম, সমাজ, নৈতিকতা যা কিছু নারীকে অধীনস্থ করে, তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ। তাই শেষ পর্যন্ত নারীবাদী প্রস্তাবনায় হিজাব হয়ে দাঁড়ায় 'শোষণ' এর প্রতীক।

নারীবাদী বয়ানের আরেকটু খোলাসা কথা হ'ল, স্বেচ্ছায় কোন নারীর বোরক্বা-হিজাবকে নিজের 'চয়েস' (Choice) হিসাবে গ্রহণ করাও যৌক্তিক না। নারীবাদী দৃষ্টিতে কাঠামোগতভাবে যা শোষণের হাতিয়ার (বোরক্বা, হিজাব, নিকাব), তা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করাও স্বাভাবিক স্বাধীনতা চর্চার অংশ নয়।

বাংলাদেশে হিজাবোফোবিয়ার আলাদা একটা ধরণও আছে। সেটা হ'ল, বাঙালিয়ানা বা বাঙালি সংস্কৃতির বিরুদ্ধে হিজাবকে দাঁড় করানো। উনিশ শতকে উপনিবেশের গর্ভে স্ফীত কলকাতার 'ভদ্রলোক' শ্রেণীর হাতে বাঙালিত্ব বা বাঙালি সংস্কৃতির যে বয়ান গড়ে উঠেছিল, তা পুরোপুরিভাবে মুসলিম সমাজকে খারিজ করেছিল এবং হিন্দুত্ববাদী উপাদান দ্বারা নিজেকে বিনির্মাণ করেছিল। ষাটের দশকে পূর্ব বাংলায় বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা কলকাতায় তৈরী এই বয়ানকেই আপনকরেছিল। ঢাবি অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আজমের লেখা থেকে উদ্ধৃত করছি, 'এ প্রজন্মের লেখকদের মধ্যে ধর্ম ও ধর্মকেন্দ্রিক সংস্কৃতি সম্পর্কে উন্নাসিকতা বেশী ছিল। ... অন্যদিকে বাঙালি সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতার একটা অতিরিক্ত চাপ থাকায় তারা প্রায় বাচবিচারহীনভাবে কলকাতার সাংস্কৃতিক উৎপাদনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। ফলে বৃহত্তর জনমানুষের জীবনযাপন, ধর্ম, সংস্কৃতির ভিত্তিতে চিন্তা-চর্চার উচ্চাভিলাষ খুব কমই পরিলক্ষিত হয়েছে'।[১৩] ষাটের দশকে খরিদ করা এই বয়ান স্বাধীন বাংলাদেশে আজও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা, সংস্কৃতিক অঙ্গন, নারীবাদী ও সুশীল-প্রগতিশীল সমাজে প্রভাবশালী।

বাংলা ট্রিবিউনে প্রকাশিত 'হিজাবের রাজনীতি, হিজাবের সংস্কৃতি' শিরোনামে একটি প্রবন্ধে দাবী করা হয়, হিজাব বাঙালি সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং হিজাবের মাধ্যমে বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য পরিবর্তিত হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের সংস্কৃতি দ্বারা এবং বাঙালির নিজস্ব পোষাক (যেমন শাড়ি, ম্যাক্সি) বদলে যাচ্ছে, যা অবশ্যই বাঙালি সংস্কৃতির ক্ষতির কারণ।[১৪] এমন আরো অসংখ্য উদাহরণ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম কিংবা টিভি টকশোর আলাপচারিতায় পুনরাবৃত্ত হচ্ছে। 'বাঙালি সংস্কৃতি' ও 'আরব্য সংস্কৃতি'র এই সমীকরণের পশ্চাতে হিজাবকে উপস্থাপন করা হচ্ছে ক্ষতিকর-নেতিবাচক হিসাবে। একই সাথে বাঙালি নারীবাদী ডিসকোর্সে হিজাব 'পুরুষতন্ত্রের চাপিয়ে দেয়া শেকল' আর উন্মুক্ত বদনে টিপ ও পেট অনাবৃত রেখে শাড়ি পরা 'বাঙালি সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ'। তাই যা কিছু বাঙালিত্ব ও বাঙালি সংস্কৃতির উল্টো মেরুতে দাঁড়িয়ে, তার প্রতি শত আঘাতও বাঙালি নারীবাদের নিদ্রাভঙ্গ করতে পারে না।

উপসংহার :

মুসলিম সমাজের আদর্শিক মেরুদণ্ড হ'ল নারী। একটি সুস্থ আদর্শবান সমাজকে স্থিতিশীল রাখার জন্য এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ইসলামী আদর্শের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য একজন নারী 'মা' হিসাবে প্রধান দায়িত্ব পালন করে। নারীর এই ভূমিকাই ইসলামী আদর্শবাদের কাঠামোকে স্ব-স্থানে বহাল রাখে। 'নারী মুক্তি', 'নারী স্বাধীনতা'র চটকদার বুলির আড়ালে সাম্রাজ্যবাদী পক্ষ এবং তাদের স্থানীয় তাঁবেদাররা সর্বদা মুসলিম নারীদের ঘর ও হিজাব-নিকাবের আড়াল থেকে টেনে বের করে নিজ স্বার্থ হাছিল করতে চায়। কিন্তু যখন মুসলিম নারী পর্দাবৃত হয়, তখন সে দখলদারদের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে। বোরক্বা/হিজাব শুধু নারীর ইয্যত-আব্রুরই হেফাযত করে না, বরং এটা সাম্রাজ্যবাদেরও তীব্র প্রত্যাখ্যান বটে। তাই হিজাব বা বোরক্বাবৃত হওয়া কোন সাধারণ বিষয় নয়। এর পেছনে রয়েছে মুসলিম নারীদের সফলতার চিহ্ন ও পরাধীনতার সামনে মাথা নত না করার দ্যোতনা, যা উপনিবেশবাদের রূহকে ক্রমাগত সন্ত্রস্ত করে। অতএব যে কোন মূল্যে মুসলিম নারীর হিজাব-পর্দা বজায় রাখার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা, তৎপরতা অব্যাহত রাখতে হবে। যাতে এই ফরয বিধান বন্ধ না হয় এবং মুসলিম নারীরা হায়েনাদের লোলুপ দৃষ্টির শিকার এবং তাদের খোরাকে পরিণত না হয়। আল্লাহ মুসলিম নারীদের হেফাযত করুন- আমীন!

---

১৩. *মোহাম্মদ আজম, সাংস্কৃতিক রাজনীতি ও বাংলাদেশ (সংহতি প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২২), পৃ. ৩৪।*
১৪. *উদিসা ইসলাম, 'হিজাবের রাজনীতি, হিজাবের সংস্কৃতি', বাংলা ট্রিবিউন, ২৮ মার্চ ২০১৮।*

সূর্যের চারিদিকে গ্রহের সুশৃংখল গঠন

-ইঞ্জিনিয়ার আসীফুল ইসলাম চৌধুরী

আল্লাহ বলেন, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا– ‘তবে কি তারা কুরআন অনুধাবন করে না? যদি এটা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট থেকে আসত, তাহ’লে তারা এর মধ্যে বহু অসঙ্গতি দেখতে পেত’ *(নিসা ৪/৮২)*।

কুরআন নিয়ে গবেষণা করা আল্লাহ্‌র একটি নির্দেশ। এর ফলে আল-কুরআনের বিশুদ্ধতা এবং এর জ্ঞানের গভীরতা পৃথিবীবাসীর নিকট ফুটে উঠবে এবং মানুষ দলে দলে কুরআনের দাওয়াত মেনে নিবে। উক্ত আয়াতের নির্দেশনা অনুযায়ী আমরা ধারাবাহিকভাবে আল-কুরআনে বিজ্ঞানের নিদর্শনসমূহ আমাদের গবেষণার আলোকে প্রকাশ করে যাচ্ছি। তারই ধারাবাহিকতায় আলোচ্য প্রবন্ধে আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে আসমানে বিদ্যমান সূর্য, চন্দ্র এবং গ্রহ অবস্থানের সাথে বিজ্ঞানী কেপলারের গ্রহ সংক্রান্ত সূত্রের বিবরণ, সময় নির্ধারক হিসাবে চন্দ্র এবং সূর্যের উপযোগিতা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

আসমানের সুশৃংখল গঠন এবং বিজ্ঞানী কেপলারের সূত্র :

আল্লাহ বলেন, الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ‘যিনি সাত আসমান সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে। দয়াময়ের সৃষ্টিতে তুমি কোন ত্রুটি দেখতে পাবে না। পুনরায় দৃষ্টি ফিরাও! তুমি কোন ফাটল দেখতে পাও কি?’ *(মুলক ৬৭/৩)*। তিনি আরো বলেন, ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ، ‘অতঃপর তুমি বারবার দৃষ্টি ফিরাও! যা ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকেই ফিরে আসবে’ *(মুলক ৬৭/৪)*।

অন্যত্র তিনি বলেন, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، ‘আমরা দুনিয়ার আকাশকে প্রদীপমালা দিয়ে সুশোভিত করেছি এবং ওগুলিকে শয়তানদের প্রতি নিক্ষেপক বানিয়েছি। আর তাদের জন্য আমরা প্রস্তুত করে রেখেছি প্রচণ্ড আগুনের শাস্তি’ *(মুলক ৬৭/৫)*।

উক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা‘আলা আসমানের সুশৃংখল গঠনের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ আসমানে যা কিছু রয়েছে সেগুলো এমনভাবে স্থাপন করা হয়েছে যে, এতে কোনরূপ খুঁত পাওয়া যাবে না। আসমানে বিদ্যমান নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, ধুমকেতু, উল্কা ইত্যাদি এমনভাবে স্থাপন করা হয়েছে যেন কেউ এদের অবস্থান বা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কোন প্রশ্ন তুলতে না পারে। এখানে আমরা আসমানে এদের সুশৃংখল অবস্থান সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের গবেষণা পেশ করব। ১৬০৯ সালে জার্মান জ্যোতির্বিজ্ঞানী জোহানেস কেপলার গ্রহ সংক্রান্ত তিনটি সূত্র প্রদান করেন।

১ম- কক্ষপথের সূত্র : প্রতিটি গ্রহ সূর্যকে একটি উপবৃত্তাকার পথের উপকেন্দ্রে রেখে আবর্তন করছে।

উপবৃত্তাকার পথ বলতে বুঝায় এমন পথ, যা দেখতে অনেকটা ডিমের মত। উপবৃত্তের দু’টি উপকেন্দ্র রয়েছে, যার একটিতে সূর্যের অবস্থান। এই উপবৃত্তাকার পথে সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর আবর্তনের কারণে পৃথিবীতে ঋতু পরিবর্তন হয়, দিন-রাত ছোট-বড় হয়। আল্লাহ বলেন, إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، ‘নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভু আল্লাহ। যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। অতঃপর আরশে উন্নীত হয়েছেন। তিনি রাত্রি দ্বারা দিবসকে আচ্ছন্ন করেন এমনভাবে যে একে অপরকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে। আর সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি সবই তার হুকুমের অনুগত। মনে রেখ! সৃষ্টি ও আদেশের মালিক কেবল তিনিই। বিশ্বপালক আল্লাহ (শিরক হ’তে) মহাপবিত্র’ *(আ‘রাফ ৭/৫৪)*।

২০ই মার্চের কাছাকাছি দিন-রাতের দৈর্ঘ্য সমান থাকে একে বলা হয়, Vernal Equinoxev March Equinoxev Spring Equinox. আবার সেপ্টেম্বরের ২২ অথবা ২৩ তারিখ দিন-রাতের দৈর্ঘ্য সমান থাকে।

আল্লাহ বলেন, أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَأَنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، ‘তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ রাত্রিকে দিবসের মধ্যে এবং দিবসকে রাত্রির মধ্যে প্রবেশ করান? আর তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে তোমাদের বশীভূত করেছেন। প্রতিটিই নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত চলমান থাকবে। আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে ভালভাবে খবর রাখেন’ *(লুকমান ৩১/২৯)*।

তিনি আরো বলেন, يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ، ‘তিনি রাত্রিকে দিবসের মধ্যে প্রবেশ করান এবং দিবসকে প্রবেশ করান রাত্রির মধ্যে। আর তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে অনুগত করেছেন। প্রতিটিই পরিচালিত হবে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত। তিনিই আল্লাহ। তোমাদের প্রতিপালক। তাঁরই জন্য সকল রাজত্ব। অথচ তাঁকে ছেড়ে তোমরা যাদের আহ্বান কর, তারা তো খেজুরের আঁটির তুচ্ছ খোসারও মালিক নয়’ *(ফাত্বির ৩৫/১৩)*।

উপবৃত্তাকার পথে পৃথিবীর আবর্তন, পৃথিবীর নিজ অক্ষে আবর্তন এবং সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর আবর্তন ঘটানোর মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলা দিন এবং রাতের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি করেন।

২য়- ক্ষেত্রফলের সূত্র : সূর্য ও গ্রহের সংযোগ রেখা সমান সময়ে সমান ক্ষেত্রফল অতিক্রম করে। অর্থাৎ গ্রহ ও সূর্যের সংযোগ রেখা নির্দিষ্ট সময়ে এক অবস্থান হ'তে অন্য অবস্থানে গেলে যে ক্ষেত্রফল উৎপন্ন হয় তা পরবর্তী একই সময়ে একই ক্ষেত্রফল অতিক্রম করে।

৩য়- আবর্তনকালের সূত্র : সূর্যের চারিদিকে গ্রহের আবর্তনকালের বর্গ সূর্য হ'তে গ্রহের গড় দূরত্বের ঘনের সমানুপাতিক।[১] এ বিষয়ে নিম্নে কিছু তথ্য দেওয়া হ'ল :

(১) পৃথিবীর সূর্যের চারিদিকে একবার আবর্তন করতে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা ৯ মিনিট সময় লাগে। (২) মঙ্গল গ্রহের নিজ অক্ষে আবর্তন করতে ২৪ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট সময় লাগে, অর্থাৎ আহ্নিক গতি। আর সূর্যের চারিদিকে মঙ্গলের একবার আবর্তন করতে ৬৮৭ দিন (পৃথিবীর হিসাবে) সময় লাগে অর্থাৎ বার্ষিক গতি। (৩) সূর্য হ'তে পৃথিবীর গড় দূরত্ব ১৫০ মিলিয়ন কিলোমিটার। (৪) সূর্য হ'তে পৃথিবীতে আলো আসতে ৫০০ সেকেন্ড বা ৮ মিনিট ২০ সেকেন্ড সময় লাগে। (৫) পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে উপবৃত্তাকার (মুরগীর ডিমের মত) পথে সেকেন্ডে ৩০০০০ মিটার বেগে ঘুরছে। (৬) একটি উপবৃত্তের দু'টি উপকেন্দ্র থাকে। দু'টি উপকেন্দ্রের যেকোন একটিতে সূর্যকে রেখে পৃথিবী এর চারিদিকে ঘুরছে। প্রতিটি গ্রহ, উপগ্রহ নির্দিষ্ট কক্ষপথে, নির্দিষ্ট আবর্তনকালে সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে।

অর্থাৎ প্রতিটি গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, উল্কাপিন্ড, ধুমকেতু, ছায়াপথ আল্লাহ তা'আলা এমনভাবে স্থাপন করেছেন যে, এদের মধ্যে কোনরূপ খুঁত পাওয়া যাবে না। কারো পক্ষে এমন দাবী করা সম্ভব হবে না যে, আসমানের এই বিন্যাসের চেয়ে আরো উত্তম বিন্যাস করা সম্ভব।

আল্লাহ বলেন, وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، 'তিনি তোমাদের জন্য অনুগত করেছেন রাত্রি, দিন, সূর্য ও চন্দ্রকে। আর নক্ষত্ররাজিও অনুগত তাঁরই হুকুমে। নিশ্চয়ই এর মধ্যে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন সমূহ রয়েছে' *(নাহল ১৬/১২)*।

বোধশক্তি সম্পন্ন জাতি হ'ল তারাই যারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে এবং এই জাতির মধ্যে তারাই আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বোত্তম যারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব এবং প্রদত্ত বিধান আল-কুরআন এবং ছহীহ হাদীছের নিদর্শন দেখতে পেয়ে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে এবং আল্লাহ্‌র বিধানের নিকট মাথা নত করে।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর সৃষ্টির রহস্য অনুধাবন করে তাঁর বিধানের কাছে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণের তাওফীক দান করুন- আমীন!

১. *উচ্চ মাধ্যমিক পদার্থ বিজ্ঞান, ১ম পত্র, ৬ষ্ঠ অধ্যায়।*

দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ও খুচরা ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন : ০১৭৫১-১০৩৯০৪

Bangla Food BD

আস্থা রাখুন শতভাগ খাঁটি পণ্য পাবেন ইনশাআল্লাহ।

আমাদের পণ্য সমূহ

- আম *(মৌসুমি)*
- লিচু *(মৌসুমি)*
- সকল প্রকার খেজুর
- মরিচের গুঁড়া
- হলুদের গুঁড়া
- আখের গুড় (মৌসুমি)
- খেজুরের গুড় (মৌসুমি)
- খাঁটি মধু
- খাঁটি গাওয়া ঘি
- খাঁটি নারিকেল তৈল *(এক্সট্রা ভার্জিন)*
- খাঁটি সরিষার তৈল
- খাঁটি জয়তুনের তৈল
- খাঁটি নারিকেল তৈল
- খাঁটি কালো জিরার তৈল
- নাটোরের কাঁচাগোল্লা ও বগুড়ার দই

যোগাযোগ

facebook.com/banglafoodbd
E-mail : abirrahmanarif@gmail.com
Whatsapp & Imo : 01751-103904
www.banglafoodbd.com

SCAN ME

তাক্বওয়া হজ্জ কাফেলা

মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করাই আমাদের লক্ষ্য

হজ্জ ও ওমরাহ-এর জন্য বুকিং চলছে

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ :

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী হজ্জ ও ওমরাহ সম্পাদন।
- হজ্জে যাওয়ার আগে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- সার্বক্ষণিক গাইড ও দেশীয় খাবারের ব্যবস্থা এবং কাছাকাছি আবাসন ব্যবস্থার নিশ্চয়তা।
- সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে হজ্জ-ওমরাহ পালনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
- হজ্জ-এর প্রাক-নিবন্ধন চলমান
- প্রতি মাসেই ওমরাহ প্যাকেজ

কার্যালয় সমূহ :

প্রধান কার্যালয়	কুড়িগ্রাম অফিস	রাজশাহী অফিস	রংপুর যোগাযোগ
মুছত্বফা সরকার ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাক্বওয়া হজ্জ কাফেলা আল-আমীন ফার্মেসী সেন্ট্রাল রোড, রংপুর। ০১৭৮৮-০৫১২০৮ ০১৩০৯-৭৮৯৮৬০।	পরিচালক মোহরটারী হাফেযিয়া মাদরাসা ও লিল্লাহ বোর্ডিং, গংগারহাট, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম। ০১৫৫২-৪৫৯৭২১	নাদীম বিন সিরাজ সুলতানাবাদ, নিউ মার্কেট, রাজশাহী, ০১৭৫৩-৫০৮৬৫৬। আবুল বাশার নওদাপাড়া, রাজশাহী ০১৭৪২-৮৬৯৮৮৮।	রেযাউল করীম দারুস সুন্নাহ শপ, হাজী লেন, সেন্ট্রাল রোড, রংপুর, ০১৭২২-১৮৫২১৩

ছালাতে অনুপম একাগ্রতা

ছাহাবায়ে কেরাম ছিলেন জান্নাত পিয়াসী মানুষ। জান্নাত লাভের জন্য জীবন বিলিয়ে দিতেও তাঁরা কুণ্ঠিত হ'তেন না। এজন্য জীবন দিয়ে হ'লেও রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ প্রতিপালন করতেন। আর ইসলামের খেদমতে জীবন বাজি রেখে তাঁরা জিহাদে অংশগ্রহণ করতেন। অভিযানে গমনাগমনের পথে ইবাদতের সুযোগ পেলে তাঁরা সে সুযোগ কাজে লাগাতেন। বাড়ীতে কিংবা সফরে যখনই তাঁরা কুরআন তেলাওয়াত করতেন কিংবা ছালাতে দাঁড়াতেন তখন এতটাই একাগ্র হ'তেন যে, অন্য কোন খেয়াল তাদের থাকতো না। এমনকি শরীরে তীর বিদ্ধ হওয়ার মত ঘটনা ঘটলেও তারা ছালাত ছেড়ে দিতেন না বরং হিমাদ্রি শিখরের ন্যায় অবিচল থাকতেন। এ সম্পর্কেই নিম্নোক্ত হাদীছ :

জাবের ইবনু আব্দিল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথী হয়ে যাতুর রিকা' অভিযানে বের হ'লাম। 'যাতুর রিকা' অঞ্চলটি ছিল প্রচুর খেজুর বৃক্ষবিশিষ্ট। জনৈক ছাহাবী এক মুশরিকের স্ত্রীকে বন্দী করেন। অভিযান শেষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন মদীনায় ফেরার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন তখন ঐ মুশরিক ব্যক্তি বাড়ি আসে। মহিলাটিকে বন্দী করার সময় সে বাড়িতে ছিল না। বাড়িতে এসে সে তার স্ত্রী বন্দী হওয়ার ঘটনা শুনতে পায়। তখন সে শপথ করে বলে, ঘটনার প্রতিশোধ হিসাবে সে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ছাহাবীদের মধ্যে কারো না কারো রক্তপাত ঘটাবে। সে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পদচিহ্ন অনুসরণ করে অগ্রসর হয়।

এদিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক জায়গায় এসে যাত্রা বিরতি করেন। ছাহাবীগণের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, কে আছ আজ রাতে আমাদেরকে পাহারা দিবে? সাথে সাথে একজন মুহাজির ও একজন আনছার ছাহাবী বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমরা পাহারা দেব। তিনি নির্দেশ দিয়ে বললেন, তোমরা গিরিপথের প্রবেশদ্বারে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ কর। ছাহাবী দু'জন ছিলেন আম্মার ইবনু ইয়াসির ও আব্বাদ ইবনু বিশর। গিরিপথের প্রবেশদ্বারে গিয়ে আনছার ছাহাবী তার মুহাজির ভাইকে বললেন, আপনি রাতের কোন্ অংশে বিশ্রামের সুযোগ নিবেন আর আমি দায়িত্ব পালন করব? মুহাজির ছাহাবী বললেন, রাতের প্রথম অংশে আপনি আমাকে বিশ্রামের সুযোগ দিবেন। তারপর তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। অতঃপর আনছার ছাহাবী ছালাতে দাঁড়ালেন। উক্ত মুশরিক ব্যক্তি সেখানে এসে ছালাতরত ছাহাবীকে দেখে বুঝে নিয়েছিল যে, এ ব্যক্তি পাহারাদার। সে তাঁকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করলে। তীর তাঁর গায়ে বিদ্ধ হল। তিনি দেহ থেকে তীরটি খুলে ফেলে দেন এবং ছালাতেই দাঁড়িয়ে থাকেন। ঐ ব্যক্তি তাঁকে লক্ষ্য করে দ্বিতীয়বার তীর নিক্ষেপ করল। তীরটি ছাহাবীর দেহে বিদ্ধ হল। এবারও তিনি তীর খুলে পাশে রেখে দিলেন এবং যথারীতি দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করতে থাকলেন। মুশরিক ব্যক্তিটি তাঁকে লক্ষ্য করে তৃতীয়বার তীর নিক্ষেপ করল। সেটি তাঁর শরীরে বিদ্ধ হ'ল। এবারও তিনি তীরটি খুলে পাশে রেখে দেন এবং যথারীতি রুকূ-সিজদা করে ছালাত শেষ করেন।

তারপর তাঁর সাথী আনছার ছাহাবীকে ঘুম থেকে তুলে বললেন, উঠুন, আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি। তাদের দু'জনকে কথা বলতে দেখে মুশরিক ব্যক্তি ধারণা করল যে, তাঁরা তাকে ধরার জন্যে পরামর্শ করছেন। ফলে সে দ্রুত পালিয়ে গেল। যখন আনছার ছাহাবী দেখলেন যে, মুহাজির ছাহাবীর দেহ থেকে রক্ত ঝরছে, তখন তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ! আপনি আমাকে প্রথম তীর বিদ্ধ হওয়ার সাথে সাথে ঘুম থেকে জাগাননি কেন? মুহাজির ছাহাবী বললেন, আমি একটি বিশেষ সূরা পাঠ করছিলাম। সূরাটি শেষ না করে তিলাওয়াত ছেড়ে দিতে আমার মন চায়নি। কিন্তু সে বারবার তীর নিক্ষেপ করছিল। ফলে আমি রুকূ-সিজদার মাধ্যমে ছালাত শেষ করে ফেলি। আল্লাহ্র কসম! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে গিরিপথ পাহারার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তা পালনে ত্রুটি হবার আশঙ্কা না থাকলে আমি ছালাত আদায় করেই যেতাম এবং সূরাটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিলাওয়াত বন্ধ করতাম না। তাতে আমার মৃত্যু হ'লেও কোন পরোয়া ছিল না' *(হাকেম হা/৫৫৭; ছহীহ ইবনে খুযাইমাহ হা/৩৬; দারাকুৎনী হা/৮৬৯; আবু দাউদ হা/১৯৮, সনদ হাসান)*।

শিক্ষা :

১. শত্রুদের আক্রমণ থেকে নিরাপত্তার জন্য পাহারাদার নিযুক্ত করা যায়।
২. দায়িত্বশীল একাধিক হ'লে সময় ভাগ করে নিয়ে পর্যায়ক্রমে দায়িত্ব পালন করা যায়।
৩. দায়িত্ব পালনে ত্রুটি না হ'লে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি নফল ইবাদত করা যায়।
৪. ছালাতরত অবস্থায় শরীর থেকে রক্ত বের হ'লেও ছালাত বিনষ্ট হয় না।
৫. আরবরা এত প্রখর মেধার অধিকারী ছিল যে, পদচিহ্ন দেখে কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির অনুসরণ করতে পারত।
৬. সুযোগ থাকলে সফরেও নফল ছালাত আদায় করা যায়।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে উক্ত হাদীছ অনুযায়ী জীবন গড়ার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

-মুসাম্মাৎ শারমিন আখতার
পিঞ্জরী, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

আল-আমীন ফার্মেসী
সেন্ট্রাল রোড, রংপুর-৫৪০০
হাকীম মুছতফা সরকার
এখানে অ্যাজমা, পাইলস, ডায়াবেটিস, অ্যালার্জি, বাত ব্যথা, বাধক ব্যথা, স্নায়ুবিক ও শারীরিক দুর্বলতা, আইবিএস প্রভৃতি রোগের ইউনানী চিকিৎসা দেওয়া হয়।
রোগী দেখার সময়
বিকাল ৪-৩০ থেকে রাত ১০-টা।
মোবা : ০১৮৬০-৮৪১৫৯৬, ০১৭৮৮-০৫১২০৮ (হোয়াটস অ্যাপ)
অনলাইনে চিকিৎসা প্রদান ও কুরিয়ারযোগে ওষুধ পাঠানো হয়

অমর বাণী

-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ

১. সর্বাধিক হাদীছজ্ঞ ছাহাবী আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর শিষ্য খ্যাতনামা তাবেঈ ওহাব বিন মুনাব্বিহ (রহঃ) বলেন, لَنْ يَبْلُغَ الْعَبْدُ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يَكُونَ فِيهِ عَشْرُ خِصَالٍ 'কোন ব্যক্তি ঈমানের হাকীকত বা মূল বিষয়ে পৌঁছতে পারবে না, যতক্ষণ না তার মধ্যে ১০টি অভ্যাস সৃষ্টি হবে। (১) সর্বদা হেদায়াতের আকাঙ্ক্ষী থাকবে (২) অহংকার হ'তে বিরত থাকবে (৩) ইয্যত পাওয়ার চেয়ে বিনয়ী হওয়াকে অধিক প্রিয় মনে করবে (৪) প্রাচুর্যের চেয়ে দারিদ্র্য অধিক প্রিয় হবে (৫) নিজের অধিক নেকীর কাজকে সর্বদা কম মনে করবে (৬) অন্যের কম নেকীর কাজকে সর্বদা অধিক মনে করবে (৭) কোন প্রার্থীকে মন্দ ধারণা করবে না (৮) জীবনের শেষদিন পর্যন্ত জ্ঞানার্জনে লিপ্ত থাকবে (৯) বেঁচে থাকার মত রূযী অধিকতর প্রিয় হবে উদ্বৃত্ত রূযীর চাইতে (১০) ঘর থেকে বের হয়ে সকলকে নিজের চাইতে উত্তম মনে করবে'।[১]

২. ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ تَعْمَلُ فِي أَمْرَاضِ الْفُؤَادِ مَا يَعْمَلُهُ الْعَسَلُ فِي عِلَلِ الْأَجْسَادِ، 'মধু যেমন শারীরিক রোগ-ব্যাধি থেকে মানুষকে সুস্থ করে তোলে, তেমনি কুরআন তেলাওয়াত অন্তরের রোগের নিরাময় করে'।[২]

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, لَا تَهُذُّوا الْقُرْآنَ هَذَّ الشِّعْرِ، وَلَا تَنْثُرُوهُ نَثْرَ الدَّقَلِ، وَقِفُوْا عِنْدَ عَجَائِبِهِ، وَحَرِّكُوا بِهِ الْقُلُوبَ، وَلَا يَكُنْ هَمُّ أَحَدِكُمْ آخِرَ السُّورَةِ، 'তোমরা কবিতার মতো দ্রুত কুরআন তেলাওয়াত করো না এবং এটাকে নষ্ট খেজুরের মতো ছিটিয়ে দিয়ো না। এর আশ্চর্য বিষয় নিয়ে একটু ভাবো। কুরআন দিয়ে হৃদয়কে একটু নাড়া দাও। (তেলাওয়াতের সময়) সূরা শেষ করাই যেন তোমাদের কারো একমাত্র চিন্তা না হয়'।[৩]

৪. সুফয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেন, يهتف العلم بالعمل فإن أجابه حل وإلا ارتحل، 'ইলম আমলকে কানে কানে আহ্বান জানায়। আমল যদি তার ডাকে সাড়া দেয়, তবে সে উপস্থিত থাকে, অন্যথায় সে (ব্যক্তির কাছ থেকে) প্রস্থান করে'।[৪]

৫. ইউনুস ইবনে ওবাইদ (রহঃ) বলেন, ثَلَاثَةٌ احْفَظُوهُنَّ عَنِّي: لاَ يَدْخُلْ أَحَدُكُم عَلَى سُلْطَانٍ يَقْرَأُ عَلَيْهِ القُرْآنَ، وَلاَ يَخْلُوَنَّ أَحَدُكُم مَعَ امْرَأَةٍ يَقْرَأُ عَلَيْهَا القُرْآنَ، وَلاَ يُمَكِّنْ أَحَدُكُم سَمْعَهُ مِنْ أَصْحَابِ الْأَهْوَاءِ، 'তোমরা আমার কাছ থেকে তিনটি বিষয় শিখে নাও, (১) তোমাদের কেউ যেন কুরআন পাঠ করে শোনানোর উদ্দেশ্যেও রাজদরবারে প্রবেশ না করে। (২) তোমাদের কেউ যেন কুরআন শিখানোর জন্য হ'লেও কোন নারীর সাথে একান্তে মিলিত না হয়। (৩) তোমাদের কেউ যেন প্রবৃত্তিপরায়ণ লোকের কথার দিকে কর্ণপাত না করে'।[৫]

৬. ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, الشيطان أعظم ما يتحكم من الإنسان إذا ملأ بطنه من الطعام، 'শয়তান একজন মানুষের উপর তখনই সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়, যখন সে খাবার দিয়ে তার পেট পূর্ণ করে'।[৬]

৭. আবূ হাফ্ছ (রহঃ) আবূ ওছমান নিশাপুরী (রহঃ)-কে উপদেশ দিয়ে বলেন, إِذَا جَلَسْتَ لِلنَّاسِ فَكُنْ وَاعِظًا لِقَلْبِكَ وَنَفْسِكَ. وَلَا يَغُرَّنَّكَ اجْتِمَاعُهُمْ عَلَيْكَ. فَإِنَّهُمْ يُرَاقِبُونَ ظَاهِرَكَ. وَاللهُ يُرَاقِبُ بَاطِنَكَ، 'যখন তুমি মানুষের সামনে (উপদেশ দেওয়ার জন্য) বসবে, তখন নিজের অন্তর ও নফসকেই উপদেশ দেওয়ার ইচ্ছা করবে। আর তোমার কাছে লোকজনের সমবেত হওয়া যেন তোমাকে ধোঁকায় না ফেলে। কেননা তারা তোমার বাহিরের অবস্থা দেখে, আর আল্লাহ দেখেন তোমার ভেতরের অবস্থা'।[৭]

৮. বকর ইবনে আব্দুল্লাহ মুযানী (রহঃ) বলেন, الْمُسْتَغْنِي بِالدُّنْيَا عَنِ الدُّنْيَا كَالْمُطْفِئِ النَّارَ بِالتِّبْنِ، 'যে ব্যক্তি আখেরাত থেকে বিমুখ হয়ে শুধু দুনিয়াকে নিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হ'তে চায়, সেই তো ঐ ব্যক্তির মতো, যে খড়-কুটো দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে'।[৮]

৯. মালেক ইবনু দীনার (রহঃ) বলেন, مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِنَفْسِهِ فَالْقَلِيلُ مِنْهُ يَكْفِي، وَمَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِحَوَائِجِ النَّاسِ فَحَوَائِجُ النَّاسِ كَثِيرَةٌ، 'যে ব্যক্তি নিজের জন্য ইলম অর্জন করে, তার জন্য অল্প ইলমই যথেষ্ট হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি মানুষের প্রয়োজনের জন্য ইলম শিখে, সে যেন জেনে রাখে, মানুষের প্রয়োজন অফুরন্ত'।[৯]

১০. আব্দুল্লাহ আর-রাযী (রহঃ) বলেন, إِنْ سَرَّكَ أَنْ تَجِدَ حَلَاوَةَ الْعِبَادَةِ وَتَبْلُغَ ذُرْوَةَ سَنَامِهَا؛ فَاجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ شَهَوَاتِ الدُّنْيَا حَائِطًا مِنْ حَدِيدٍ، 'যদি তুমি ইবাদতের স্বাদ আস্বাদন করতে চাও এবং আনুগত্যের উচ্চ শিখরে আরোহণ করে আনন্দিত হ'তে চাও, তবে তোমার এবং পার্থিব কামনা-বাসনার মাঝে লোহার প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দাও'।[১০]

---

১. মুহাম্মাদ বিন ইয়াহ্ইয়া আল-'আদানী, কিতাবুল ঈমান, ১২০ পৃ.।
২. ইবনুল জাওযী, আত-তাবছিরাহ, ১/৭৯।
৩. ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ, ১/৩২৯।
৪. ইবনু কুতায়বা, উয়ূনুল আখবার, ২/১৪০।
৫. যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৬/২৯৩।
৬. ইবনুল ক্বাইয়িম, বাদায়েউল ফাওয়াইদ ২/২৭৩।
৭. ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালিকীন, ২/৬৬।
৮. আহমাদ আদ-দীনওয়ারী, আল-মুজালাসাহ ওয়া জাওয়াহিরুল ইলম, ২/৩৭৮।
৯. ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক্ব, ৫৬/৪৩৩; ইবনু হাম্বল, আয-যুহদ, পৃ. ২৬২।
১০. আল-মুজালাসাহ ও জাওয়াহিরুল ইলম, ৩/৫৩৩।

মধ্যপ্রাচ্যের শহরে-নগরে

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

(শেষ কিস্তি)

পথে কয়েকবার বিশ্রাম নিয়ে ঘণ্টা চারেকের মধ্যে মদীনার কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম। চির প্রশান্তির নগরী মাদীনাতুন্নবীর স্নিগ্ধ পরশে আরো একবার আসার সুযোগ দিলেন আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন। মনটা ভীষণ আলোড়িত হয়ে ওঠে। রবের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মাথা নুয়ে আসে। অশ্রুসজল চোখ ওহোদ পাহাড় ঘেরা মদীনা শহরের অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়ায়। অনুভবের গভীর প্রদেশে যেন শুনতে পাই রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীদের সুদূরাগত পদধ্বনি। ঐ তো দূরে দেখা যায় মসজিদে নববীর তীক্ষ্ণশির মিনার। প্রশান্ত সবুজ গম্বুজ।

আমাদের গাড়ি ভগ্নপ্রায় বাঙালী মার্কেটের দিক থেকে ঘুরে এসে মসজিদে নববীর উত্তরপ্রান্তের 'কারাম আয-যাহাব' হোটেলের সামনে দাঁড়ায়। ভাগ্যক্রমে আল-আমীন মুন্সী পার্কিংও পেয়ে গেল, যা কিনা এখানে দুর্লভ ব্যাপার। ব্যাপক সংস্কার কার্যক্রমের অংশ হিসাবে বাঙালী মার্কেট এলাকা প্রশাসন থেকে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। মক্কার নাক্কাছা বাজারের মত হারিয়ে যেতে বসেছে মদীনার ঐতিহ্যবাহী বাঙালী মার্কেটও। কালের বিবর্তনে একদিন হয়ত কেউ জানবেও না যে এখানে বাঙালী মার্কেট নামে এক রমরমা বাজার ছিল।

রামাযানের প্রথম দশকেই মদীনায় তিল ধারণের ঠাঁই নেই অবস্থা। এক-দেড়শ' রিয়ালের হোটেলকক্ষের ভাড়া ছুঁয়েছে পাঁচশত রিয়াল। তবুও মেলা ভার। আগেই রুম বুকিং দেয়ার পরও চাবি হাতে পেতে বেশ দেরি হয়। রুমে গিয়ে ক্ষণিকের বিশ্রাম নিতে গিয়ে বিপত্তির শুরু। দীর্ঘ সফরের শেষ দিকে এসে হঠাৎ সদলবলে জ্বর, সর্দি-কাশির আগমন। সম্পাদক মহোদয় একদমই কাহিল হয়ে পড়লেন। আমারও বেশ জ্বর এল। মাগরিব পর্যন্ত রুমেই থাকলাম। ইফতারও রুমে হ'ল। মদীনায় এসে হারাম চত্বরে বসে লক্ষ ছায়েমের সাথে ইফতারের সৌভাগ্যটা তাই আজ হাতছাড়া হয়ে গেল। মাগরিব পর রুমে এলেন পশ্চিমবঙ্গের উত্তর-চব্বিশ পরগণা যেলার ঘোড়ারাস সালাফিয়া মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক এবং জমঈয়তে আহলেহাদীছ উত্তর-চব্বিশ পরগণা যেলা সেক্রেটারী মাওলানা আব্দুল হামীদ ফাইযী। তিনি ওমরাহ সফরে ছিলেন। ফেসবুকের কল্যাণে আমাদের আসার খবর পেয়ে দেখা করতে এসেছেন। সাদাসিধে অথচ মুখলিছ ও কর্মতৎপর এই উদীয়মান তরুণ ব্যক্তিত্ব ইতিমধ্যে নিজ কর্মগুণে পশ্চিম বাংলায় সুপরিচিত মুখ হয়ে উঠেছেন। পশ্চিম বাংলায় যখন সালাফী মানহাজের মাদ্রাসাগুলো যোগ্য আলেম ও দক্ষ শিক্ষকের অভাবে ভুগছে, ভাল দাঈ ইলাল্লাহ্‌র খোঁজ পাওয়া দুষ্কর হয়ে উঠছে গোটা রাজ্যে, তখন সেই শূন্যতা পূরণে যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছে ঘোড়ারাস সালাফিয়া মাদ্রাসা। সম্প্রতি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে মু'আদালাও সম্পন্ন হয়েছে।

মাওলানা আব্দুল হামীদ জানালেন তারা শিক্ষা ও দাওয়াতী ময়দানে 'আহেলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-কে অনুসরণ করে এগিয়ে যাচ্ছেন। আমাদেরকে সেখানে সফরের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। আব্বার নানা বাড়ি ঘোড়ারাস। সেখানে তাঁর পুরানো আত্মীয়-স্বজনরা এখনও আছেন। সেই ঘোড়ারাসে এমন একটি মাদ্রাসা হয়েছে-এটা খুব খুশীর সংবাদ। মনে মনে সেখানে সফরের একটা নিয়তও করে ফেললাম। ঘণ্টাখানেক পর তিনি বিদায় নিলেন। পরপরই উপস্থিত হ'ল মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি শিক্ষার্থী ও 'যুবসংঘ' সভাপতি মীযানুর রহমান এবং মা'হাদের ছাত্র হাবীবুর রহমান। তাদের সাথে তারাবীহ আদায় করলাম কোলাহলমুখর মসজিদে নববীর বর্হিচত্বরে।

ছালাতের পর হাবীব নিজের বাড়ি থেকে রান্না করা খাবার নিয়ে হাযির হ'ল অনেক কষ্ট স্বীকার করে। ফিস ফ্রাইসহ বিভিন্ন পদের খাবার। খুব তৃপ্তি সহকারে খেলেও পরিমাণ এত বেশী যে খেয়ে শেষ করা গেল না। আল্লাহ তাঁর মঙ্গল করুন! রাতে পার্শ্ববর্তী হোটেলে গিয়ে আমার শ্বশুর-শাশুড়ীর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তাঁরা ওমরাহ সফরে এসে মক্কা থেকে আজই মদীনায় এলেন। ফলে ভাগ্যক্রমে তাদের সাথে দেখা হয়ে গেল। তাদেরকে প্রয়োজনীয় কেনাকাটা করে দিয়ে আবার হোটেলে ফিরে আসলাম।

ফজরের ছালাতের পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কবর যিয়ারত করলাম। নানা অপ্রয়োজনীয় বিধি-নিষেধের বেড়াজালে অনুভূতিগুলো শুষ্ক হয়ে আসলেও রাসূল (ছাঃ)-এর সরাসরি কবরের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের আবেগ ধরে রাখা কঠিন। দিবা-রাত্রি যার নামে দরূদ পাঠ করা হয়, তাঁর কবরের সামনে দাঁড়িয়ে অনুভূতি হঠাৎ অসাড় হয়ে যায়। কেমন যেন ঘোরলাগা আচ্ছন্নতা জাপটে ধরে। জান্নাতীদের সবচেয়ে আনন্দঘন মুহূর্ত কেন মহান আল্লাহ্‌র দীদারের ক্ষণটি হবে, তা বুঝতে মোটেও বেগ পেতে হয় না।

বিকেলের দিকে সম্পাদক মহোদয়ের জ্বর ছেড়ে গেল। আমরা মসজিদে নববীর চত্বরে ইফতার করতে বসলাম। নানা দেশের নানা বর্ণের মানুষ। ধনী-গরীব ভেদাভেদ নেই। সবাই এক দস্তরখানে। নির্দিষ্ট সময়ে ইফতারের সামগ্রী নির্বিঘ্নে উপস্থিত হচ্ছে। লক্ষ মানুষের আয়োজন। অথচ কোথাও কোন তাড়া নেই। নেই কোন হৈ চৈ। ইফতারের সাথে চা, কফিও বিতরণ করা হচ্ছে খুব সন্তর্পণে। অল্পবয়সী স্বেচ্ছাসেবীদের এমন সুশৃংখল সেবাদান মুগ্ধ না করে পারে না।

ইফতারের পর আমরা মীযানুর রহমানের আহ্বানে বাকী' কবরস্থানের কাছে অবস্থিত মসজিদে নববীর এ্যাডমিন অফিসে গেলাম। সেখানে কয়েকজন ঊর্ধ্বতন দায়িত্বশীলের সাথে সাক্ষাৎ হ'ল। তারা আমাদের উষ্ণ আতিথেয়তা দিলেন। নানা বিষয়ে কথা হ'ল। বাংলাদেশে আসার জন্য আমরা তাঁদেরকে দাওয়াত দিলাম। পরিশেষে কিছু বইপত্র হাদিয়া দিলেন। সেখান থেকে ফিরে তারাবীর ছালাত আদায় করে আমরা হোটেলে ফিরলাম। রাতে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের প্রোগ্রাম। মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ' বিশেষতঃ

সাবেক মারকায ছাত্রদের উদ্যোগে এই আয়োজন। মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় এরিয়ার পিছনে পার্কের মত সুসজ্জিত এক স্থানে আমরা বসলাম। রাত ১২-টার দিকে প্রোগ্রাম শুরু হ'ল। প্রায় দু'ঘন্টা ধরে নানা বিষয়ে মতবিনিময় চলল। তাদের কাছে বিশেষতঃ জ্ঞানার্জনের নৈতিক দিকটা তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। কেননা এখনকার জ্ঞানার্জন হয়ে উঠছে ক্যারিয়ারনির্ভর। চাকুরী বা আর্থিক উপার্জনের বাজারকে সামনে রেখে পড়াশোনা বা ডিগ্রি নেয়ার প্রবণতা আমাদের জ্ঞানার্জনের মূল লক্ষ্য থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। ফলে ডিগ্রিধারী পণ্ডিতের সংখ্যা বাড়ছে বটে; কিন্তু নৈতিক দৃঢ়তা আর আদব-আখলাকের বন্ধন দিনকে দিন শিথিল হয়ে যাচ্ছে। অধিক উপার্জন আর অধিক পাওয়ার নেশা আমাদের এমনই দিকদিশাহীন করে তুলছে যে এর শেষ কোথায়- নিজেরাই জানি না। জানি এসব উপদেশের কোন বস্তুগত মূল্য নেই। তবুও কিছুটা হ'লেও যেন নওজোয়ান প্রজন্মের অন্তরে সচেতনতা জাগ্রত করা যায়, এটাই ছিল প্রচেষ্টা। কেননা পরবর্তী প্রজন্মের ছোট একটা অংশও যদি আদর্শিকভাবে জাগ্রত না হয়, তবে জাতির হাল ধরার মত আপোষহীন, দূরদর্শী ও আত্মমর্যাদাশীল আগামীর রাহবার পাওয়া ভীষণ দুষ্কর হয়ে উঠবে। আল্লাহ আমাদের তরুণদের ঈমান ও আমল হেফাযত করুন- আমীন!

রাত্রি দ্বিপ্রহর গড়ালে সাহারী এল। মেন্যু সঊদী আরবের প্রসিদ্ধ ফুডচেইন রোমানসিয়ার সুস্বাদু বিরিয়ানী। গতরাতের মত আজও মেহমানদারী করল প্রিয় ছোটভাই হাবীব। এই কর্মবীর তরুণের মধ্যে যে স্পৃহা ও চিন্তার গভীরতা দেখেছি, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। যদি সে গন্তব্যপাণে এমন সুদৃঢ় লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে অটুট থাকতে পারে, তবে তার মাধ্যমে আমরা অনেক ভাল কিছুর প্রত্যাশা করতে পারি। আল্লাহ তাকে কবুল করুন- আমীন!

সাহারীর পর উপহার বিনিময় শেষে আমরা ছাত্রভাইদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম। মসজিদে নববীতে ফজরের ছালাত আদায় করে বেলা দশটা পর্যন্ত হোটেলে বিশ্রাম নেয়ার পর মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ'লাম এক বাঙালী ড্রাইভারের সাথে। সঊদীতে চলাচলের জন্য আমরা সাধারণতঃ বাঙালী বা পাকিস্তানী ড্রাইভারদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করি। কারণ আর যাই হোক তাদের একটা আন্তরিকতা টের পাওয়া যায়। বিপরীতে সঊদী বা মিসরীয় ড্রাইভারদের ব্যবহার প্রায়শঃই শুষ্ক ও কাটখোট্টা পেয়েছি। তাড়াহুড়া করা তাদের জন্য মজ্জাগত অভ্যাস। যুল-হুলায়ফা থেকে ইহরামের শুভ্র পোষাক পরার সৌভাগ্য হ'ল। আল্লাহ্র ঘরের মেহমানের চেয়ে সম্মানজনক পরিচয় আর কী হ'তে পারে! পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের পুনরাবৃত্তি যেমন প্রতিবারই হৃদয়ে নতুন ভাবাবেগ জাগায়, তেমনি কা'বার পথের যাত্রীর পরিচয়ও প্রতিবার নতুন আবেগে উদ্বেলিত করে। এই আবেগ কখনই যেন পুরোনো হওয়ার নয়।

বৃষ্টির ছোঁয়া পেয়ে মদীনা-মক্কার পাহাড়গুলো চমৎকার রূপ ধারণ করেছে। পাথুরে পাহাড়ের বুক ছেদ করে বেরিয়ে এসেছে সবুজ নব কিশলয়। কুরআনের ভাষ্যটা হঠাৎ মনে হয়। পাথরের মধ্যে এমনও পাথর আছে যা ভেদ করে পানির নহর প্রবাহিত হয়। কিন্তু মানুষের মধ্যে এমন কিছু মানুষ আছে, যাদের অন্তর পাথরের মত শক্ত কিংবা তার চাইতেও বেশী। তাদের অন্তরে নেই করুণার আলোড়ন, নেই বিবেকের মাঝে স্নীগ্ধতার সমীরণ। মানুষকে বিপদে-দুর্দশায় কাঁদে না যাদের হৃদয়। পাশবিক নিষ্ঠুরতায় আপন ক্ষমতাবল আর স্বার্থ চরিতার্থই তাদের মূল ভাবনা। আল্লাহ তাদের হেদায়াত করুন। স্বীয় রহমতের সুমিষ্ট বারিধারায় তাদের হৃদয়জগত পরিচ্ছন্ন করুন- আমীন!

আছরের পরপরই আমরা পৌঁছে যাই বিশ্বজাহানের সর্বপ্রাচীন বৈশ্বিক মিলনকেন্দ্র পবিত্র মক্কাতুল মুকাররমায়। হিজরা রোডের এক হোটেলে কাযী হারূণ চাচা ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। ইফতার পর্যন্ত বিশ্রাম নিয়ে মাগরিবের ছালাতের পর ওমরাহর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ'লাম। আজ ২৭শে মার্চ। রামাযানের কেবল ৪র্থ দিন। তবুও প্রচুর ভিড়। রামাযানের শেষ দশক আসতে আসতে যে তিল ধারণেরও ঠাঁই থাকবে না, তা অনুমান করা যায়। হারাম চত্বরে উন্মুক্ত আকাশের নীচে তারাবীর ছালাত আদায় করলাম। করোনার সময় থেকে তারাবী ১০ রাক'আত পড়া হচ্ছে। শায়খ ইয়াসির আদ-দাওসারী, শায়খ আব্দুল্লাহ আল-জুহানী, শায়খ বান্দার বালীলার দরাজ কণ্ঠের তেলাওয়াত মক্কার আকাশ-বাতাসে ভেসে ভেসে অন্তরের গভীর প্রদেশে যেন ঘুরে ফিরল। অপেক্ষায় ছিলাম কিংবদন্তী ক্বারী শায়খ আব্দুর রহমান আস-সুদাইসের। তিনি এলেন না। গত তিন বারের সফরেও তাঁর অপেক্ষায় ছিলাম। একবার মাত্র পেয়েছিলাম মাগরিবের ছালাতে। তারপর অপেক্ষার প্রহর আর ফুরোয় না। ভয় হয় শায়খ সঊদ আশ-শুরাইমের মত হঠাৎ তাঁকেও আবার হারাতে হয় কি-না। আল্লাহ হেফাযত করুন- আমীন!

তারাবীর পর কা'বা চত্বরে প্রবেশ করলাম ওমরার জন্য। প্রায় ঘন্টাখানিকের মধ্যে তাওয়াফ শেষ হ'ল। ইতিমধ্যে আমরা দুই দলে ভাগ হয়ে গেছি। সম্পাদক মহোদয়, 'যুবসংঘ' সভাপতি; আমি ও মুজাহিদ ভাই। কা'বার সামনে দাঁড়িয়ে তাওয়াফের এই মনোমুগ্ধকর অনুভূতি নতুন করে বর্ণনার কিছু নেই। এতটুকুই বলতে পারি, কা'বায় আসলে সত্যিকার অর্থেই আপনজনকে ফিরে পাওয়া পরম ভালাবাসা অনুরণিত হয়। কা'বা ঘর, কা'বার গিলাফ, কা'বার দরজার নীচে মুলতাযাম ছুঁয়ে থাকার সময়গুলোতে কেবল সেই ভাললাগার প্রবল অনুভূতিই আচ্ছন্ন করে রাখে। কোনভাবে ফিরতে মন চায় না। দু'রাক'আত ছালাত পড়ে অনেকক্ষণ কা'বাকে সামনে রেখে বসে থাকি। উঠতেই মন চায় না। গতবার হজ্জে বিদায়ী তাওয়াফ শেষ করে যে বিচ্ছেদের বেদনা অনুভূত হয়েছে, তাতে মনে হচ্ছিল এ বেদনা স্বজনহারার বেদনার চেয়ে কম নয়। তখন অনেকের চোখেই দেখেছিলাম বেদনাশ্রু। বের হ'তে হ'তে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কা'বা যতক্ষণ নযরে আসে, আবেগাপ্লুত হয়ে বার বার সেদিকে তাকাচ্ছেন তারা। পরে আবিষ্কার করলাম আমিও যে তাদের দলে।

দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, করোনার পর থেকে এখন আর ওমরা ছাড়া কেউ মাতাফে নফল তাওয়াফ করতে পারে না। মসজিদের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ তলায় করতে হয়। আবার সেখানেও এমনভাবে ব্যারিকেড দেয়া যে, মনভরে কা'বা দেখারও সুযোগ পাওয়া যায় না। জানি না আবার কবে স্বাভাবিকভাবে ইচ্ছামত তাওয়াফের সুযোগ মিলবে। আল্লাহ কবুল করুন-আমীন! শুধু তা-ই নয়, হারামে পুলিশের ব্যাপক উপস্থিতি, অপ্রয়োজনীয় কঠোর নিয়ম-কানূন, যখন-তখন হারামের প্রবেশমুখগুলো বন্ধ করা, মুছল্লীদের প্রতি পুলিশের আগ্রাসী ও অমানবিক আচরণ হারামের স্বাভাবিক আবেগের চিত্র আর স্বতঃস্ফূর্ততাকে যথেষ্ট ম্লান করেছে। দৃশ্যগুলো সত্যিই কষ্টের। আইনের ঊর্ধ্বে যে মানবতার স্থান, তা তো এই যান্ত্রিক যুগে এমনিতেই অচল কথা; তবুও হারামের মত 'বালাদান আমেনা' তথা নিরাপত্তার শহরে এসে এই দৃশ্য মোটেও কাম্য ছিল না। যাহোক যমযম পানি পান করে আবার রওয়ানা হ'লাম সাঈ'র উদ্দেশ্যে। সাঈ শেষ হবে এমন সময় হঠাৎ সম্পাদক মহোদয়দেরকে খুঁজে পেলাম। তারপর বাকী কাজ সারতে রাত ৩-টা বেজে গেল। হোটেলে ফিরে গোসল সেরে সাহারী করলাম। ফজরের ছালাতের পর ক্লান্ত শরীরে শুয়ে পড়লাম।

***

পরদিন ২৮শে মার্চ যোহরের ছালাতের পর তায়েফের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ'লাম। পাহাড়ী পথ মাড়িয়ে সুন্দর এই সবুজালয়ে পৌঁছাতে আছর হয়ে গেল। শহরের এক প্রান্তে ছানাইয়া এলাকায় দ্বীনী ভাইদের সাথে প্রোগ্রাম ছিল। জনাব সাইফুল ইসলাম (চাঁদপুর) এবং খোরশেদ আলম (কুমিল্লা) ভাইয়ের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় তায়েফে অবস্থানরত দ্বীনী ভাইয়েরা প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। ইফতার ও রাতের খাবার সেরে আমরা আবার মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলাম। তারাবীর ছালাত ধরলাম হারামে। তাওয়াফ সেরে শেষ রাতে সাফা টাওয়ারে সাহারী সারলাম দ্বীনী ভাইদের সাথে। ফজরের ছালাত শেষে হোটেলে ফিরলাম। মুজাহিদ ভাই আজ দুবাই ফিরে যাবেন। কিছু কেনাকাটা সেরে তিনি জেদ্দার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলেন। আমরা দিনের বেলা কিছু কেনাকাটা সেরে এবং দ্বীনী ভাইদের সাথে সাক্ষাৎ করে রিয়াদের উদ্দেশ্যে রওয়ানার প্রস্তুতি নিলাম। আজ ইফতার করলাম হারামের ছাদে। ইফতারের কিছুক্ষণ পূর্ব পর্যন্ত স্বেচ্ছাসেবকদের কোন তৎপরতা না দেখে ভাবলাম পানি খেয়েই বোধ হয় ইফতার সারতে হবে। ইফতারের দশ মিনিট বাকী নেই, ঠিক এমন সময় কিছু স্বেচ্ছাসেবকের দেখা মিলল। মদীনার মত সেই একই দৃশ্য। কোন তাড়াহুড়া ছাড়াই নির্বিঘ্নে সময়মত ইফতার সামগ্রী বণ্টন হয়ে গেল।

তারাবীর পর আমরা মিসফালাহ কুবরীর নীচ থেকে গাড়িতে উঠলাম রিয়াদের উদ্দেশ্যে। ততক্ষণে রাত ১২-টা বেজে গেছে। ড্রাইভার অল্প বয়সী খুব আন্তরিক এক বাঙালী যুবক। অতি শীঘ্রই বিয়ের পিঁড়িতে বসবে বলে অপেক্ষার তর সইছে না তার। দেশে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তার আনন্দমাখা অনুভূতি আমাদেরও ছুঁয়ে যায়। মক্কা শহর পার হ'লে গতির ঝড় ওঠে গাড়িতে। মক্কা থেকে রিয়াদ প্রায় সাড়ে আটশ' কি. মি. দীর্ঘ রাস্তা। সময় লাগে প্রায় ১০ ঘণ্টা। রাতের সঊদী আরব কেবলই গভীর আঁধারময়। কোথাও আলো নেই। কোন দোকানপাটও চোখে পড়ে না। তবুও গল্পে গল্পে চমৎকার সময় কাটলো। মাঝে এক ফুয়েল স্টেশনে সাহারী করে নিলাম। শেষ বেলায় খাবার প্রায় ফুরিয়ে গেছে। শুধু খাবছা পাওয়া গেল। তাতেই মনটা ভরে গেল। এত অসাধারণ খাবছা সঊদীতে এসে কমই খাওয়া হয়েছে। যদিও পাঁচ বছর আগে মক্কার নাক্কাছা বাজারের রোহিঙ্গা হোটেলে খাওয়া সেই খাবছার স্বাদ আজও ভুলতে পারি না।

পরদিন ৩১শে মার্চ ভোরের আলো ফোটার পর দীর্ঘক্ষণ কোন ফুয়েল স্টেশন না পেয়ে আমরা রাস্তার পার্শ্বে মরুভূমির উপরই গামছা বিছিয়ে ছালাত আদায় করলাম। ঠাণ্ডা বাতাসে দাঁতে দাঁত লেগে যায়। তবুও এক প্রশান্তির ছালাত আদায় করার সৌভাগ্য হ'ল আলহামদুলিল্লাহ। গাড়ি আবার অগ্রসর হয়। দীর্ঘ পথে পরিচিত কোন শহরের দেখা মেলে না। চারিদিকে শুধু মরুভূমি আর মরুভূমি। রিয়াদের কাছাকাছি পৌঁছানোর পর হঠাৎই দৃষ্টপটে ছন্দপতন ঘটে। দিগন্ত রেখায় গ্রাণ্ড ক্যানিয়নের মত লাল পাহাড়ের সারি। রিয়াদ থেকে প্রায় ১০০ কি. মি. উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত তুওয়াইক পর্বতের অন্তর্গত জাবালে ফিহরাইন নামক এই অঞ্চলটি মধ্যআরবে নজদের প্রবেশমুখ। এটি সঊদী আরবের অন্যতম প্রাকৃতিক বিস্ময় হিসাবে গণ্য করা হয়। ইংরেজীতে বলে The Edge of the World। প্রাচীন আরব উপদ্বীপ থেকে ইয়েমেন ও পারস্য যাওয়ার পথ ছিল এই গিরিপথ। বর্তমানে এই হাযার মিটার উচ্চতার পাহাড়টি রিয়াদের অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ পর্যটন স্পট। সূর্যাস্তের সময় পাহাড়ের ছাদে বহু মানুষ জমা হয়। সান্ধ্য সূর্যের আলোকচ্ছটায় সেসময় অপরূপ দৃশ্যপট ধারণ করে আরবের এই গ্রান্ড ক্যানিয়ন উপত্যাকা।

গিরিখাত অতিক্রম করে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা রিয়াদ শহরে প্রবেশ করলাম। বেলা ১০-টার দিকে গতবারের অবস্থানস্থল মালাযের এক হোটেলে পৌঁছাতে 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব রিয়াযুল ইসলাম মধু ভাই আমাদের স্বাগত জানালেন। আছর পর্যন্ত রেস্ট নিয়ে আমরা আবার রওয়ানা হ'লাম হাই আশ-শিফার দিকে। সেখানে আত-তাহরীক পাঠক ফোরাম সঊদী আরব শাখার উদ্যোগে ক্বাছর আল-আমরী অডিটোরিয়ামে এক বিরাট ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে। প্রায় পাঁচ শতাধিক লোকের আয়োজন, যেখানে রিয়াদের বিশিষ্ট সুধীজনরাসহ 'আন্দোলন'-এর দায়িত্বশীল, কর্মী এবং পর্দার আড়ালে মহিলারাও অংশগ্রহণ করেন। চমৎকার এই আয়োজন শেষে তারাবীর পর আমরা 'আন্দোলন'-এর হারা শাখা কার্যালয়ে এক দায়িত্বশীল মতবিনিময় বৈঠকে যোগদান করলাম। রিয়াদের বিভিন্ন শাখা থেকে দায়িত্বশীলগণ একত্রিত হ'লেন। কিভাবে দ্বীনের বিশুদ্ধ দাওয়াতকে মানুষের দুয়ারে পৌঁছানো যায় এটাই সবার ফিকির। সেই ফিকির তাদেরকে বিদেশের

মাটিতে বসেও দ্বীনের জন্য সময় ব্যয় করা থেকে বিরত রাখতে পারেনি। আল্লাহ তাদের উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন! বলা বাহুল্য, হারা, বাথা এলাকাগুলো অনেকটা বাঙ্গালীদের দখলে। রিয়াদের গুলিস্তান নামে পরিচিত এই হারা মূলতঃ হাইউল অযারাত-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। যার অর্থ মন্ত্রণালয় পাড়া। রিয়াদের মধ্যস্থলে এই এলাকাটি এখন বাঙালী ও পাকিস্তানী শ্রমিকদের আবাসস্থলে পরিণত হয়েছে।

হারাতে প্রোগ্রাম সেরে মধ্যরাতে পশ্চিম রিয়াদের ছানাইয়া আছেমা শাখার দাওয়াতে যোগদানের জন্য রওয়ানা হ'লাম। গন্তব্য আবুল হোসাইন ভাইয়ের 'ইমতিয়ায ওয়ার্কশপ' কাম সাংগঠনিক অফিস। রিয়াদের 'আন্দোলন'-এর সবচেয়ে শক্তিশালী শাখা এটি। আবুল হোসাইন ভাই, মুনীর ভাইয়ের মত নিবেদিতপ্রাণ ও কর্মতৎপর ভাইদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এখানকার কর্মীরা নিয়মিত দাওয়াতী প্রোগ্রাম করে থাকেন। সাহারীর জন্য তারা যে বিশাল আয়োজন করেছেন তা অকল্পনীয়। জনা বিশেক মানুষের জন্য বড় বড় কয়েকটা ডিশ হাযির। খাসীর রান ও সীনার আস্ত রোস্টসহ বিভিন্ন পদের এই আয়োজন করতে তাদের কত সময় ও অর্থ ব্যয় হয়েছে, তা আল্লাহই জানেন। আমাদের সকল অনুযোগভরা মন্তব্য উবে গেল তাদের আন্তরিক ভালবাসাপূর্ণ সুমিষ্ট বার্তায়- আপনারা কেন্দ্র থেকে এসেছেন, এটুকু না করে পারি! আল্লাহ তাদের চেহারাগুলো দুনিয়া ও আখেরাতে সর্বদা উজ্জ্বল রাখুন। কাল হাশরের ময়দানে আমাদের সবাইকে জান্নাতে একত্রিত হওয়ার সৌভাগ্য দান করুন। আমীন!

***

পরদিন ১লা এপ্রিল'২৩। দেখতে দেখতে আমাদের সফর প্রায় শেষ লগ্নে চলে এসেছে। আগামীকাল দেশের পথে যাত্রা। সাহারীর পর হোটেলে দীর্ঘ বিশ্রাম নিয়ে দুপুরের পর বের হ'লাম মধু ভাইয়ের গাড়িতে। সুবিশাল রিয়াদ শহরের উত্তরাঞ্চল ঘুরতে নিয়ে গেলেন তিনি আজ। গন্তব্য সমকালীন পৃথিবীতে ইসলামের বিশুদ্ধ রূপ পুনরুদ্ধারে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব (রহ.)-এর স্মৃতি বিজড়িত হুরায়মিলা নগরী। পথিমধ্যে বিখ্যাত কিং সঊদ বিশ্ববিদ্যালয় বাইরে থেকে দেখা হল। রিয়াদের এই দিকটা তেমন জনবহুল নয়। যদিও নতুন নতুন আবাসিক ও উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে সম্প্রতি। পথে হাই হিত্তীন জামে মসজিদে আছরের ছালাত আদায় করলাম। প্রথমে ভাবলাম সেই ক্রুসেডের চূড়ান্ত যুদ্ধস্থল হিট্টিন নাকি? পরে খেয়াল হ'ল ফিলিস্তীনের সেই হিট্টিন এখানে কেন আসবে? হয়ত সেই শহরের নামেই এর নামকরণ। আমরা শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাবের স্মৃতিবিজড়িত আধুনিক সঊদী আরবের কেন্দ্রভূমি উয়ায়না, দিরঈয়াহ প্রভৃতি প্রাচীন নগরী অতিক্রম করলাম। প্রায় ৯০ কি. মি. পথ পাড়ি দিয়ে হুরায়মিলা শহরে পৌঁছলাম বিকাল ৪টার দিকে। উয়ায়নায় শায়খের জন্মস্থল হ'লেও হুরায়মিলাই ছিল তাঁর আন্দোলনের মূলকেন্দ্র। এখানেই তিনি তাঁর দাওয়াতী কার্যক্রম প্রথম শুরু করেন। আজ থেকে তিন শত বছর পূর্বে ১৭২৬ থেকে ১৭৩৯ সাল পর্যন্ত একটানা ১৫ বছর তিনি এই অঞ্চলে কাটান। ভারত উপমহাদেশের খ্যাতনামা বিদ্বান আল্লামা হায়াত সিন্ধী (মৃ. ১৭৫০খৃ.)-এর কাছে শিরক-বিদ'আত এবং তাক্বলীদের বিরুদ্ধে দীক্ষা নিয়ে যে ময়দানী আন্দোলন তিনি শুরু করেছিলেন, এক সাগরসম বাধা-বিপত্তি, ত্যাগ-তিতিক্ষা আর যুদ্ধ-বিগ্রহ ঠেলে আরবের বুকে যে নতুন দিনের বার্তা নিয়ে এসেছিলেন, তা-ই পূর্ণতা লাভ করে একসময় সমগ্র আরব ভুখণ্ডকে শিরক-বিদআ'ত থেকে পবিত্র করেছে। আধুনিক বিশ্বে মুসলিম সমাজে যত সংস্কার আন্দোলন চলমান রয়েছে, তার পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছে মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাবের এই মহান আন্দোলন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইতিহাসের এই মহানায়কের উপর রহম করুন এবং তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউসের অধিকারী করুন। আমীন!

হুরায়মিলাতে এখন বিশেষ কিছু দেখার নেই। শায়খের স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে তাঁর যে বাড়িঘর ছিল, তাও সরিয়ে ফেলা হয়েছে। একবার সঊদী সরকার সংরক্ষণের উদ্যোগ নিলে শায়খ বিন বাযের পরামর্শে তা প্রত্যাহার করা হয়। কবর-মাযারকেন্দ্রিক বিদ'আতের বিরুদ্ধে ছিল যার আজীবন সংগ্রাম, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর জন্য বিশেষ স্মরণগাহ তৈরী হোক, সেটা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন চাননি। শান্ত শহরটির একপ্রান্তে অবশ্য হুরায়মিলা ন্যাশনাল পার্ক গড়ে তোলা হয়েছে, যেখানে বিশাল এলাকা জুড়ে সবুজায়ন কার্যক্রম চলমান। দূর-দূরান্ত থেকে পর্যটকরা মরুর বুকে এই সবুজ জঙ্গলের সমারোহ দেখতে আসেন। আমরা কিছুক্ষণ সেখানে অবস্থান করে ফিরতি পথ ধরি। পথিমধ্যে দিরঈয়াহ শহরের জুবাইলিয়া গ্রামে উপস্থিত হ'লাম। রিয়াদ থেকে প্রায় ৩০ কি. মি. দূরে এর অবস্থান। এখানে একটি কবরস্থান প্রাচীর দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে, যার অভ্যন্তরে রয়েছে ভণ্ড নবী মুসায়লামার বিরুদ্ধে পরিচালিত ইয়ামামার যুদ্ধে নিহত অনেক ছাহাবীর কবর। বিশেষ করে উমার (রা.)-এর ভ্রাতা যায়েদ বিন খাত্তাব (রা.)-এর কবরও এখানে বর্তমান, যার উপর একসময় গম্বুজ নির্মাণ করা হয়েছিল। ধর্মসংস্কার আন্দোলনের এক পর্যায়ে মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব (রহ.) তাঁর সাথীদের নিয়ে সেই গম্বুজ ভেঙ্গে ফেলেন। এই কবরস্থানে আরো প্রায় ১৩০০ ছাহাবীর কবর রয়েছে। ফলে বাকী গোরস্থানের পর এটিই ছাহাবীদের সবচেয়ে বড় কবরস্থান হিসাবে পরিগণিত।

মাগরিবের সময় ঘনিয়ে আসছে। আমরা রিয়াদের পথ ধরি। ছানাইয়া ক্বাদীমায় আত-তাহরীক পাঠক ফোরাম, রিয়াদের সম্মানিত সেক্রেটারী জনাব মীযানুর রহমানের বাসায় ইফতারের দাওয়াত। সেখানে 'আন্দোলন' সভাপতি শায়খ মুশফিকুর রহমান মাদানী, সাধারণ সম্পাদক শায়খ আব্দুল হাই মাদানীসহ অন্যান্য দ্বীনী ভাইরা উপস্থিত হ'লেন। মীযান ভাই নিজের হাতেই ইফতার বানিয়েছেন মাশাআল্লাহ।

ইফতারের পর রিয়াদের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী মসজিদ আল-রাজেহী জামে মসজিদে এশা ও তারাবীর ছালাত আদায়ের জন্য গেলাম আলী হায়দার ভাইয়ের গাড়িতে। সঊদী আরবের অন্যান্য মসজিদের মতই চমৎকার ব্যবস্থাপনা। খুব ভাল লাগল।

ছালাত শেষে আমরা বাথা বাজারে এসে কিছু কেনাকাটা সেরে আর যিয়াউদ্দীন বাবলু ভাইয়ের আনা সুপ্রসিদ্ধ আল-বাইক ফুডচেইনের ফিশ ফ্রাই খেয়ে আবার ছানাইয়া কাদীমার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলাম। সেখানে ফুড হাউস নামে এক রেস্টুরেন্টে আমাদের এই সফরের শেষ সাংগঠনিক প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়েছে। সঊদী আরব 'আন্দোলন'-এর মূল দায়িত্বশীলরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কিভাবে 'আন্দোলন'-এর কার্যক্রমকে সঊদী আরবে অগ্রসর করা যায়, সে বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা ও মতবিনিময় হ'ল বৈঠকে। আলহামদুলিল্লাহ প্রবাসে সীমিত সুযোগ ও সামর্থের মধ্য দিয়েও তাঁরা যে সাধ্যমত দ্বীনী দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন, সেজন্য কেন্দ্রের পক্ষ থেকে আমরা আন্তরিক মোবারকবাদ জানালাম। বর্তমানে আহলেহাদীছ আক্বীদা ও মানহাজের প্রচার-প্রসারে মিডিয়ার ভূমিকা যেমন উল্লেখযোগ্য, তেমনি প্রবাসী ভাইদের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য প্রবাসী সাংগঠনিক শাখাগুলোকে আরো বেশী শক্তিশালী করা এবং দক্ষ কর্মী ও জনশক্তি গড়ে তোলার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করে বৈঠক শেষ হ'ল। বৈঠক শেষে সাহারীর আয়োজন। ব্যক্তিগতভাবে আতিথেয়তা করলেন ছানাইয়া ক্বাদীমাহ শাখা দায়িত্বশীল, মালিবাগ চৌধুরীপাড়া, ঢাকার মাসঊদ আলম ভাই। আব্বার ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পড়ার মাধ্যমে তিনি হেদায়াত পেয়েছেন বলে আমাদের প্রতি তাঁর বিশেষ আবেগ। আর সে কারণেই বোধহয় এবারের মধ্যপ্রাচ্য সফরের শেষ লগ্নে আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় আতিথেয়তার আয়োজনটা করলেন তিনি। সুবহানাল্লাহ! বাংলাদেশী, ইণ্ডিয়ান, তুর্কি, সঊদী কত ধরণের খাবারের আয়োজন! আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন!

***

পরদিন দুপুরে বাথা বাজার থেকে আরো কিছু কেনাকাটা সেরে প্রস্তুতি নিয়ে ফেললাম। রাত দশটায় ফ্লাইট। সিলেটের আলী হায়দার ভাইয়ের বাসায় শেষদিন ইফতারের দাওয়াত। সেখানে সংগঠনের বেশ কিছু ভাই হাযির হয়েছেন বিদায় জানাতে। ইফতারের পর আমরা রওয়ানা হ'লাম এয়ারপোর্টের পথে। আলী হায়দার ভাই, আল-ইমরান ভাই ও আবুল হোসাইন ভাই আমাদের সঙ্গী হ'লেন। আলী হায়দার ভাই এমন একজন মানুষ যার অব্যক্ত ভালোবাসা হৃদয় দিয়ে অনুভব করা যায়। সোজাসাপ্টা হক্ব কথা বলা এই মানুষটা নেপথ্যে থেকে কাজ করতে ভালোবাসেন। তাঁর মাধ্যমে আত-তাহরীক, ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) কত মানুষের কাছে পৌঁছেছে, তার ইয়ত্তা নেই। ইমরান ভাইয়ের মত কিছুটা অভিমানীও তিনি। যার অন্তরে ভালোবাসার গভীরতা বেশী, তার অভিমানটাও একটু বেশী থাকবে-এটাই বোধহয় জগতের নিয়ম। আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন। আমীন!

রিয়াদ শহর থেকে বেশ দূরে কিং খালেদ এয়ারপোর্ট। ভিতরে প্রবেশ করে আনুষ্ঠানিকতা সারতে বেশী সময় লাগে না। ঢাকা এয়ারপোর্টের মত এত চেকিং-এর সম্মুখীন হ'তে হয় না। ওযনের অতিরিক্ত বইগুলো হাতে বহন করছিলাম। দায়িত্বশীল অফিসার খুব ভদ্রভাবে হাসি দিয়ে নির্বিঘ্নে পার করে দিলেন। বিদায় মানেই বেদনা। একদিকে দেশে ফেরার আনন্দ অন্যদিকে প্রিয় সাথীদের অশ্রুসজল বিমর্ষ চেহারাগুলোর হাতছানি- এই অম্লমধুর অভিজ্ঞতা দুনিয়াবী জীবনের এক অবশ্যম্ভবী নিয়তি। ছোট্ট জীবনে বার বার আমাদের যেতে হয় এই ভালোবাসা-বেদনার বিভ্রমের মধ্য দিয়ে। এসব ভাবতে ভাবতেই উড়োজাহায উড়াল দেয় দেশের পথে। পরদিন ভোরে কলম্বোর বন্দরনায়েকে এয়ারপোর্টে যাত্রাবিরতি হয় ঘন্টাদুয়েক। তারপর ঢাকায় এসে পৌঁছায় দুপুর নাগাদ। এভাবেই শেষ হয় আমাদের ২০ দিনের মধ্যপ্রাচ্য সফর।

এই সফরে মধ্যপ্রাচ্যের ১২টি বড় শহরসহ দেখা হয়েছে অনেক মফস্বল শহর, গ্রাম, পল্লী। অতিক্রম করা হয়েছে কত পাহাড়, মরুভূমি, সমুদ্র, নদী। জীবনের অভিজ্ঞতার ভান্ডারে সঞ্চিত হয়েছে বহু নতুন পর্ব। উন্মোচিত হয়েছে হাযারো অদেখাকে দেখার, অজানাকে জানার দুয়ার। ঋদ্ধ হয়েছি দ্বীনী ভাইদের তুলনারহিত ভালোবাসার পরশে, যে ভালোবাসার প্রতিদান আরশের মালিক ছাড়া কেউ দিতে পারবে না। সড়কপথে ভ্রমণ করার সুযোগ হয়েছে এমন এক দেশের পূর্ব থেকে পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত সুদীর্ঘ প্রায় ১৬০০ কি.মি. রাস্তা, যে দেশের প্রতিটি বালুকণায় মিশে আছে উম্মতের শ্রেষ্ঠ মানুষদের পদচিহ্ন। এ সফর জীবনের খাতায় এক অমলিন অধ্যায় হিসাবে থেকে যাবে। জানার ও শেখার যে কোন শেষ নেই, তা এই সফর আমাদের গভীরভাবে শিখিয়েছে। আল্লাহর উপর ভরসা রাখলে কিভাবে তিনি সাহায্য করেন, তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়েছে। পূর্বকালে বিদ্বানদের জ্ঞানার্জনের অন্যতম মাধ্যম কেন ছিল বিশ্বসফর, তা অনুভব করেছি প্রতিটি পরতে পরতে। ভবিষ্যতে আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখলে হয়ত আবারো কখনও মধ্যপ্রাচ্যের বাকি দেশগুলো সফরের সুযোগ হবে, তবে পথপ্রদর্শক থাকবে এবারের এই সফর। আল্লাহ যেন আমাদের এই দাওয়াতী সফরকে কবুল করে নেন। এই সফরে যত মানুষের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে, যতজনের কাছে দাওয়াত পৌঁছানোর সুযোগ হয়েছে, তাদের কোন একজনকেও যদি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর দ্বীনের জন্য কবুল করে নেন, সেটাই হবে আমাদের স্বার্থকতা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে তাঁর সুমহান দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন। আমাদেরকে সুদৃঢ় ঈমানের অধিকারী করুন। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে কেবল তাঁরই বারগাহে আত্মসমর্পণের অনুভূতি জাগ্রত রাখুন। আমাদেরকে পরিপূর্ণ মুসলিম হিসাবে মৃত্যু দান করুন। আমীন, ছুম্মা আমীন!

কবিতা

নয়া বীর

সারোয়ার মিছবাহ (কুল্লিয়া ৩য় বর্ষ),
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

মযলূমের বিজয় হবেই, এখনো আছিস মুহ্যমান
জানিস কখন জন্ম নিল দিগ্বিজয়ী নওজোয়ান?
পাথর কেটে তৈরি করা বক্ষে যাহার নেইকো ভয়
দেখতে মানব সুন্দর সে, বুকে তাহার হায়ানা রয়।
সরল লাজুক দৃষ্টিতে তার লুকিয়ে থাকে অগ্নিবাণ
যৌবনে তার যায় বয়ে ঐ উষ্ণ লহুর ঝড়-তুফান।
গরীব হয়েও বাদশাহ সে, হোক বেশভূষা তার নিম্নতর
জীর্ণ দেহেই বসত যদি করে মহা শক্তিধর,
কি দোষ হবে বল না তবে, বিনয় ঝরে কণ্ঠে যার
তাহার গলায় গর্জে যদি সিংহরাজের রাজহুংকার?
সে বিনাশাক, সর্বনাশা, কঠিন সমর শক্তিধর,
হুংকারে তার সাগর নাচে, বাঁধন হারায় ঘূর্ণিঝড়।
যে দেশে নেই এমন মানুষ মুখফুটে যে কয় কথা,
যুলুম-শোষণ রুখবে এমন একটি মানুষ নেই যেথা
ধর্ষিতাদের চিৎকার কভু আজ থামে না যে দেশে,
সেই কাপুরুষ-ভীরুর দেশে জংলি-বুনো সিংহ সে।
সেই বীর কে? চিনিস তাকে? বক্ষে যাহার লক্ষ প্রাণ,
দেখ তাকিয়ে নিজের দিকে তুই তো সেই নওজোয়ান।
বীরের রক্ত তোর শরীরে বক্ষে অসীম শক্তি তোর,
দিসনে রে তুই দেখতে কোন যুলুমবাযকে নতুন ভোর।
ইনশাআল্লাহ তুই-ই পারবি, শক্তি যে তোর আল্লাহ্‌র দান,
লক্ষ-কোটি প্রাণের সমান তোর বুকের ঐ একটা প্রাণ।
যালিমশাহীর যুলুমকে তার প্রাসাদ মাঝেই গুড়িয়ে দে,
আয়রে জোয়ান বিজয় নিশান আজ আকাশে উড়িয়ে দে।

এক আল্লাহ যিন্দাবাদ

-কাজী নজরুল ইসলাম

উহারা প্রচার করুক হিংসা-বিদ্বেষ আর নিন্দাবাদ,
আমরা বলিব সাম্য শান্তি এক আল্লাহ যিন্দাবাদ।
উহারা চাহুক সংকীর্ণতা, পায়রার খোপ, ডোবার ক্লেদ,
আমরা চাহিব উদার আকাশ, নিত্য আলোক, প্রেম অভেদ।
উহারা চাহুক দাসের জীবন, আমরা শহীদী দর্জা চাই,
নিত্য মৃত্যু-ভীত ওরা, মোরা মৃত্যু কোথায় খুঁজে বেড়াই!
ওরা মরিবে না, যুদ্ধ বাধিলে ওরা লুকাইবে কচুবনে,
দন্ত-নখরহীন ওরা তবু কোলাহল করে অঙ্গনে।
ওরা নির্জীব, জিব নাড়ে তবু শুধু স্বার্থ ও লোভবশে,
ওরা জিন, প্রেত, যজ্ঞ, উহারা লালসার পাঁকে মুখ ঘষে।
মোরা বাংলার নব যৌবন, মৃত্যুর সাথে সন্তরী,
উহাদের ভাবি মাছি পিপীলিকা, মারি না কো তাই দয়া করি।
মানুষের অনাগত কল্যাণে উহারা চির অবিশ্বাসী,
অবিশ্বাসীরাই শয়তানী চেলা ভ্রান্ত-দ্রষ্টা ভুল-ভাষী।
ওরা বলে, হবে নাস্তিক সব মানুষ, করিবে হানাহানি,
মোরা বলি, হবে আস্তিক, হবে আল্লাহ মানুষে জানাজানি।
উহারা চাহুক অশান্তি, মোরা চাহিব ক্ষমা ও প্রেম তাহার,
ভূতেরা চাহুক গোর ও শ্মশান, আমরা চাহিব গুলবাহার!
আজি পশ্চিম পৃথিবীতে তাঁর ভীষণ শাস্তি হেরি মানব
ফিরিবে ভোগের পথ ভয়ে, চাহিবে শান্তি কাম্য সব।
হুতুম প্যাচারা কহিছে কোটরে, হইবে না আর সূর্যোদয়,
কাকে আর তাকে ঠোকরাইবে না, হোক তার নখ চঞ্চু ক্ষয়।
বিশ্বাসী কভু বলে না এ কথা, তারা আলো চায়, চাহে জ্যোতি
তারা চাহে না কো এই উৎপীড়ন এই অশান্তি দুর্গতি।
তারা বলে, যদি প্রার্থনা মোরা করি তাঁর কাছে এক সাথে,
নিত্য ঈদের আনন্দ তিনি দিবেন ধূলির দুনিয়াতে।
সাত আসমান হ'তে তারা সাত-রঙা রংধনু আনিতে চায়,
আল্লাহ নিত্য মহাদানী প্রভু, যে যাহা চায়, সে তাহা পায়।
যারা অশান্তি দুর্গতি চাহে, তারা তাই পাবে, দেখোরে ভাই,
উহারা চলুক উহাদের পথে, আমাদের পথে আমরা যাই।
ওরা চাহে রাক্ষসের রাজ্য, মোরা আল্লাহ্‌র রাজ্য চাই,
দ্বন্দ্ব-বিহীন আনন্দ-লীলা এই পৃথিবীতে হবে সদাই।
মোদের অভাব রবে না কিছুই, নিত্যপূর্ণ প্রভু মোদের,
শকুন শিবার মত কাড়াকাড়ি করে শব লয়ে শখ ওদের!
আল্লাহ রক্ষা করুন মোদেরে, ও পথে যেন না যাই কভু,
নিত্য পরম-সুন্দর এক আল্লাহ আমাদের প্রভু।
পৃথিবীতে যত মন্দ আছে তা ভালো হোক, ভালো হোক ভালো,
এই বিদ্বেষ-আঁধার দুনিয়া তাঁর প্রেমে আলো হোক আলো।
সব মালিন্য দূর হয়ে যাক সব মানুষের মন হ'তে,
তাঁহার আলোক প্রতিভাত হোক এই ঘরে ঘরে পথে পথে।
দাঙ্গা বাঁধায়ে লুট করে যারা, তারা লোভী, তারা গুণ্ডাদল
তারা দেখিবে না আল্লাহ্‌র পথ চিরনির্ভয় সুনির্মল।
ওরা নিশিদিন মন্দ চায়, ওরা নিশিদিন দ্বন্দ্ব চায়,
ভূতেরা শ্রীহীন ছন্দ চায়, গলিত শবের গন্ধ চায়!
তাড়াবে এদের দেশ হ'তে মেরে আল্লাহ্‌র অনাগত সেনা,
এরাই বৈশ্য, ফসল শস্য লুটে খায়, এরা চির চেনা।
ওরা মাকড়সা, ওদের ঘরের ঘেরোয়াতে কভু যেয়ো না কেউ,
পর ঘরে থাকে জাল পেতে, ওরা দেখেনি প্রাণের সাগর ঢেউ।
বিশ্বাস করো এক আল্লাহতে প্রতি নিঃশ্বাসে দিনে রাতে,
হবে দুলদুল-আসওয়ার পাবে আল্লাহ্‌র তলোয়ার হাতে।
আলস্য আর জড়তায় যারা ঘুমাইতে চাহে রাত্রিদিন,
তাহারা চাহে না চাঁদ ও সূর্য, তারা জড় জীব গ্লানি-মলিন।
নিত্য সজীব যৌবন যার, এসো এসো সেই নওজোয়ান
সর্ব-ক্লৈব্য করিয়াছে দূর তোমাদেরই চির আত্মদান!
ওরা কাদা ছুড়ে বাঁধা দেবে ভাবে ওদের অস্ত্র নিন্দাবাদ,
মোরা ফুল ছুড়ে মারিব ওদের, বলিব,
'এক আল্লাহ যিন্দাবাদ'।

স্বদেশ

বাংলাদেশে ১০% ধনীর হাতে ৪১% আয়

দেশে আয়বৈষম্য আরও বেড়েছে। ধনীদের আয় আরও বেড়েছে। গরীবদের আয় আরও কমেছে। দেশের সবচেয়ে বেশি ধনী ১০% মানুষের হাতেই এখন দেশের মোট আয়ের ৪১%। অন্যদিকে সবচেয়ে গরীব ১০% মানুষের আয় দেশের মোট আয়ের মাত্র ১.৩১%। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০২২-এর চূড়ান্ত ফলাফলে এই চিত্র উঠে এসেছে। অথচ ৫০ বছর আগে ১৯৭৩-৭৪ অর্থবছরে প্রথম জরিপের ফল অনুযায়ী, দেশের ১০% ধনী মানুষ ওই সময়ে দেশের মোট আয়ের ২৮.৪% আয় করত এবং ১০% গরীব মানুষ মোট আয়ের ২.৮০%-এর মতো আয় করত। সব মিলিয়ে এবারের জরিপে দেখা গেছে, দেশের তিন ভাগের দুই ভাগ আয় যাচ্ছে দেশের ধনী ৩০% মানুষের হাতে। বাকি ৭০% মানুষের আয় মোট আয়ের বাকি এক ভাগ।

বিশেষত গত এক যুগে দেশে অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি যেমন ব্যাপকভাবে বেড়েছে, একইসাথে দ্রুতগতিতে বৈষম্যও বেড়েছে। বৈষম্যের নির্দেশক জিনি সহগ সূচক এখন দশমিক ৪৯৯ পয়েন্ট। দশমিক ৫০০ পয়েন্ট পেরোলেই উচ্চ বৈষম্যের দেশ হিসেবে ধরা হয়। অর্থাৎ উচ্চ বৈষম্যের দেশ থেকে অতি সামান্য দূরত্বে আছে বাংলাদেশ।

কেন বৈষম্য বাড়ছে এ বিষয়ে বিশ্বব্যাংকের ঢাকা কার্যালয়ের সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন বলেন, শহরের শ্রমিকদের আয় সেভাবে বাড়েনি। জমি বা সম্পদের মালিকেরাই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুফল বেশি পাচ্ছেন। গত ছয় বছরে শিল্প খাতে কর্মসংস্থান কমেছে। অথচ এই সময়ে শিল্প খাতে সবচেয়ে বেশি প্রবৃদ্ধি হয়েছে। কর্মসংস্থানের পাশাপাশি মজুরিও বৃদ্ধি পাওয়ার কথা; কিন্তু তা হয়নি। এই প্রবৃদ্ধিতে মালিকদের আয় বেড়েছে। ঋণ নিয়ে খেলাপি হলেও তারা মাফ পেয়ে গেছেন। করসুবিধা শিল্পমালিকেরাই পেয়েছেন। সার্বিকভাবে সরকারী সুযোগ-সুবিধায় মালিকেরা লাভবান হয়েছেন। কিন্তু শ্রমিকেরা কিছু পাননি। তাদের কাছে প্রবৃদ্ধির কোন সুফল যায়নি। এভাবেই বৈষম্য বেড়েছে।

সময়ের আগেই উৎপাদনে যাচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ সার কারখানা

উদ্বোধনের অপেক্ষায় দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ পরিবেশ বান্ধব ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা। নির্ধারিত সময় ডিসেম্বর থাকলেও অক্টোবরেই উৎপাদন শুরু হবে ইনশাআল্লাহ। দেশে ইউরিয়া সারের উৎপাদন বাড়াতে নরসিংদীর পলাশে নির্মিত হয়েছে দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ এ সার কারখানাটি। এর দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা হবে ২ হাযার ৮০০ মেট্রিক টন সার। আর বছরে উৎপাদন হবে ৯ লাখ ২৪ হাযার মেট্রিক টন। সার কারখানাটি উৎপাদনে আসলে বিদেশ থেকে সার আমদানির উপর নির্ভরশীলতা কমে আসবে এবং প্রান্তিক কৃষকরা কম দামে সার কিনতে পারবে। বছরে সাশ্রয় হবে প্রায় ২২ হাযার কোটি টাকা। এতে খরচ হবে সাড়ে ১০ হাযার কোটি টাকা।

সার কারখানাটি নির্মাণে বিশ্বের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হ'ল বাংলাদেশে যত সার কারখানা আছে তার গ্যাস আকাশে ছেড়ে দেওয়া হয়। শুধু সার কারখানা নয়, দেশের সবগুলো পাওয়ার প্লান্টেও এই দূষিত গ্যাসগুলো আকাশে ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এটিই বাংলাদেশের প্রথম সার কারখানা হবে, যেখানে দূষিত গ্যাসগুলো আকাশে ছেড়ে না দিয়ে তা প্রসেসিং করে অতিরিক্ত ১০ ভাগ ইউরিয়া সার উৎপাদন করা হবে। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে সরকারকে ইউরিয়া সার আমদানিতে প্রতি বছর ৩ হাযার ৬০০ কোটি টাকা ভর্তুকি দিতে হয়। এটি উৎপাদনে আসলে আর তা দিতে হবে না। এর ফলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে ৯৬৮ জন স্থায়ীসহ প্রায় ৩০ হাযার মানুষের।

৫৮ বছরের অসুস্থ ছেলের সেবা করে চলেছেন ৯০ বছরের মা!

শত কষ্টের মাঝেও মা তার সন্তানকে আগলে রাখেন পরম মমতায়। তেমনিই এক মা ৯০ বছর বয়সী জোসনা রাণী দে। বয়সের কাছে শরীর হার মানলেও ছেলের প্রতি একটু মমতা কমেনি মায়ের। খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বারান্দার মেঝেতে চিকিৎসা নিচ্ছেন ৫৮ বছর বয়সের চঞ্চল কুমার দে। তার মাথার কাছে বসে সন্তানের সেবা করছেন মা জোসনা রাণী। নিজেই ভালোভাবে চলাফেরা করতে পারেন না। তারপরও চঞ্চল কুমারের এই সময়ে তিনিই একমাত্র ভরসা।

চঞ্চল কুমার জানান, নগরীর সোনাডাঙ্গা এলাকার একটি বাড়ির প্রবেশদ্বার দেখাশোনা করেন তিনি ও তার মা। আর সেই বাড়ির প্রবেশদ্বারের পাশের একটি রুমে তারা থাকেন। ২০১৮ সালে প্রথম স্ট্রোক করে প্যারালাইসিস হয়, সেই থেকে বিছানায় তিনি। মা-ই তার সেবাযত্ন করেন।

কুমিল্লায় চাষ হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে দামী মরিচ চারাপিতা, ১ কেজির দাম ২৮ লাখ টাকা!

১ কেজি মরিচের দাম ২৬ হাযার ডলার বা ২৮ লাখ টাকা! 'চারাপিতা' কোন সাধারণ মরিচ নয়। পৃথিবীর সবচেয়ে দামী মরিচ হিসাবে পরিচিত। শুনে অবাক হ'লেও অত্যন্ত সুগন্ধময় এই মরিচ ব্যবহার করেন ধনীরা। পশ্চিমারাসহ আরব দেশে রাজা-বাদশাহরা তাদের খাবারে এ মরিচ ব্যবহার করেন। মক্কার অনেক দামী হোটেলেও এটি ব্যবহার হয়।

প্রথমবারের মতো এই মরিচ বাংলাদেশের মাটিতে শখের বশে আবাদ করে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন কুমিল্লার সৌখিন কৃষক আহমাদ জামীল। তার তিনটি গাছে কয়েকশ' মরিচ ধরেছে। দেখতে গোলাকার এ মরিচ কাঁচা অবস্থায় সবুজ রঙের হ'লেও পাকলে হলুদ হয়ে যায়।

কৃষক জামীল যুক্তরাষ্ট্র থেকে 'চারাপিতা' জাতের মরিচের বীজ এনে শখের বসে নিজের বাড়িতে লাগান। দক্ষিণ আমেরিকার দেশ পেরুতে আবাদ হওয়া এ জাতের মরিচে ঝাল কম। এটি সুগন্ধিজাতীয় মরিচ। বাংলাদেশের আবহাওয়া এ মরিচ চাষে উপযুক্ত কি-না, সেটি গবেষণার প্রয়োজন।

কৃষক আহমাদ জামীল জানান, বাংলাদেশে সম্ভবত আমিই প্রথম এ মরিচের বীজ লাগাই। আমেরিকা থেকে বীজ সংগ্রহ করি। চার মাস আগে বস্তার ভেতরে মাটি ভরে বীজ রোপণ করি। ৫০টি বীজের মধ্যে ৩টি বীজ থেকে চারা গজায়।

বিদেশ

মস্তিষ্কে জ্যান্ত কৃমির সন্ধান!

বিশ্বে প্রথমবারের মতো অস্ট্রেলিয়ার এক নারীর মস্তিষ্কে ৮ সেন্টিমিটার (৩ ইঞ্চি) লম্বা জ্যান্ত কৃমি পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। বিবিসি জানায়, গত বছর ক্যানবেরা শহরে ঐ নারীর মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচারের সময় 'সুতার মতো দেখতে' কৃমিটি বের করে আনা হয়।

অস্ত্রোপচারকারী ড. হারি প্রিয়া বানডি বলেন, 'আমরা কখনই এরকম হবে ভাবিনি। সবাই হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। ৬৪ বছর বয়সী ঐ নারী বেশ কিছুদিন ধরে পেটে ব্যথা, কাশি ও রাতে অতিরিক্ত ঘামসহ কয়েকটি উপসর্গে ভুগছিলেন। একই সঙ্গে তার স্মৃতিশক্তি লোপ পাচ্ছিল এবং তিনি অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ছিলেন। ২০২১ সালের জানুয়ারী মাসের শেষ দিকে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। স্ক্যানে তার ডান পাশের মস্তিষ্কের সম্মুখভাগে অস্বাভাবিক ধরনের ক্ষত দেখা যায়। তবে ২০২২ সালের জুন মাসে মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচারের পরই তার অসুস্থতার আসল কারণ ধরা পড়ে। চিকিৎসকদের ধারণা কৃমিটি ঐ নারীর মস্তিষ্কে হয়ত ২ মাসের মতো ছিল। নিউসাউথ ওয়েলস রাজ্যের একটি লেকপাড়ের বাসিন্দা ঐ নারী এখন সুস্থ হয়ে উঠছেন।

সুইডেনে শ্রেণীকক্ষে কম্পিউটার স্ক্রিন নিষিদ্ধ হচ্ছে

সুইডেন শিক্ষা খাতে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে অনেক এগিয়ে। দেশটির নার্সারী শ্রেণীতেও ট্যাবলেটে পাঠদান চলে। তবে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে দেশটি। কারণ প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষায় শিশুদের মৌলিক দক্ষতা ও জ্ঞান বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে। সুইডেনের স্কুলবিষয়ক মন্ত্রী লট্টা এডহম প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা গ্রহণের পদ্ধতির বড় সমালোচক। তিনি জানান, জাতীয় শিক্ষা সংস্থা প্রি-স্কুল পর্যায়ে ডিজিটাল ডিভাইস বাধ্যতামূলক করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তা বাতিল করতে চায় সরকার। কয়েক মাস আগে তিনি বলেছেন, সুইডেনের শিক্ষার্থীদের আরও বেশী বেশী বই দরকার। ডিজিটাল কপি নয়, ছাপানো বই শেখার জন্য সবচেয়ে বেশী দরকার।

ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য ইভালুয়েশন অব এডুকেশনাল অ্যাচিভমেন্ট (আইইএ) বৈশ্বিক শিক্ষার মান যাচাইয়ে নিয়মিত গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে। তাদের সম্প্রতি এক গবেষণা বলেছে, সুইডেনের শিশুদের পড়া বুঝতে পারার দক্ষতা উচ্চ থেকে মাঝারি পর্যায়ে নেমে গেছে।

৩৮টি উন্নত দেশের আন্তঃসরকার সংস্থা ওইসিডির পিসা টেস্টে শিক্ষার মান যাচাই করা হয়। এতে শুধু শিক্ষার্থীদের পড়া বোঝার ক্ষমতা নয়, শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান ও গণিতের দক্ষতাও যাচাই করা হয়। ২০১৩ সাল থেকেই সুইডেন ও এর আশপাশে প্রতিবেশী দেশগুলোর পিসা টেস্টের ফলাফলে মান অবনতি হচ্ছে।

বর্তমানে সুইডেনের শিক্ষকেরা শিশুশিক্ষার্থীদের ছাপানো বই পড়া, হাতের লেখা চর্চার প্রতি গুরুত্ব দিতে শুরু করেছেন। টাইপিংয়ের বদলে উৎসাহ দিচ্ছেন খাতা-কলমের অনুশীলনে।

[কোন কিছুর মাত্রাতিরিক্ততা ভাল নয়। প্রযুক্তির সুবিধা প্রয়োজনে গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু তা যেন সীমা ছাড়িয়ে না যায়। জ্ঞানচর্চার স্বাভাবিক প্রক্রিয়া যেন প্রযুক্তির কারণে অবরুদ্ধ না হয়। যান্ত্রিকতার আড়ালে মানবিকতার বিকাশ যেন বাধাগ্রস্ত না হয় (স. স.)]

মুসলিম জাহান

আফগানিস্তানে মাদক উৎপাদন বন্ধে নযীরবিহীন সফলতা

মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বড় জয় পেয়েছে আফগানিস্তানের তালেবান সরকার। বৃটিশ গণমাধ্যম টেলিগ্রাফ জানিয়েছে, ২০২২ সালের এপ্রিলে দেশব্যাপী পপি চাষ নিষিদ্ধ করে তালেবান। আর এরপরই লাফিয়ে লাফিয়ে কমতে থাকে ভয়াবহ এই মাদকের উৎপাদন। এক বছরের মধ্যে দেশটিতে ৮০ শতাংশ পপি উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। আর শুধু হেলমান্দ প্রদেশে পপি চাষ কমেছে ৯৯ শতাংশ। অথচ এর আগে প্রায় ২০ বছর ধরে এই প্রদেশের নিয়ন্ত্রণ ছিল বৃটিশ বাহিনীর হাতে। তখনও পপি চাষের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল হেলমান্দ প্রদেশ।

এক রিপোর্টে টেলিগ্রাফ বলছে, আফগানিস্তান মানব ইতিহাসের সবচেয়ে সফল মাদক-বিরোধী পদক্ষেপ নিয়েছে। এমনকি ওয়াশিংটনের ৫০ বছরের ওয়ার অন ড্রাগেও এত দ্রুত উৎপাদন হ্রাসের রেকর্ড নেই। অথচ ঐতিহাসিকভাবে আফগানিস্তান পপি চাষের জন্য বিখ্যাত। বিশ্বের ৮০ শতাংশ পপি উৎপাদন হ'ত এদেশে। এছাড়া ইউরোপীয় দেশগুলোতে সরবরাহ করা আফিমের ৯৫ শতাংশই আসতো আফগানিস্তান থেকে।

যদিও আফগানিস্তানে পপি চাষ এমন নযীরবিহীন মাত্রায় কমে যাওয়ায় সন্তুষ্ট হওয়ার পরিবর্তে উল্টো উদ্বেগ দেখিয়েছে জাতিসংঘ। সংস্থাটি বলছে, আফিম উৎপাদন না হ'লে এখন কৃত্রিম আফিমের দিকে ঝুকে পড়বে মাদকাসক্তরা। এরমধ্যে আছে ফেন্টানিল, যা হেরোইন থেকেও বেশী ভয়াবহ।

অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত ইউএস ইনস্টিটিউট ফর পিস (ইউএসআইপি) বলেছে, তালেবানের আফিম নিষিদ্ধের ঘটনা আফগানিস্তান ও বিশ্বের জন্য খারাপ ফল বয়ে আনবে।

২০০৪ সালে আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রণ পায় যুক্তরাষ্ট্র। তখন দেশটি ঘোষণা করেছিল যে, আফগানিস্তানে পপি চাষের উৎপাদন হ্রাস তাদের অভিযানের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু মার্কিন দখলদারিত্বের সময় আফগানিস্তানে উল্টো পপির উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। যদিও এই শিল্প ধ্বংস করতে অন্তত ৯ বিলিয়ন ডলার খরচ করেছিল যুক্তরাষ্ট্র।

[আমরা এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানাই। এর মাধ্যমে দেশটি আল্লাহর অশেষ রহমতে আরো সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। সাথে সাথে দেশটিতে চলমান সংকট মোকাবিলায় সার্বিকভাবে সহযোগিতার হাত বাড়ানোর জন্য মুসলিম বিশ্বসহ আন্তর্জাতিক মহলের প্রতি আহ্বান জানাই (স.স.)]।

সঊদী আরবে এক বছরে সাড়ে তিন লাখের অধিক ডিভোর্স

পশ্চিমা দেশগুলোর মতো সঊদী আরবেও আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে ডিভোর্স বা বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা। মুসলিম প্রধান দেশ হ'লেও গত এক বছরে দেশটিতে রেকর্ড সংখ্যক বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটেছে। নারীবিষয়ক প্রতিবেদন-২০২২ প্রকাশ করেছে দেশটির জেনারেল অথরিটি অব স্ট্যাটিসটিকস। এতে দেখা গেছে, দেশটিতে ডিভোর্সের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। ২০২২ সালে দেশটিতে সাড়ে তিন লাখের অধিক নারীর ডিভোর্স হয়েছে।

প্রতিবেদনে দেখা গেছে, যেসব নারীর বয়স ৩০ থেকে ৩৪ বছরের মধ্যে তাদের সবচেয়ে বেশী ডিভোর্স হয়েছে। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ৩৫ থেকে ৩৯ বছরের নারীরা।

[নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী স্বাধীনতার নামে নারীর প্রকৃত উন্নয়নকেই যে বাধাগ্রস্ত করা হচ্ছে তার একটি প্রমাণ এই চিত্র। মানুষের মধ্যে আত্মম্ভরিতা প্রবেশ করলে এবং নিজেকে অমুখাপেক্ষী ভাবলে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে। শিক্ষা ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা যদি কাউকে বিনয়ী না করে উদ্ধত করে, তবে তা সংসার ও সমাজকে বিনষ্ট করে (স. স.)।]

কুয়েতে ২০ বছর যাবৎ অধিকাংশ ভোগ্যপণ্যের দাম একবারের জন্যও বাড়েনি

কুয়েতে বিগত ২০ বছর যাবৎ অধিকাংশ ভোগ্যপণ্যের দাম একবারের জন্যও বাড়েনি। বাড়েনি তেল, গ্যাস, পানি সহ নিত্য প্রয়োজনীয় অধিকাংশ পণ্যের মূল্য। বছর বছর নানা অজুহাতে

যেখানে বিভিন্ন দেশে দ্রব্যমূল্যের দাম ব্যাপকহারে বেড়েই চলেছে, সেখানে দেশটির এই চিত্র সত্যিই বিস্ময়কর। দেশটিতে ৩০ টাকায় এক লিটার তেল এবং ২৭০ টাকায় ১২ কেজির এক সিলিন্ডার গ্যাস পাওয়া যায়। যদিও ৪ ভাগের ৩ ভাগ মরুভূমি হওয়ায় দেশটি মূলত আমদানী নির্ভর। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণে দেশটি যেমন ভর্তুকি দেয়, তেমনি বাজার নিয়ন্ত্রণেও তাদের রয়েছে কঠোর নযরদারী। অবৈধভাবে মূল্য বৃদ্ধি করলে দেশটিতে রয়েছে বড় অংকের জরিমানা ও সাময়িক বন্ধের বিধান। সরকারের সদিচ্ছা থাকলে যে পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়, কুয়েত তারই অনন্য দৃষ্টান্ত।

[কুয়েত সরকারকে আমরা আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই। সততা ও আমানতদারিতা বজায় রাখতে পারলে ও দূর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিতে পারলে দেশের উন্নয়ন অবশ্যম্ভাবী- (স.স.)]

শিক্ষা সিলেবাসে ইমাম নববীর ৪০ হাদীছ অন্তর্ভুক্ত করল মালয়েশিয়া

স্কুল পর্যায়ের পাঠ্যক্রমে ইমাম নববী (রহঃ) নির্বাচিত রাসূল (ছাঃ)-এর ৪০ হাদীছ গ্রন্থটি অন্তর্ভুক্ত করেছে মালয়েশিয়া সরকার। গত ১৯শে আগস্ট মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা প্রসারে আনুষ্ঠানিকভাবে হাদীছ শিক্ষার মডিউলটি চালু করা হয়। দেশটির শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে দেশের সকল স্কুলে এটি বিতরণ ও পড়ানো হবে।

মালয়েশিয়ার শিক্ষামন্ত্রী ফাদলিনা সিদিক বলেছেন, নতুন এই মডিউলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা ইমাম নববীর নির্বাচিত ৪০ হাদীছ সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের সুযোগ পাবে। তা তাদের মূল্যবোধ গঠনে সহায়তা করবে এবং নিজ জীবনে এর মূল শিক্ষা বাস্তবায়ন করবে। মুসলিম শিশুদের মধ্যে ইসলামের উপলব্ধি ও নৈতিকতাবোধ তৈরির ব্যাপারে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

মালয়েশিয়ার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ইসলামী শিক্ষা বিভাগের জ্যেষ্ঠ উপ-পরিচালক ওমর ছালেহ জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইবরাহীমের সুফারিশে হাদীছ শিক্ষার মডিউলটি তৈরি করা হয়। যেন স্কুল স্তরে থাকতেই হাদীছের সঙ্গে মুসলিম শিক্ষার্থীদের পরিচয় ঘটে এবং তাদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ মনোভাব ও গভীর ধর্মীয় মূল্যবোধ গড়ে ওঠে।

[সুন্দর উদ্যোগ। এতে হাদীছ চর্চার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। আমাদের দেশে শিক্ষানীতি প্রণয়নে যারা দায়িত্ব পালন করছেন, তারা কি বিষয়টি লক্ষ্য করুন! (স. স.)]

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

জমিতে সেচ দেয় শিমুর 'জাদুর বাক্স', ৭০ শতাংশ জ্বালানী সাশ্রয়

কৃষিতে ব্যবহৃত সেচ পাম্পের পাওয়ার ডিভাইস উদ্ভাবন করে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ার শিমু নামে এক ব্যক্তি। তিনি এই যন্ত্রের নাম দিয়েছেন 'জাদুর বাক্স'। সাধারণত ফোর হর্স সাইজের ছোট একটি শ্যালো মেশিন ও ৩ ইঞ্চি পাম্পে প্রতি সেকেন্ডে ৫ লিটার পানি উত্তোলন করা যায়। সেখানে এই পাওয়ার ডিভাইসটি একই মেশিন ও পাম্পের সঙ্গে জুড়ে দিলে প্রতি সেকেন্ডে ১৮ লিটার পানি উত্তোলন করা সম্ভব। এতে সময়ের পাশাপাশি ৭০ শতাংশ জ্বালানী তেল সাশ্রয়ী হবে।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) এবং সরকারের অ্যাসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) পরীক্ষায় যার প্রমাণ মিলেছে, মিলেছে সনদও। তবে অর্থাভাবে ও সরকার কিংবা ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কোন সাড়া না পেয়ে থমকে আছে তার এই বিস্ময়কর উদ্ভাবন। শিমুর এই ডিভাইসটি বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন ও কৃষকের মাঝে ছড়িয়ে দিতে পারলে সারাদেশে যে জ্বালানী সংকট তা অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। কৃষি বিভাগ বলছে, কৃষিতে তার এই প্রযুক্তি ব্যবহার হ'লে অনেকাংশে কমে যাবে ফসল উৎপাদন খরচ। এতে কৃষক, সরকার উভয়ই লাভবান হবে।

জানা গেছে, শিমু মাধ্যমিক পাশ করার পর অর্থাভাবে আর পড়তে না পারায় কারখানায় কাজ শুরু করেন। তারপর নিজ গ্রামে এসে শুরু করেন নষ্ট শ্যালো মেশিন মেরামত ও ইরি ধানের ব্লকে সেচ দেওয়ার কাজ। এরপর দীর্ঘ আট বছরের চেষ্টা ও পরিশ্রমে তৈরি করে ফেলেন এই মেকানিক্যাল পাওয়ার ডিভাইসটি। যা যেকোন সেচ পাম্পের সাথে জুড়ে দিলে ৭০ পার্সেন্ট জ্বালানী সাশ্রয় হবে। ডিভাইসটি তৈরি করে সে বছরই যেলা-উপযেলা পর্যায়ে কৃষিতে অবদান রাখায় পুরস্কার পান তিনি। এরপর কয়েকটি মন্ত্রণালয়ে অর্থ চেয়ে আবেদন করেন বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনের জন্য।

তার আবেদনের প্রেক্ষিতে এটুআই ও বুয়েটে পরীক্ষায় পাঠানো হয় তার এই ডিভাইসটি। পরীক্ষায় ডিভাইসটির কার্যকারিতার প্রমাণ মিললে পান সনদও। এছাড়া শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্যাটেন্ট বিভাগ এই মেকানিক্যাল পাওয়ার ডিভাইসটির অনুমোদন শিমুকে উদ্ভাবক হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করে। কিন্তু পরবর্তীতে অনুদানের ব্যাপারে আর কোন খোঁজ মেলেনি।

এ বিষয়ে শিমু বলেন, আমি এই ডিভাইসটি সরকারী অর্থায়নে উৎপাদনে আনার জন্য বেশ কয়েকটি মন্ত্রণালয়ে ঘুরেছি। যদি সরকারের পক্ষ থেকে উৎপাদনের জন্য কোন অর্থ পাই তাহ'লে আমি বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনে আসতে পারি। এই ডিভাইসের মাধ্যমে কৃষক উপকৃত হবে। পাশাপাশি ফসল উৎপাদন খরচ অনেকটা কমে আসবে।

ডা. সাম্মী লিউনার্দ কেয়া

এম.বি.বি.এস, এম.এস, (অবস-গাইনী)
বি.সি.এস (স্বাস্থ্য)
স্ত্রী রোগ, প্রসূতি বিদ্যা বিশেষজ্ঞ ও সার্জন
বি.এম.ডি.সি রেজিঃ নং এ-৪৯৩১৫
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

যে সকল রোগের চিকিৎসা করা হয়

- **Normal Delivery** (সিজার ছাড়াই বাচ্চা হওয়া)-তে প্রাধান্য (রোগীর স্বাস্থ্যের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা)।
- গর্ভধারণকালীন মায়ের বিভিন্ন জটিলতা নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- বাচ্চা না হওয়ার (বন্ধ্যাত্ব/ইনফার্টিলিটি) কারণ নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- ডিম্বাশয়ের সিস্ট-টিউমার এবং জরায়ু নালী চিকন/বন্ধ হয়ে যাওয়ার চিকিৎসা করা হয় এবং প্রয়োজনে অপারেশন করা হয়।
- লাইগেশন (**Ligation**) করার পর পুনরায় বাচ্চা নেওয়ার অপারেশন।

চেম্বার
সিল্ক সিটি ডায়াগনষ্টিক কমপ্লেক্স
ডক্টরস্ টাওয়ার, (মেডিকেল কলেজ গেটের সামনে) সিপাইপাড়া, জিপিও-৬০০০, রাজপাড়া, রাজশাহী।
রোগী দেখার সময় : বিকাল ৩-টা থেকে
ফোন : ০৭২১-৭৭০০২৮ মোবা : ০১৩১১-০০৪৮৪৮
সিরিয়ালের জন্য : ০১৭৯৯-৮৯৫৪৮৮, ০১৩০৮-৬৩৫৫৭২

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

২৪ ও ২৫শে আগস্ট, বৃহস্পতি ও শুক্রবার
স্থান : নওদাপাড়া, রাজশাহী।

আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করুন!

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

নওদাপাড়া, রাজশাহী ২৪শে আগস্ট বৃহস্পতিবার : কর্মী সম্মেলনের সভাপতি ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সরকারের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান।

তিনি সূরা যুমারের ৬৪-৬৫ আয়াত উদ্ধৃত করে বলেন, আল্লাহ্র দৃষ্টিতে সবচেয়ে জাহিল ঐ ব্যক্তি, যে শিরক ও তাওহীদের পার্থক্য এবং আল্লাহ্র ইবাদত ও মানুষের ইবাদতের পার্থক্য বুঝে না। তাই শিরক ও তাওহীদের পার্থক্য বুঝে ইবাদত করতে হবে। তিনি বলেন, সমাজে পরস্পরে হানাহানি, দুর্নীতি, যুলুম, দারিদ্র্য এবং নৈতিক অবক্ষয়ের মূল কারণ হ'ল আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব ও তাঁর বিধানকে অগ্রাহ্য করা। তিনি কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, সমাজের সর্বস্তরে বিশুদ্ধ ইসলামের শান্তি ও ন্যায়ের বার্তা ছড়িয়ে দিতে হবে এবং দুর্নীতি ও যুলুমের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করতে হবে। অতঃপর তিনি সবাইকে ধৈর্যের সাথে দু'দিনব্যাপী কর্মী সম্মেলনে সুশৃংখলভাবে অবস্থানের আহ্বান জানিয়ে আল্লাহ্র নামে কর্মী সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

সকাল ৯-টায় ১ম অধিবেশনের পরিচালক কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইনের পরিচালনায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর পূর্ব পার্শ্বস্থ ময়দানে হিফয বিভাগের পরিচালক হাফেয লুৎফর রহমানের অর্থ সহ কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সম্মেলন শুরু হয়। অতঃপর আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর সদস্য মুহাম্মাদ রাক্বীবুল ইসলাম (মেহেরপুর) ও তার সাথীদের সম্মিলিত কণ্ঠে জাগরণী পরিবেশন করা হয়। এরপর স্বাগত ভাষণ পেশ করেন কর্মী সম্মেলনের আহ্বায়ক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম।

অতঃপর বিষয়ভিত্তিক বক্তব্য শুরু হয়। প্রথমে (১) 'কর্মীদের তাক্বওয়া অর্জনের গুরুত্ব' বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদা। এরপর (২) 'সমাজ বিপ্লবের ধারা' বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়ের উপর ১০ জনের এক একটি গ্রুপে সামষ্টিক পাঠ অনুষ্ঠিত হয়, যা পরিচালনা করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, শূরা সদস্য মুহাম্মাদ তরীকুয্যামান, জামালপুর-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার সাধারণ সম্পাদক ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। সামষ্টিক পাঠ শেষে মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রথম স্থান অধিকার করেন আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (সাতক্ষীরা), ২য় স্থান আশরাফুল আলম (রংপুর), ৩য় স্থান অধিকার করেন যৌথভাবে মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম (বগুড়া) ও আব্দুছ ছামাদ (কুষ্টিয়া-পশ্চিম)। একই সময়ে মারকাযের মহিলা শাখার মসজিদে 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা'র দায়িত্বশীল ও কর্মীদের নিয়ে একই বিষয়ে সামষ্টিক পাঠ ও মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। তাতে ১ম স্থান অধিকার করেন যৌথভাবে আনজুমান আরা ও ক্বামারুন্নাহার (মেহেরপুর), ২য় স্থান ফাহমীদা পারভীন (কুষ্টিয়া), ৩য় স্থান অধিকার করেন যৌথভাবে জাহানারা ও খাদীজা (মেহেরপুর)।

অতঃপর (৩) বাদ আছর 'আল-'আওন-এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা' বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন 'আল-'আওন-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির (মারকায), (৪) 'সংস্কৃতি দর্শন (বর্ষবরণ, দিবস পালন ইত্যাদি সহ) বিষয়ে আলেম ও ইমাম সমাজের ভূমিকা' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ঢাকা মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল (পাবনা)। (৫) 'আন্দোলন-এর অগ্রগতিতে অঙ্গ সংগঠনসমূহের ভূমিকা' বিষয়ে কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার (কুষ্টিয়া), (৬) 'আমর বিল মা'রূফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার' বিষয়ে মারকাযের শিক্ষক হাফেয আব্দুল মতীন (রাজশাহী)।

অতঃপর (৭) সংগঠনের উন্নতি ও অগ্রগতি বিষয়ে যেলা সভাপতি ও প্রতিনিধিগণের মধ্য হ'তে পরামর্শমূলক বক্তব্য পেশ করেন কিশোরগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক এস.এম নূরুল ইসলাম, চট্টগ্রাম যেলা সাধারণ সম্পাদক আরজু হোসাইন ছাব্বীর, টাঙ্গাইল যেলা সভাপতি অধ্যাপক শামসুল আলম, ঠাকুরগাঁও যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমান, দিনাজপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার বীরগঞ্জ উপযেলা সভাপতি মাওলানা হারূণুর রশীদ ও শেরপুর যেলা সভাপতি ডা. এনামুল হক প্রমুখ।

অতঃপর (৮) বাদ মাগরিব 'মুসলিম ও আহলেহাদীছ' বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, (৯) 'আদর্শ সমাজ গঠনে যুবকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য' বিষয়ে 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, (১০) 'সমাজ সংস্কারে দাওয়াতের গুরুত্ব ও মাধ্যম সমূহ' বিষয়ে 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও আত-তাহরীক অনলাইন টিভির পরিচালক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, (১১) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর শিক্ষা দর্শন' বিষয়ে মারকাযের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ড. নূরুল ইসলাম। অতঃপর (১২) বাদ এশা 'হিংসা ও অহংকার : সংগঠনের অগ্রগতিতে দু'টি বড় অন্তরায়' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ।

২য় দিন শুক্রবার বাদ ফজর মারকাযের পশ্চিম পার্শ্বস্থ মসজিদে সূরা ছফ ১০-১১ আয়াতের উপর দরসে কুরআন পেশ করেন কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, যা সাউণ্ড সিস্টেমের মাধ্যমে পূর্ব পার্শ্বস্থ মসজিদেও শুনানোর ব্যবস্থা করা হয়।

দরসের পর সামান্য বিরতি শেষে পশ্চিম পার্শ্বের মূল প্যাণ্ডেলে বিষয়ভিত্তিক বক্তব্য শুরু হয়। (১) 'সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক পরিচালনা পদ্ধতি' বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম (২) 'ইহতিসাব : কেন রাখব, কিভাবে রাখব?' বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন (সাতক্ষীরা) (৩) 'নেতৃত্ব নির্বাচন পদ্ধতি' বিষয়ে কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম (মেহেরপুর), (৪) 'আন্দোলন'-এর 'অনলাইন কার্যক্রম পরিচিতি' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর আইটি বিভাগের ম্যানেজার জি. এম অলিউল্লাহ (রাজশাহী) (৫) 'ইক্বামতে দ্বীন : ভ্রান্তি নিরসন' বিষয়ে জামালপুর-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার সাধারণ সম্পাদক ক্বামারুয্যামান (৬) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর রাজনৈতিক দর্শন' বিষয়ে সাতক্ষীরা যেলার উপদেষ্টা অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম এবং (৭) 'সাংগঠনিক জীবনে ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার গুরুত্ব' বিষয়ে 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম।

নাশতার বিরতির পর (৮) 'আন্দোলন'-এর অগ্রগতিতে

'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামে'র ভূমিকা' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ডা. মুহাম্মাদ ছাবিত (কুষ্টিয়া) (৯) 'সাংগঠনিক জীবনে নেতৃত্ব ও আনুগত্যের গুরুত্ব' বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন (মারকায) (১০) 'ইনফাক্ব ফী সাবীলিল্লাহ' বিষয়ে খুলনা যেলা সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম প্রমুখ বক্তব্য পেশ করেন।

অতঃপর বিগত ২০২১-২৩ সেশনের বার্ষিক সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। অতঃপর আমীরে জামা'আতের উপস্থিতিতে তাঁর মনোনীত আগামী ২০২৩-২৫ সেশনের মজলিসে আমেলা, শূরা, যেলা সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের নাম ঘোষণা করেন এবং তাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অতঃপর আমীরে জামা'আত তাদের সহ উপস্থিত সকলের আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ করেন।

কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য সম্মেলন : সম্মেলনের ২য় দিন শুক্রবার সকাল ৮-টা থেকে ১০-টা পর্যন্ত পশ্চিম পার্শ্বস্থ মসজিদে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সভাপতিত্বে ও কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদকের পরিচালনায় 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক উদ্বোধনী বক্তব্যের পর সভাপতির নির্দেশক্রমে ২০২১-২০২৩ সেশনে কেন্দ্রের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের অডিটকৃত হিসাব পেশ করেন কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম (কুষ্টিয়া)। এরপর সংগঠনের ২০২৩-২৫ সেশনের কেন্দ্রীয় বাজেট ও পরিকল্পনা অবহিত করেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। অতঃপর সংগঠনের অগ্রগতি সম্পর্কে পরামর্শমূলক বক্তব্য পেশ করেন রাজশাহী-সদর যেলার উপদেষ্টা এ্যাডভোকেট জারজিস আহমাদ, পাবনা যেলার সভাপতি ও সদ্য কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য মুহাম্মাদ সোহরাব আলী, নওগাঁ যেলার সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শহীদুল আলম। সবশেষে কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে হেদায়াতী ভাষণ প্রদান করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত।

সম্মেলনের অন্যান্য রিপোর্ট : দু'দিন ব্যাপী কর্মী সম্মেলনের বিভিন্ন অধিবেশনে কুরআন তেলাওয়াত করেন হাফেয লুৎফুর রহমান (মারকায), হাফেয রবীউল ইসলাম (মারকায), হাফেয মুখলেছুর রহমান (বগুড়া), মাওলানা জামীলুর রহমান (কুমিল্লা) ও ক্বারী আব্দুল আউয়াল (মারকায)। জাগরণী পরিবেশন করে আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর সদস্য মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান (জয়পুরহাট), রাক্বীবুল ইসলাম ও ইয়াকূব হোসাইন (মেহেরপুর), কেরামত আলী (পাবনা), আলে-ইমরান ও রাতুল আসলাম (রাজশাহী), আব্দুল্লাহ আল-ফাহীম (কুষ্টিয়া) প্রমুখ।

সম্মেলনের ৬টি অধিবেশনের পরিচালক ছিলেন যথাক্রমে 'আন্দোলন'-এর (১) কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, (২) দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, (৩) প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। তার সাময়িক অনুপস্থিতিতে তার অনুমতিক্রমে পরিচালনা করেন শূরা সদস্য কাযী হারূণুর রশীদ (৪) শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদা, (৫) যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার (৬) সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম।

সম্মেলনে ৬৪টি সাংগঠনিক যেলার ১২৯৪ জন বাছাইকৃত কর্মী উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও অনেক উপদেষ্টা যোগদান করেন। সম্মেলনের ২য় দিন সকালে ৩১ জন কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য এবং ৪০ জন সাধারণ পরিষদ সদস্য মুহতারাম আমীরে জামা'আতের নিকট আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ করেন।

জুম'আর খুৎবা : মুহতারাম আমীরে জামা'আত সূরা আলে ইমরানের ১০৪-০৫ আয়াত উদ্ধৃত করে বলেন, জীবনে সফলকাম হ'তে গেলে আমাদেরকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করতে হবে এবং নিজে সৎকর্মশীল হ'তে হবে। সেই সাথে অলসতা ও বিলাসিতা পরিহার করে আমাদেরকে সমাজ সংস্কারে ব্রতী হ'তে হবে। অতঃপর তিনি সবাইকে অহি-র বিধান আঁকড়ে ধরে আপোষহীন গতিতে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। সবশেষে তিনি কর্মী সম্মেলন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ায় আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করেন।

মজলিসে আমেলা ও শূরা পুনর্গঠন

২৫শে আগস্ট শুক্রবার সকাল ৭-টায় দারুল ইমারতে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মজলিসে শূরার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে মুহতারাম আমীরে জামা'আত শূরা সদস্যগণের সাথে পরামর্শক্রমে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ২০২৩-২০২৫ সেশনের 'মজলিসে আমেলা' মনোনয়ন দেন। অতঃপর তিনি শূরা সদস্যদের মনোনয়ন দেন।

২০২৩-২০২৫ সেশনের 'মজলিসে আমেলা' সদস্যগণের তালিকা

ক্র.	দায়িত্ব	নাম	যেলা
১	সাধারণ সম্পাদক	অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম	মেহেরপুর
২	সাংগঠনিক সম্পাদক	অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম	যশোর
৩	অর্থ সম্পাদক	মুহাম্মাদ বাহারুল ইসলাম	কুষ্টিয়া
৪	প্রচার সম্পাদক	ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন	মারকায
৫	প্রশিক্ষণ সম্পাদক	মুহাম্মাদ আলতাফ হোসাইন	সাতক্ষীরা
৬	গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক	ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম	মারকায
৭	প্রকাশনা সম্পাদক	অধ্যাপক আব্দুল লতীফ	রাজশাহী
৮	শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক	ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব	মারকায
৯	সমাজকল্যাণ সম্পাদক	অধ্যাপক মুহাম্মাদ দুররুল হুদা	রাজশাহী
১০	যুববিষয়ক সম্পাদক	মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ আখতার	কুষ্টিয়া
১১	দফতর সম্পাদক	ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম	মারকায

২০২৩-২০২৫ সেশনের 'মজলিসে শূরা' সদস্যগণের তালিকা

ক্রম.	নাম	যেলা	সাংগঠনিক মান
০১	অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম	মেহেরপুর	কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য
০২	অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফ	রাজশাহী	ঐ
০৩	অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম	যশোর	ঐ
০৪	ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব	মারকায	সাধারণ পরিষদ সদস্য
০৫	মুহাম্মাদ বাহারুল ইসলাম	কুষ্টিয়া	কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য
০৬	ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন	মারকায	ঐ
০৭	ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম	মারকায	ঐ

০৮	অধ্যাপক মুহাম্মাদ দুররুল হুদা	রাজশাহী	ঐ
০৯	মুহাম্মাদ আলতাফ হোসাইন	সাতক্ষীরা	ঐ
১০	মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ আখতার	কুষ্টিয়া	ঐ
১১	ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম	মারকায	সাধারণ পরিষদ সদস্য
১২	মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ	কুমিল্লা	ঐ
১৩	অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ	রাজশাহী	ঐ
১৪	অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন	নরসিংদী	ঐ
১৫	অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ আলী	নাটোর	ঐ
১৬	অধ্যাপক মুহাম্মাদ বযলুর রহমান	জামালপুর	ঐ
১৭	ক্বাযী মুহাম্মাদ হারূণুর রশীদ	ঢাকা	ঐ
১৮	মাওলানা মুহাম্মাদ দুররুল হুদা	রাজশাহী	ঐ
১৯	মুহাম্মাদ ছহীমুদ্দীন	বগুড়া	ঐ
২০	মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার	নওগাঁ	ঐ
২১	অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম	সাতক্ষীরা	ঐ
২২	মাওলানা আহমাদ আলী	বাগেরহাট	ঐ
২৩	হাকীম মুস্তাফীযুর রহমান	নীলফামারী	সাধারণ পরিষদ সদস্য
২৪	মুহাম্মাদ তরীকুয্যামান	মেহেরপুর	ঐ
২৫	মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম	খুলনা	ঐ

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর যেলা সমূহ পুনর্গঠন (২০২৩-২০২৫ সেশন)

পুনর্গঠিত ৬৭টি সাংগঠনিক যেলার সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকগণ যথাক্রমে-

(১) কক্সবাজার : এ্যাডভোকেট শফীউল ইসলাম, এ্যাডভোকেট ফরীদ আহমাদ, মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান।

(২) কুমিল্লা : মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ, মাওলানা মুছলেহুদ্দীন, মাওলানা জামীলুর রহমান।

(৩) কুষ্টিয়া-পূর্ব : ডা. মুহাম্মাদ আলী মুর্তযা, হারূণূর রশীদ, মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান।

(৪) কুষ্টিয়া-পশ্চিম : মাওলানা মানছূরুর রহমান, মুহাম্মাদ মাজেদুল ইসলাম, মুহাম্মাদ মুহসিন আলী।

(৫) কুড়িগ্রাম-উত্তর : মুহাম্মাদ সোহরাব হোসাইন, মুহাম্মাদ মুস্তাফীযুর রহমান, মুহাম্মাদ মুবারক আলী।

(৬) কুড়িগ্রাম-দক্ষিণ : মাওলানা সিরাজুল ইসলাম, মুহাম্মাদ ছাবের আলী, মুহাম্মাদ মাহফূযুল হক।

(৭) কিশোরগঞ্জ : অধ্যাপক এস.এম. নূরুল ইসলাম, নূরে আলম ছিদ্দীকী, মুহাম্মাদ আব্দুল গাফ্ফার।

(৮) খুলনা : মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, মুহাম্মাদ মুয্যাম্মিল হক, মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান।

(৯) গাইবান্ধা-পূর্ব : মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম, মাওলানা মাহবূবুর রহমান, মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম।

(১০) গাইবান্ধা-পশ্চিম : ডা. মুহাম্মাদ আওনুল মা'বূদ, মাওলানা আব্দুর রাযযাক সালাফী, মাওলানা হায়দার আলী।

(১১) গাযীপুর-উত্তর : মাওলানা খায়রুল ইসলাম, ডা. মুহাম্মাদ ফযলুল হক, মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম।

(১২) গাযীপুর-দক্ষিণ : মাওলানা আব্দুল হান্নান, মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান, মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ।

(১৩) চট্টগ্রাম : হাফেয মুহাম্মাদ শেখ সাদী, মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান, আরজু হোসাইন সাব্বীর।

(১৪) চুয়াডাঙ্গা : মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান, আলীমুয্যামান, ছানোয়ার হোসাইন।

(১৫) চাঁপাই নবাবগঞ্জ-উত্তর : মাওলানা আব্দুল্লাহ, মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান, মুহাম্মাদ আনোয়ার হোসাইন।

(১৬) চাঁপাই নবাবগঞ্জ-দক্ষিণ : মুহাম্মাদ শহীদুল করীম, মুহাম্মাদ লিয়াকত আলী, মুহাম্মাদ ইয়াসীন আলী।

(১৭) চাঁদপুর : আতাউল্লাহ শরীফ, কামালুদ্দীন সেলিম, হেমায়েত হোসাইন।

(১৮) জয়পুরহাট : ডা. আমীরুল ইসলাম, মুহাম্মাদ আব্দুল মুন'ইম, নাজমুল হক।

(১৯) জামালপুর-উত্তর : মাওলানা মাসঊদুর রহমান, মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলেমুদ্দীন, মুহাম্মাদ শরাফত আলী।

(২০) জামালপুর-দক্ষিণ : অধ্যাপক বযলুর রহমান, আবু মূসা, ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী।

(২১) ঝিনাইদহ : মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয, ডা. বযলুর রহমান, মুহাম্মাদ হারূণুর রশীদ।

(২২) টাঙ্গাইল : অধ্যাপক শামসুল আলম খান, মাওলানা ইউসুফ ছিদ্দীকী, ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল্লাহ আল-মামূন।

(২৩) ঠাকুরগাঁও : মাওলানা যিয়াউর রহমান, মুয্যাম্মিল হক, মুহাম্মাদ আব্দুল খালেক।

(২৪) ঢাকা-উত্তর : মাওলানা সাইফুল ইসলাম, মাওলানা মাহবূবুল আলম, ডা. আব্দুল জাব্বার।

(২৫) ঢাকা-দক্ষিণ : মুহাম্মাদ মোশাররফ হোসাইন, মুহাম্মাদ আযীমুদ্দীন, মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ।

(২৬) দিনাজপুর-পূর্ব : মাষ্টার শহীদুল আলম, মুহাম্মাদ আনওয়ারুল হক, অধ্যাপক যাকির হোসাইন।

(২৭) দিনাজপুর-পশ্চিম : মুফীযুদ্দীন আহমাদ, মুহাম্মাদ তোফায্যল হোসাইন, মুহাম্মাদ মুমিনুল ইসলাম।

(২৮) নওগাঁ : মাওলানা আব্দুস সাত্তার, মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইন, অধ্যাপক শহীদুল আলম।

(২৯) নরসিংদী : কাযী মুহাম্মাদ আমীনুদ্দীন, মুহাম্মাদ মাহফূযুল ইসলাম, দেলাওয়ার হোসাইন।

(৩০) নড়াইল : সুলতান আহমাদ, নওয়াব আলী, আবুল কালাম।

(৩১) নাটোর : অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ আলী, মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহিল কাফী, আব্দুল খালেক।

(৩২) নারায়ণগঞ্জ : ডা. আ. ন. ম. সাইফুল ইসলাম নাঈম, কেরামত আলী, মুহাম্মাদ মুস্তাফীযুর রহমান সোহেল।

(৩৩) নীলফামারী-পূর্ব : ডা. মুহাম্মাদ মতীউর রহমান, ডা. মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান, মুহাম্মাদ আব্দুল জলীল।

(৩৪) নীলফামারী-পশ্চিম : ডা. মুহাম্মাদ মুস্তাফীযুর রহমান, মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ।

(৩৫) নেত্রকোণা : মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান (আহ্বায়ক), মুহাম্মাদ আবুল হাশেম (যুগ্ম-আহ্বায়ক)।

(৩৬) পঞ্চগড় : মুহাম্মাদ যয়নুল ইসলাম, মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ, মুহাম্মাদ ছাদেকুল বারীক।

(৩৭) পটুয়াখালী : ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলাম, আব্দুল্লাহ আল-ফারূক, মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান।

(৩৮) পাবনা : মুহাম্মাদ সোহরাব আলী, মুহাম্মাদ আলী শাহান, এস.এম, তারিক হাসান।

(৩৯) পিরোজপুর : মাষ্টার শাহ আলম বাহাদুর, মুহাম্মাদ হুমায়ূন কবীর, মুহাম্মাদ মাহবূবুল আলম।

(৪০) ফরিদপুর : দেলাওয়ার হোসাইন, মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ, মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম।

(৪১) বগুড়া : হাফেয মুখলেছুর রহমান, মুহাম্মাদ ছহীমুদ্দীন, মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম।
(৪২) বরগুনা : অধ্যাপক মাওলানা নূরুল আলম, এড. মুহাম্মাদ আব্দুল খালেক, ডা. মুহাম্মাদ যাকির মোল্লা।
(৪৩) বরিশাল-পূর্ব : মাওলানা আব্দুল খালেক, মুহাম্মাদ আতাউর রহমান, মুহাম্মাদ বশীরুল ইসলাম।
(৪৪) বরিশাল-পশ্চিম : মাওলানা ইব্রাহীম কাওছার সালাফী, মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম, মুস্তাফীযুর রহমান।
(৪৫) বি-বাড়িয়া : আতাউল্লাহ, আল-আমীন হাসান, মুহাম্মাদ লোকমান মিয়াঁ।
(৪৬) বাগেরহাট : মাওলানা আহমাদ আলী রহমানী, মাওলানা আব্বাসুদ্দীন ইলিয়াস, মাওলানা মুহাম্মাদ যুবায়ের ঢালী।
(৪৭) ভোলা : মুহাম্মাদ কামরুল হাসান, মাজেদুল হক, যাকির হোসেন।
(৪৮) ময়মনসিংহ-উত্তর : মুহাম্মাদ ইব্রাহীম খলীল, মুহাম্মাদ হাদিউল ইসলাম, মুহাম্মাদ এরশাদুদ্দীন।
(৪৯) ময়মনসিংহ-দক্ষিণ : মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, মুহাম্মাদ ফযলুল হক, আবুল কালাম আযাদ।
(৫০) মাগুরা : মুহাম্মাদ ওয়াহীদুয্যামান, মুন্সী মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয, মুহাম্মাদ মাহমূদুল হাসান।
(৫১) মাদারীপুর : মাওলানা কামাল হোসাইন, মাওলানা শহীদুল ইসলাম, রেযওয়ান তুষার।
(৫২) মানিকগঞ্জ : মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলাম, মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান, শেখ মুহাম্মাদ শামীম।
(৫৩) মেহেরপুর : মুহাম্মাদ তরীকুয্যামান, মুহাম্মাদ হাসানুল্লাহ, মাষ্টার মুহাম্মাদ আব্দুল বাকী।
(৫৪) মৌলভীবাজার : মুহাম্মাদ ছাদেকুন নূর, মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান, আবু মুহাম্মাদ সোহেল।
(৫৫) যশোর : হাফেয আব্দুল আলীম, মুহাম্মাদ আবুল খায়ের, মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান।
(৫৬) রংপুর-পূর্ব : শাহীন পারভেয, যিল্লুর রহমান, মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক।
(৫৭) রংপুর-পশ্চিম : মুছতফা সালাফী, মুহাম্মাদ মোকছেদুর রহমান, মুহাম্মাদ আতীকুর রহমান।
(৫৮) রাজবাড়ী : মাওলানা মকবূল হোসাইন, গাযী মুখতার, মুহাম্মাদ ইউসুফ আলী খান।
(৫৯) রাজশাহী-সদর : মাওলানা দুররুল হুদা, মাওলানা আবুবকর, মুস্তাক্বীম আহমাদ।
(৬০) রাজশাহী-পূর্ব : মুহাম্মাদ আনোয়ারুল ইসলাম, হাবীবুর রহমান, যিল্লুর রহমান।
(৬১) রাজশাহী-পশ্চিম : অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদা, মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ, অধ্যাপক তোফায্যল হোসাইন।
(৬২) লালমণিরহাট : মাওলানা মুহাম্মাদ শহীদুর রহমান, মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম, মুহাম্মাদ আশরাফুল আলম।
(৬৩) শরীয়তপুর : শেখ আব্দুল কাদের, মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম, মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক ব্যাপারী।
(৬৪) শেরপুর : ডা. মুহাম্মাদ এনামুল হক, হাজী আবুবকর ছিদ্দীক, মুহাম্মাদ হাসান।
(৬৫) সাতক্ষীরা : মাওলানা আলতাফ হোসাইন, মাওলানা ফযলুর রহমান, অধ্যাপক মুফলেহুর রহমান।
(৬৬) সিরাজগঞ্জ : মুহাম্মাদ মুর্তযা, মুহাম্মাদ শফীউল ইসলাম, মুহাম্মাদ আব্দুল মতীন।
(৬৭) সিলেট : মাওলানা মুহাম্মাদ ফায়যুল ইসলাম, মাওলানা মুহাম্মাদ যয়নুল আবেদীন, মুহাম্মাদ হুমায়ূন।

দেশব্যাপী যেলা কমিটি সমূহ পুনর্গঠন

গত ২৫শে আগস্ট শুক্রবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ২০২৩-২০২৫ সেশনের মজলিসে আমেলা ও মজলিসে শূরা পুনর্গঠন ও যেলা সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের মনোনয়ন দানের পর গঠনতন্ত্রের ৮(৪-খ) ও ২২(৪) ধারা অনুযায়ী দেশব্যাপী ৪৫ দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ যেলা কমিটি গঠনের কাজ ধারাবাহিকভাবে চলছে। ইতিমধ্যে গঠনকৃত যেলা সমূহের সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট নিম্নে প্রদত্ত হ'ল।-

১. পাবনা ৩১শে আগস্ট বৃহস্পতিবার : অদ্য বিকাল ৩-টায় যেলার সদর থানাধীন ব্রজনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে পাবনা যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সোহরাব আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার। সভা শেষে আমীরে জামা'আত মনোনীত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বাদে বাকীদের নিয়ে মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। অতঃপর 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক শরীফুল ইসলামের উপস্থিতিতে ৭ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'আল-'আওনে'র কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২. কালদিয়া, বাগেরহাট ৩১শে আগস্ট বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলা শহরের পার্শ্ববর্তী কালদিয়া আল-মারকাযুল ইসলামী মাদ্রাসা ও ইয়াতীমখানা সংলগ্ন জামে মসজিদে বাগেরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আহমাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। সভা শেষে আমীরে জামা'আত মনোনীত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বাদে বাকীদের নিয়ে মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩. কিশোরগঞ্জ ১লা সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার সদর থানাধীন মহিনন্দ গালিমগাযী দারুস সালাম সালাফিইয়াহ হাফেযিয়া মাদ্রাসা ও ইয়াতীমখানা সংলগ্ন জামে মসজিদে কিশোরগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক এস. এম. নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। সভা শেষে আমীরে জামা'আত মনোনীত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বাদে বাকীদের নিয়ে মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪. পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম ১লা সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ নগরীর উত্তর পতেঙ্গাস্থ বায়তুর রহমান আহলেহাদীছ জামে মসজিদ কমপ্লেক্সে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ শেখ সাদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য কাযী হারূণুর রশীদ। সভা শেষে আমীরে জামা'আত মনোনীত সভাপতি, সহ-সভাপতি

ও সাধারণ সম্পাদক বাদে বাকীদের নিয়ে মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৫. ছোট বেলাইল, বগুড়া ১লা সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বিকাল ৩-টায় যেলার সদর থানাধীন ছোট বেলাইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি মুহাম্মাদ মশিউর রহমান বেলালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার। সভা শেষে আমীরে জামা'আত মনোনীত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বাদে বাকীদের নিয়ে মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৬. কক্সবাজার ২রা সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার সদর থানাধীন বাজারঘাটা হাফেয আহমাদ চৌধুরী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি এ্যাডভোকেট শফীউল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও চট্টগ্রাম যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ শেখ সাদী। সভা শেষে আমীরে জামা'আত মনোনীত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বাদে বাকীদের নিয়ে মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৭. কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ ২রা সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার কামারখন্দ থানাধীন চক শাহবাজপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সিরাজগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুর্তাযার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, 'আল-'আওনে'র সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির ও দফতর সম্পাদক খালিদুর রহমান। সভা শেষে আমীরে জামা'আত মনোনীত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বাদে বাকীদের নিয়ে মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। অতঃপর ৭ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'আল-'আওনে'র কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৮. বাঁকাল, সাতক্ষীরা ৪ঠা সেপ্টেম্বর সোমবার : অদ্য বাদ আছর যেলা শহরের উপকণ্ঠে বাঁকাল ব্রীজ সংলগ্ন দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা মসজিদে সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন ও কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম। সভা শেষে আমীরে জামা'আত মনোনীত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বাদে বাকীদের নিয়ে মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। অতঃপর 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকিরের উপস্থিতিতে ৭ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'আল-'আওনে'র কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৯. দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ৬ই সেপ্টেম্বর বুধবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার দামুড়হুদা থানাধীন জয়রামপুর দারুস সুন্নাহ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে চুয়াডাঙ্গা যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার ও শূরা সদস্য মুহাম্মাদ তরীকুয্যামান। সভা শেষে আমীরে জামা'আত মনোনীত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বাদে বাকীদের নিয়ে মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। অতঃপর 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহ নাবীল ও দফতর সম্পাদক খালিদুর রহমানের উপস্থিতিতে ৭ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'আল-'আওনে'র কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১০. ডাকবাংলা, ঝিনাইদহ ৬ই সেপ্টেম্বর বুধবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন ডাকবাংলা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ঝিনাইদহ যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল আযীযের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত পরামর্শ সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, শূরা সদস্য মুহাম্মাদ তরীকুয্যামান, 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহ নাবীল ও দফতর সম্পাদক খালিদুর রহমান। সভা শেষে আমীরে জামা'আত মনোনীত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বাদে বাকীদের নিয়ে মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। অতঃপর 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহ নাবীল ও দফতর সম্পাদক খালিদুর রহমানের উপস্থিতিতে ৭ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'আল-'আওনে'র কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১১. নওদাপাড়া, রাজশাহী ৭ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর মহানগরীর নওদাপাড়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর পূর্ব পার্শ্বস্থ জামে মসজিদের ২য় তলায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী-পূর্ব ও পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী-পশ্চিম যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ ও যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার। সভা শেষে আমীরে জামা'আত মনোনীত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বাদে বাকীদের নিয়ে মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট রাজশাহী-পূর্ব এবং ১১ সদস্য বিশিষ্ট রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১২. রহনপুর ডাকবাংলা পাড়া, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ৮ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার গোমস্তাপুর উপযেলাধীন রহনপুর ডাকবাংলা পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে চাঁপাই নবাবগঞ্জ-উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত

ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদা। সভা শেষে আমীরে জামা'আত মনোনীত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বাদে বাকীদের নিয়ে মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় মেহমান অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম এদিন অত্র মসজিদে এবং অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদা পার্শ্ববর্তী রহনপুর পুরাণ বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন।

১৩. শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ৮ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার শিবগঞ্জ থানাধীন বিশ্বনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে চাঁপাই নবাবগঞ্জ-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি মুহাম্মাদ ইসমাঈল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার ও কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভা শেষে আমীরে জামা'আত মনোনীত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বাদে বাকীদের নিয়ে মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় মেহমান আব্দুর রশীদ আখতার এদিন অত্র মসজিদে এবং অধ্যাপক আব্দুল হামীদ পার্শ্ববর্তী লক্ষ্মীপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন।

১৪. পাঁজরভাঙ্গা, মান্দা, নওগাঁ ৯ই সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার মান্দা থানাধীন পাঁজরভাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে নওগাঁ যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার ও কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভা শেষে আমীরে জামা'আত মনোনীত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বাদে বাকীদের নিয়ে মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। অতঃপর 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক নাজমুন নাঈমের উপস্থিতিতে ৫ সদস্য বিশিষ্ট 'সোনামণি'র যেলা পরিচালনা পরিষদ এবং 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক শরীফুল ইসলামের উপস্থিতিতে ৭ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'আল-'আওনে'র কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১৫. গোবরচাকা, খুলনা ৯ই সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ আছর যেলা শহরের গোবরচাকা মুহাম্মাদিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। সভা শেষে আমীরে জামা'আত মনোনীত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বাদে বাকীদের নিয়ে মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। *(ক্রমশঃ)*

সুধী সমাবেশ

লোহাগড়া, চট্টগ্রাম ২রা সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার লোহাগড়া উপযেলাধীন আইসপার্ক মার্কেটের ২য় তলায় উপযেলা 'আন্দোলন'-এর অফিস কক্ষে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর আহ্বায়ক গোলাম কাদেরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও চট্টগ্রাম যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ শেখ সাদী। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন স্থানীয় ব্যবসায়ী শফীউল আলম। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর যুগ্ম আহ্বায়ক হুমায়ূন কবীর।

মারকায সংবাদ

গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতা

নওদাপাড়া, রাজশাহী ২২শে আগস্ট মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর উদ্যোগে হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত ও মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সম্পাদিত 'বৃটিশ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে ছাদেকপুরী পরিবারের আত্মত্যাগ' গ্রন্থের উপর গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে মারকাযের ১০৬ জন ছাত্র অংশগ্রহণ করে। এমসিকিউ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রতিযোগিতায় ১ম স্থান অধিকার করে আব্দুল মতীন (কুল্লিয়া, ১ম বর্ষ), ২য় স্থান অধিকার করে আহমাদ মোল্লা (১০ম) এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করে মোছাদ্দেক হোসাইন (৯ম)।

পরেরদিন ২৩শে আগস্ট বুধবার বাদ মাগরিব মাদ্রাসার পশ্চিম পার্শ্বস্থ মসজিদে উক্ত প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। মারকাযের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ড. নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ডে'র চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মারকাযের সেক্রেটারী মাওলানা দুরুল হুদা ও মুখলেছুর রহমান মাদানী।

প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ১ম স্থান অধিকারীকে আটশ' টাকা ও সমমূল্যের বই, ২য় স্থান অধিকারীকে পাঁচশত টাকা এবং তৃতীয় স্থান অধিকারীকে তিনশত টাকা ও সমমূল্যের বই উপহার হিসাবে প্রদান করা হয়। এছাড়া আরো ৬ জনকে সান্ত্বনা পুরস্কার দেওয়া হয়।

মৃত্যু সংবাদ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বরগুনা যেলার শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ক্বারী মুহাম্মাদ ছগীরুল আলম (৬০) গত ৩০শে আগস্ট রোজ বুধবার দুপুর পৌনে ১-টায় প্রচণ্ড বুক ব্যথায় আক্রান্ত হয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে গুলিস্তানে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'ঊন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও ২ কন্যাসহ বহু সাংগঠনিক সাথী ও আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। পরদিন সকাল ৯-টায় তার শ্বশুর বাড়ী সদর থানাধীন চরগাছিয়ায় তার ১ম জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন হেউলিবুনিয়া দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষক মাওলানা মনোয়ার হোসাইন। অতঃপর বেলা ১১-টায় তার বাসস্থান আমতলী থানাধীন বড় আমখোলায় ২য় জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। এখানে ইমামতি করেন স্থানীয় হাফেযিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক হাফেয ইমরান হোসাইন। জানাযা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। জানাযায় যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. মুহাম্মাদ যাকির মোল্লা, 'আন্দোলন'-এর কর্মী মাওলানা মাহবূবুর রহমান, মুহাম্মাদ আল-আমীন, দেলাওয়ার হোসাইন, মুহাম্মাদ মুক্বীমসহ বিপুল সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/১) : আমি ছালাতরত অবস্থায় যদি বুঝতে পারি যে আমার জুতাসহ মালামাল চুরি হয়ে যাচ্ছে, তাহ'লে আমি কি ছালাত ছেড়ে চোরকে প্রতিহত করতে পারব?

-আব্দুল মালেক, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : ছালাতরত অবস্থায় কোন মুছল্লী তার জুতা চুরি হয়ে যাচ্ছে, বুঝতে পারলে ছালাত ছেড়ে নিজের সম্পদ রক্ষা করবে *(ওছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ০৮/০২)*। অতঃপর ছালাতে দাঁড়িয়ে যাবে। রাসূল (ছাঃ) জান ও মালের ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষার জন্য ছালাতে সাপ বা বিচ্ছু মারার বৈধতা দিয়েছেন *(আবুদাউদ হা/৯২১; মিশকাত হা/১০০৪, ছহীহুল জামে' হা/১১৪৭)*। ক্বাতাদা (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল কোন মুছল্লী যদি বুঝতে পারে যে, শিশু কূপে পড়ে যাচ্ছে তাহ'লে সে কি করবে? তিনি বললেন, ছালাত ছেড়ে তাকে রক্ষা করবে। আর যদি তার জুতা চুরি হ'তে দেখে তাহ'লে কী করবে? তিনি বললেন, ছালাত ছেড়ে দিবে এবং সম্পদ রক্ষা করবে *(মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৩২৯১)*।

প্রশ্ন (২/২) : বিভিন্ন সময় আরব থেকে শায়েখ-মাশায়েখ বাংলাদেশে আগমন করেন এবং বিভিন্ন মসজিদে খুৎবা দেন। আরবী ভাষায় খুৎবা প্রদান করায় মুছল্লীরা বুঝতে পারে না। এমতাবস্থায় কোন বাঙ্গালী খুৎবার তরজমা করে দিলে কোন দোষ হবে কি?

-আবরার ফাহাদ, কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ।

উত্তর : খুৎবার সময় অনুবাদ চলবে না *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৩/১৮১; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ১৯/১৭৮-৮০)*। খুৎবা ও ফরয ছালাত শেষে খুৎবার অনুবাদ করা যেতে পারে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৮/২৫৩; ওছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব ০৮/০২)*।

প্রশ্ন (৩/৩) : যদি কারো জমি বন্ধক নিয়ে সেই জমি অন্যের কাছে লীজ দেই, তবে বার্ষিক লীজের টাকা কি আমি নিতে পারব, না সেটা জমির মালিককে দিতে হবে?

-মুহাম্মাদ শামীম, ডেমরা, ঢাকা।

উত্তর : বন্ধকী জমি দ্বারা উপকৃত হওয়া যাবে না এবং উপকার গ্রহণের শর্তে জমি বন্ধকও রাখা যাবে না। কারণ এটা ঋণ, আর ঋণ প্রদান করে এর বিনিময়ে লাভ ভোগ করা সূদের অন্তর্ভুক্ত। ছাহাবীগণ এমন ঋণ নিষেধ করতেন, যা লাভ নিয়ে আসে *(বায়হাক্বী ৩/৩৪৯-৩৫০; ইরওয়াউল গালীল হা/১৩৯৭)*। অতএব জমি বন্ধকগ্রহণকারী উক্ত জমি লীজ দিতে পারবে না *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৪/২৫০; ছালেহ ফাওযান, মাজমূ' ফাতাওয়া ২/৫০৫; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৪/১৭৬-৭৭)*। আর লীজ দিয়ে থাকলে সেই টাকা জমির মালিককে দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, সাধারণ অবস্থায় জমি ভাড়া (লীজ) দেওয়া ও নেওয়া এবং তাতে চাষাবাদ করায় কোন বাধা নেই *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৯৭৪)*।

প্রশ্ন (৪/৪) : ঘুমানোর পূর্বে নিয়মিতভাবে মোবাইলে দেখে সূরা মুলক পাঠ করা বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত হবে কি?

-তামান্না, সাতক্ষীরা।

উত্তর : মোবাইলে কুরআন পাঠ করা যায়। যদিও বিদ্বানগণ মুছহাফ থেকে তেলাওয়াতকে উত্তম বলেছেন। কারণ এতে অন্তরে অধিক পরিতৃপ্তি লাভ হয় *(নববী, আত-তিবইয়ান ফি আদাবি হাম্মালাতিল কুরআন ১০০ পৃ.; নববী, আল-মাজমূ' ২/১৬৬)*। তবে যে পদ্ধতিতেই তেলাওয়াত করা হৌক না কেন মূল বিষয় হ'ল তেলাওয়াতকালে অন্তর থেকে কুরআন অনুধাবন ও হৃদয়াঙ্গম করা *(ইবনু তায়মিয়াহ মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৪/৩৫২)*।

প্রশ্ন (৫/৫) : মাগরিবের ছালাতের সুন্নাত শেষ করার পর নিয়মিতভাবে দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-মুহাম্মাদ হারূণ, মনোহরদী, নরসিংদী।

উত্তর : মাগরিব ছালাতের পরে দু'রাক'আত সুন্নাতে রাতেবা রয়েছে। এর পরে কেউ নফল ছালাত আদায় করতে চাইলে নিয়মিতভাবে নয়, বরং অনিয়মিতভাবে দুই দুই রাক'আত করে অনির্ধারিত রাক'আত নফল ছালাত আদায় করতে পারে *(শাওকানী, নায়লুল আওতার ৩/৬৮; ওছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব ৮/২)*। রাসূল (ছাঃ) মাঝে মধ্যে মাগরিব থেকে এশা অবধি অনির্ধারিত রাক'আত নফল ছালাত আদায় করতেন *(তিরমিযী হা/৬০৪; মিশকাত হা/৬১৬২; ছহীহাহ হা/২৫৮৫)*।

প্রশ্ন (৬/৬) : বুখারী ১৯৬১ ও ৬২ নং হাদীছ দ্বারা রাসূল (ছাঃ) যে নূরের তৈরী তা প্রমাণিত হয় কি?

-ইব্রাহীম, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

উত্তর : উক্ত হাদীছদ্বয়ে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা 'ছওমে বিছাল' পালন করবে না। লোকেরা বলল, আপনি যে ছওমে বিছাল করেন? তিনি বললেন, আমি তোমাদের মত নই। আমাকে পানাহার করানো হয় (অথবা বললেন) আমি পানাহার অবস্থায় রাত্রি অতিবাহিত করি *(বুখারী হা/১৯৬১)*। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ছওমে বিছাল হ'তে নিষেধ করলেন। লোকেরা বলল, আপনি যে ছওমে বিছাল পালন করেন! তিনি বললেন, আমি তোমাদের মত নই, আমাকে পানাহার করানো হয় *(বুখারী হা/১৯৬২)*। উক্ত হাদীছদ্বয় দ্বারা কোনভাবেই প্রমাণিত হয় না যে, রাসূল (ছাঃ) নূরের তৈরি ছিলেন। কেননা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কাউকে খাওয়ানো হ'লেই তাঁকে নূরের তৈরি বলা যাবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা কেবল নবীকে নয় বরং অসুস্থ ব্যক্তিকেও খাওয়ান এবং পান করান। তিনি বলেন, তোমরা তোমাদের রোগীদেরকে পানাহারের জন্য বাধ্য করো না। কেননা (তারা না খেলেও) আল্লাহ তাদেরকে পানাহার করিয়ে থাকেন' *(তিরমিযী হা/২০৪০; মিশকাত হা/৪৫৩৩; ছহীহাহ হা/৭২৭)*।

তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা মরিয়ম (আঃ)-কে জান্নাত থেকে অমৌসুমের ফল খাওয়াতেন *(আলে-ইমরান ৪/৩৭)*। অতএব নবী করীম (ছাঃ)-কে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পানাহার করানো দ্বারা এই দলীল গ্রহণ করার অবকাশ নেই যে, তিনি নূরের তৈরী ছিলেন।

প্রশ্ন (৭/৭) : কেউ যদি না জেনে হারাম টাকা বিনিয়োগ করে অনেক বেশী মুনাফা অর্জন করে এবং পরে তওবা করতে চায় তাহ'লে কি মুনাফাসহ আসল টাকা দান করতে হবে নাকি শুধু হারাম অংশটুকু দান করতে হবে?

-সাজ্জাদ হোসাইন, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তর : মূল হারাম হ'লে লাভও হারাম হবে। তবে কেউ যদি না জেনে বিনিয়োগ করে থাকে, তবে হারাম সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর উক্ত হারাম মূলধন নেকীর আশা ব্যতীত জনকল্যাণে ব্যয় করে দিলে লভ্যাংশ হালাল হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ বলেন, 'অতঃপর যার নিকটে তার প্রভুর পক্ষ থেকে উপদেশ এসে গেছে এবং সে বিরত হয়েছে, তার জন্য পিছনের সব গোনাহ মাফ। তার (তওবা কবুলের) বিষয়টি আল্লাহ্র উপর ন্যস্ত' *(বাক্বারাহ ২/২৭৫; শানক্বীতী, আযওয়াউল বায়ান ৭/৪৯৮)*। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ, ইবনুল ক্বাইয়িম, ওছায়মীন প্রমুখ বিদ্বানগণ বলেন, হারাম জানার পূর্বে যা কিছু গ্রহণ করেছে, তা তওবার পরে নিজের জন্য রেখে দিতে পারে *(মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৯/৪৪৩; যাদুল মা'আদ ৫/৬৯১; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৫/৪৫)*।

প্রশ্ন (৮/৮) : কোন কারণে দাঁত ক্ষতিগ্রস্ত হ'লে দাঁতে ক্যাপ পরানো যাবে কি? এটা সৃষ্টির পরিবর্তন হিসাবে গণ্য হবে কি?

-নাফীযুদ্দীন, পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : এটা সৃষ্টির পরিবর্তন নয়; বরং চিকিৎসা হিসাবে গণ্য হবে। কুলাবের যুদ্ধে আরফাজাহ বিন আস'আদ-এর নাক কাটা গিয়েছিল। তিনি রূপার দ্বারা একটি নাক তৈরি করেছিলেন। অতঃপর তাতে দুর্গন্ধ দেখা দিলে নবী করীম (ছাঃ) তাঁকে স্বর্ণের নাক তৈরি করতে নির্দেশ দিলেন *(আবুদাঊদ, হা/৪২৩২, মিশকাত হা/৪৪০০ 'পোষাক' অধায়, 'আংটি' অনুচ্ছেদ, সনদ হাসান)*।

প্রশ্ন (৯/৯) : সম্প্রতি বাংলাদেশে সার্বজনীন পেনশন স্কীম চালু হয়েছে। যে পদ্ধতিতে এটি করা হয়েছে তা কি ইসলামী শরী'আত সম্মত?

-আফযাল হোসাইন, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : এ পদ্ধতি শরী'আতসম্মত নয়। বরং এটি সূদী পদ্ধতি। এখান থেকে মুসলমানদের বেঁচে থাকা আবশ্যক। সরকার ঘোষিত সার্বজনীন পেনশনের রূপরেখাটি প্রচলিত বীমা পদ্ধতি বা ব্যাংকের ডিপিএসের মত, যা গারার (অস্পষ্টতা) ও রিবা (সূদ)-নির্ভর। অর্থাৎ একজন নাগরিক নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত নির্ধারিত হারে নিয়মিত চাঁদা দিবে। বিপরীতে নির্দিষ্ট বয়সে সরকার তাকে আমৃত্যু পেনশন তথা ঋণের বিনিময়ে সূদ দিবে। এই নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা দিয়ে বিনিময়ে অতিরিক্ত অর্থ পাওয়ার চুক্তি সরাসরি সূদের আওতায় পড়ে। কারণ যে ঋণ লাভ নিয়ে আসে তা-ই সূদ *(ইরওয়া হা/১৩৯৭)*। সূদ সর্বাবস্থায় হারাম *(বাক্বারাহ ২/২৭৫)*।

তবে সরকার নাগরিকদের কল্যাণে সার্বজনীন বেকার ভাতা বা দরিদ্র ভাতা চালু করতে পারে। যাতে সকল নাগরিক সূদমুক্ত জীবন পরিচালনা করতে পারে। এছাড়াও সরকার চাইলে ব্যবসায় লভ্যাংশের ভিত্তিতে সূদমুক্ত ইসলামী স্কীম চালু করতে পারে।

প্রশ্ন (১০/১০) : কোন মানসিক ভারসম্যহীন ব্যক্তি যদি আত্মহত্যা করে তবে তাকে আত্মহত্যার শাস্তি ভোগ করতে হবে কি?

-আবু তাহের সাজিদ, চট্টগ্রাম।

উত্তর : আত্মহত্যা মহাপাপ এবং তার জাহান্নামী হওয়ার অন্যতম কারণ। তবে পাগল বা মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি আত্মহত্যা করলে সে পরকালীন শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে ইনশাআল্লাহ। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তিন ব্যক্তির উপর থেকে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে (১) পাগল, যতক্ষণ না সুস্থ হয়, (২) ঘুমন্ত ব্যক্তি, যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয় এবং (৩) নাবালক শিশু, যতক্ষণ না সে বালেগ হয়' *(আবুদাউদ হা/৪৪০৩; মিশকাত হা/৩২৮৭; ছহীহুল জামে' হা/৩৫১৪; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ৪৫/১৭২)*।

প্রশ্ন (১১/১১) : পানির ব্যবস্থা না থাকায় তায়াম্মুম করে ফরয ছালাত আদায় করার কিছুক্ষণ পর পানির ব্যবস্থা হয়ে গেলে এবং ওয়াক্ত থাকলে উক্ত ছালাত পুনরায় আদায় করতে হবে কি?

-এম হোসাইন, আসাম, ভারত।

উত্তর : তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করার পরে ওয়াক্তের মধ্যে পানি পেয়ে গেলেও পুনরায় ছালাত আদায় করার প্রয়োজন নেই। আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) বলেন, দুই লোক সফরে বের হ'ল। পথিমধ্যে ছালাতের সময় হ'ল, অথচ তাদের কাছে পানি ছিল না। তাই তারা দু'জনই পাক মাটিতে তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করে নিল। অতঃপর ছালাতের সময়ের মধ্যেই তারা পানি পেয়ে গেল। তাই তাদের একজন ওযু করে আবার ছালাত আদায় করল এবং দ্বিতীয়জন তা করল না। এরপর তারা ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে তা বর্ণনা করল। যে ব্যক্তি ছালাত আদায় করেনি তাকে তিনি বললেন, তুমি সুন্নাতের উপরই ছিলে। এ ছালাতই তোমার জন্য যথেষ্ট। আর যে ব্যক্তি ওযূ করে পুনরায় ছালাত আদায় করেছে তাকে বললেন, তোমার জন্য দ্বিগুণ ছওয়াব রয়েছে *(আবুদাউদ হা/৩৩৮; মিশকাত হা/৫৩৩, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (১২/১২) : আমি সঊদী প্রবাসী। ইক্বামার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও আমি অবৈধভাবে আছি। আমাকে গুনাহগার হ'তে হবে কি?

-মঈনুল ইসলাম, বরিশাল।

উত্তর : শরী'আত বিরোধী নয় রাষ্ট্রের এমন বিধিনিষেধ পালন করা আবশ্যক। কোন দেশের আইন উপেক্ষা করে সেখানে অবস্থান করা সমীচীন নয়। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা তোমাদের অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর'

(মায়েদাহ ৫/১)। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মুসলিমগণ পরস্পরের মধ্যে যে শর্ত করবে, তা অবশ্যই পালন করতে হবে। কিন্তু যে শর্ত ও চুক্তি হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করবে তা জায়েয হবে না' *(তিরমিযী হা/১৩৫২; মিশকাত হা/২৯২৩)*। এক্ষণে আপনার করণীয় হবে ইক্বামা নবায়ন করা নতুবা নিজ দেশে ফেরার চেষ্টা করা।

প্রশ্ন (১৩/১৩) : জনৈক ব্যক্তি জীবিতাবস্থায় সম্পদের কিছু অংশ কিছু ওয়ারিছের নামে রেজিস্ট্রি করে যান। বাকী অংশ তার মৃত্যুর নির্দিষ্ট কয়েক বছর পর বণ্টন করার অছিয়ত করে যান। এরূপ করা সঠিক হয়েছে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : সুন্নাত হ'ল মৃত্যুর পরে ওয়ারিছদের মধ্যে শরী'আত মোতাবেক সম্পত্তি বণ্টন হবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা মৃত্যুর পরে সম্পদ বণ্টনের কথা আলোচনা করেছেন *(নিসা ৪/১১-১২)*। তাছাড়া জীবদ্দশায় সম্পদ বণ্টন করে দিলে নিজেই অসহায় হয়ে যেতে পারে। এক্ষণে কেউ যদি তার যাবতীয় সম্পদ বা কিছু সম্পদ ওয়ারিছদের মাঝে বণ্টন করে দিতে চায়, তাহ'লে ফারায়েয অনুযায়ী যথানিয়মে বণ্টন করে দিতে হবে *(মারদাভী, আল-ইনছাফ ৭/১৪২; ওছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১৬/০২)*। যেমন ছাহাবী সা'দ বিন ওবাদা (রাঃ) তার জীবদ্দশায় তার যাবতীয় সম্পদ বণ্টন করে সফরে বের হয়ে যান এবং সে সফরেই মারা যান *(সুনান সাঈদ বিন মানছূর হা/২৯১, ২৯২)*।

প্রশ্নে বর্ণনা অনুযায়ী কিছু ওয়ারিছকে বিশেষভাবে সম্পদ লিখে দেওয়া হয়েছে, যা শরী'আতসম্মত হয়নি। অন্যদিকে মৃত্যুর কয়েক বছর পরে সম্পদ বণ্টন করার অছিয়ত করা হয়েছে, যা ঠিক হয়নি। কারণ মানুষ মারা গেলে সে আর সম্পত্তির মালিক থাকে না। বরং জীবিত ওয়ারিছেরা তার মালিক হয়ে যায়। অতএব এই বণ্টন ও অছিয়ত কোনটাই সঠিক হয়নি এবং তা গ্রহণযোগ্য নয়। এমতাবস্থায় উক্ত সম্পত্তি ওয়ারিছগণ শরী'আত অনুযায়ী সঠিকভাবে আপোষে সমঝোতার মাধ্যমে পুনর্বণ্টন করে নিবেন।

প্রশ্ন (১৪/১৪) : ছালাতের সময় মুওয়াযযিন বা যিনি ইক্বামত দিবেন তাকে ইমামের পিছনে দাঁড়ানো আবশ্যক কি?

-মঈন মাহমূদ, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : মুওয়াযযিন বা যিনি ইক্বামত দিবেন তাকে ইমামের পিছনে দাঁড়ানো আবশ্যক নয়। তবে দায়িত্বশীল হিসাবে তিনি ইমামের পিছনে দাঁড়াতে পারেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের মাঝে বুদ্ধিমান ও বিজ্ঞজন (ছালাতে) আমার কাছাকাছি দাঁড়াবে। তারপর দাঁড়াবে তাদের নিকটবর্তী স্তরের লোক। এ কথা তিনি তিনবার উচ্চস্বরে বললেন। আর তোমরা (মসজিদে) বাজারের ন্যায় হৈ চৈ করবে না *(মুসলিম হা/৪৩২; মিশকাত হা/১০৮৯)*।

প্রশ্ন (১৫/১৫) : স্ত্রী অনুমতি ছাড়াই পিতার বাড়িতে চলে যাওয়ার কিছুদিন পর আমি তাকে আইনগতভাবে তালাক দেই। এভাবে বিচ্ছেদের ১০ বছর পর সে মোহরানা দাবী করছে। এক্ষণে তাকে মোহরানা দিতে হবে কি?

-মুনীরুল ইসলাম, শাহজাহানপুর, বগুড়া।

উত্তর : স্ত্রীর জন্য স্বামীর অনুমতি ব্যতীত পিতার বাড়িতে চলে যাওয়া অবাধ্যতা এবং গুনাহের কাজ। তবে তার চলে যাওয়াটা মোহরানা মাফের কারণ নয়। এক্ষণে স্বামীর পক্ষ থেকে তালাক হওয়ায় স্ত্রীকে তার প্রাপ্য মোহরানা দিতে হবে। প্রদান না করলে তিনি ঋণী থাকবেন। উল্লেখ্য যে, স্ত্রী খোলা' তথা স্বামীর কাছে নিজ থেকে তালাক চাইলে বা আদালতের মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীকে মোহরানা দিতে হবে না। বরং নগদ মোহরানা দেওয়া থাকলে স্ত্রীই স্বামীকে সেই মোহরানা ফেরত দিবে কিংবা সমঝোতা করবে *(বুখারী হা/৫২৭২; মিশকাত হা/৩২৭৪; ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ৯/৩৯৯; ওছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১২/৩৯২)*।

প্রশ্ন (১৬/১৬) : আমাদের ৪ বছরের বিবাহিত জীবনে অনেকবার ঝগড়ার সময় স্বামী আমাকে বলেছেন, তোমার ভালো না লাগলে বাড়ি চলে যাও আর আসতে হবে না, বা কখনো বলেছেন, বাড়ি চলে যাও। যদিও কখনো আমরা ১ মাসও আলাদা অবস্থান করিনি। স্বামী এসব কথা 'কেনায়া তালাক' হিসাবে গণ্য হবে কি? বিশেষত স্বামী যদি তালাকের নিয়তে এরূপ বলে থাকেন?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : প্রথমতঃ তালাকের নিয়তসহ এমন ইঙ্গিতবহ বাক্য উল্লেখ করে তালাক প্রদান করাকে 'কেনায়া তালাক' বলে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ৩২/৩০২)*। অতএব তালাকের নিয়তে স্বামী এসব কথা বলে থাকলে প্রত্যেক মাসের পবিত্রতাকালীন সময়ে প্রদত্ত তালাক এক তালাক হিসাবে গণ্য হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ তালাকের নিয়ত ছাড়া এমনিতেই কেউ বললে এমন ইঙ্গিতবহ কথা তালাক হিসাবে গণ্য হবে না। কিন্তু অনর্থক এমন কথা বলা থেকে অবশ্যই সাবধান থাকতে হবে। কেননা তালাক কোন হালকা বিষয় নয়। যেমন আয়েশা (রাঃ) বলেন, জাওনের কন্যাকে (ابْنَةُ الْجَوْنِ) যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট একটি ঘরে পাঠানো হ'ল আর তিনি তার নিকটবর্তী হ'লেন, তখন সে বলল, আমি আপনার থেকে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তুমি তো এক মহামহিমের কাছে পানাহ চেয়েছ। তুমি তোমার পরিবারের কাছে গিয়ে মিলিত হও' *(বুখারী হা/৫২৫৪; ইবনু মাজাহ হা/২০৫০)*। আর এটাই ছিল তার জন্য তালাক।

প্রশ্ন (১৭/১৭) : আমি মসজিদুল হারামে কর্মরত। আমাদের কোম্পানীর খাবার অনেক খারাপ হওয়ায় আমরা খেতে পারি না। অন্যদিকে ঘরে রান্না করা নিষিদ্ধ। তারপরও মাঝে মাঝেই হিটারে রান্না করে খাই। এভাবে গোপনে রান্না করে খাওয়া জায়েয হবে কি?

-হাবীবুল্লাহ, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তর : রাষ্ট্রের আইন-কানূন শরী'আতবিরোধী না হ'লে তা মেনে চলা আবশ্যক *(শানক্বীতী, আযওয়াউল বায়ান ৩/২৬০)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মুসলিমগণ পরস্পরের মধ্যে যে শর্ত করবে, তা অবশ্যই পালন করতে হবে *(তিরমিযী হা/১৩৫২; মিশকাত হা/২৯২৩)*। অতএব প্রশাসনিক নিয়ম সাধ্যমত মানার

চেষ্টা করবে। সম্ভব না হ'লে কোম্পানীর নিকট বিষয়টি তুলে ধরবে এবং তাদের নীতি পরিবর্তনের দাবী জানাবে। তাতেও কাজ না হ'লে অন্যত্র চাকুরী নিবে।

প্রশ্ন (১৮/১৮) : খালি গায়ে ঘুমালে শয়তান শরীরে বসবাস করে মর্মে কোন দলীল আছে কি?

-মুস্তাক্বীম, জুরাইন, ঢাকা।

উত্তর : উক্ত মর্মে কোন হাদীছ পাওয়া যায় না। তবে সাধারণভাবে শয়তান মানব দেহের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করে তাকে ধোঁকা দিয়ে থাকে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমাদের কেউ ঘুম থেকে উঠবে, সে যেন নাকে পানি দিয়ে তিনবার নাক ঝেড়ে নেয়। কেননা শয়তান তার নাকের ভেতর রাত্রি যাপন করে' *(মুসলিম হা/২৩৮; মিশকাত হা/৩৯২)*। অন্যত্র এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, এমন এক লোকের কথা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট উল্লেখ করা হ'ল, যে ফজরের ছালাতের জন্য জাগ্রত না হয়ে সকাল পর্যন্ত ঘুমিয়ে কাটায়। তিনি বললেন, তার কানে শয়তান প্রস্রাব করে দিয়েছে *(বুখারী হা/১১৪৪; মিশকাত হা/১২২১)*। তাছাড়া শয়তান মানুষের চুলে তিনটি গিট মেরে দীর্ঘ ঘুমের জন্য উৎসাহিত করে। দো'আ পাঠ করা, ওযূ করা ও ছালাত আদায়ের মাধ্যমে এই গিটগুলো খুলে যাওয়ার ব্যাপারে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে *(বুখারী হা/১১৪২; মিশকাত হা/১২১৯)*। অতএব শয়তানের হাত থেকে বাঁচার জন্য শোয়ার সময় সূরা ইখলাছ, ফালাক, নাস পড়ে দু'হাতে ফুঁক দিয়ে যতদূর সম্ভব দেহের সর্বত্র হাত বুলাবে এবং আয়াতুল কুরসী পড়ে ডান কাতে ঘুমিয়ে যাবে। ইনশাআল্লাহ শয়তান থেকে নিরাপদ থাকবে।

প্রশ্ন (১৯/১৯) : বিবাহের ৪ মাস পর স্বামী বিদেশে চলে যায়। কিছুদিন পর আমি জৈবিক চাহিদার কষ্টে অন্যত্র বিবাহ করার জন্য স্বামীর নিকটে তালাক চাই। কিন্তু স্বামী তাতে রাযী হয় না। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-মুসাম্মাৎ জুলফা, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম।

উত্তর : স্বামীর উচিৎ স্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তালাক প্রদানের মাধ্যমে স্ত্রীকে মুক্ত করে দেওয়া। নইলে স্বামী গোনাহগার হবে। আল্লাহ বলেন, 'এক্ষণে যদি তোমরা ভয় কর যে তারা আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা ঠিক রাখতে পারবে না, তাহ'লে স্ত্রী কিছু বিনিময় দিলে তা গ্রহণে উভয়ের কোন দোষ নেই। এটাই আল্লাহ্র সীমারেখা। অতএব তোমরা তা অতিক্রম করো না। যারা আল্লাহ্র সীমারেখা সমূহ অতিক্রম করে, তারা হ'ল সীমালংঘনকারী *(বাক্বারাহ ২/২২৯; বাহুতী, কাশশাফুল কেনা' ৫/২১২;, ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৭/৩২৩-২৫)*। তবে স্ত্রী পরকীয়ার কারণে স্বামীর নিকট তালাক চাইলে সে পরকালে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে। স্মর্তব্য যে, শারঈ ওযর ব্যতীত স্ত্রী স্বামীর নিকট তালাক চাইতে পারে না। কোন কারণ ছাড়াই যদি কেউ স্বামীর কাছে তালাক চায়, তাহ'লে সে জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না *(আবূদাঊদ হা/২২২৬; মিশকাত হা/৩২৭৯; ছহীহুত তারগীব হা/২০১৮)*। অন্য বর্ণনায় বিনা কারণে তালাকপ্রার্থী নারীকে মুনাফিক বলা হয়েছে *(তিরমিযী হা/১১৮৬; মিশকাত হা/৩২৯০; ছহীহাহ হা/৬৩২)*। অতএব উক্ত অবস্থায় নারী চাইলে ধৈর্য সহকারে স্বামীর সংসারে থাকতে পারে অথবা খোলা' করে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্যত্র বিবাহ করতে পারে।

প্রশ্ন (২০/২০) : একজন মেয়ে আল্লাহ্র কসম করে বলেছে, কোন গায়ের মাহরাম ছেলেদের সাথে কখনো কথা বলবে না। কিন্তু তাকে বাইরে যেতে হয়। অনেক সময় ছেলেদের সাথে যেমন রিকশাওয়ালাদের সাথে প্রয়োজনীয় কথা বলতে হয়। এক্ষণে তার করণীয় কি? তাকে কি নিয়মিত কাফফারা দিতে হবে নাকি একবার কাফফারা দিলেই যথেষ্ট হবে?

-তরীকুল ইসলাম, ঢাকা।

উত্তর : কসমের সময় প্রয়োজনীয় কথা বলার বিষয়টি নিয়তে রাখলে কোন কাফফারা দিতে হবে না। আর নিয়তে না রাখলে একবার কাফফারা দিলেই যথেষ্ট হবে *(ওছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১৫/১৩২-১৩৩; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২৩/৬২)*। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ তোমাদের পাকড়াও করবেন না তোমাদের অনর্থক শপথের জন্য। কিন্তু পাকড়াও করবেন যেগুলি তোমরা দৃঢ় সংকল্পের সাথে কর। এরূপ শপথ ভঙ্গের কাফফারা হ'ল, দশজন অভাবগ্রস্তকে মধ্যম মানের খাদ্য প্রদান করা যা তোমরা তোমাদের পরিবারকে খাইয়ে থাক অথবা অনুরূপ মানের পোষাক প্রদান করা অথবা একটি ক্রীতদাস বা দাসী মুক্ত করা। অতঃপর যে ব্যক্তি এতে সক্ষম হবে না, সে তিনদিন ছিয়াম পালন করবে। এটাই তোমাদের শপথ সমূহের কাফফারা যখন তোমরা তা করবে' *(মায়েদাহ ৫/৮৯)*।

প্রশ্ন (২১/২১) : আমার বোন প্রতি রাতে সূরা মুলক পাঠ করে। বর্তমানে রাতে প্রায়ই স্বামী ফোন করে দীর্ঘক্ষণ কথা বলায় বোন উক্ত আমলটি দিনের বেলা করে ফেলে। এতে কি সে রাতের মত অনুরূপ ফযীলত পাবে?

-নাজিয়া তাসনীম, ঢাকা।

উত্তর : সূরা মুলক রাতে পাঠ করার যেমন ফযীলত রয়েছে তেমনি সাধারণভাবে যেকোন সময় পাঠেরও ফযীলত রয়েছে। তবে এটি রাতে পাঠ করাই উত্তম। সূরা মুলক সাধারণভাবে পাঠের ফযীলত সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, এটি তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দিবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করাবে *(ছহীহুল জামে' হা/২০৯২)*। তিনি আরো বলেন, 'সূরা মুলক কবরের আযাব থেকে বাধাদানকারী' *(ছহীহাহ হা/১১৪০; ছহীহুল জামে হা/৩৬৪৩)*। একটি বর্ণনা এসেছে, এই সূরাটি রাতে পাঠ করলে মৃত্যুর পরে যখন মাইয়েতকে কবরে রাখা হবে এবং মাটি সবদিকে থেকে চাপ দিবে, তখন এই সূরা সবদিক থেকে মাটিকে প্রতিহত করবে *(হাকেম হা/৩৮৩৯; ছহীহুত তারগীব হা/১৪৭৫; ছহীহাহ হা/১১৪০)*।

অতএব দিনে বা রাতে এই সূরা নিয়মিত পাঠকারীর জন্য বিশেষ প্রতিদান রয়েছে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৪/৩৩৪-৩৫)*। এক্ষণে কেউ দিনে পাঠ করলে দিনে পাঠের ফযীলত পাবে। আর রাতে পাঠ করলে রাতের পাঠের জন্য বিশেষ ফযীলত পাবে *(ওছায়মীন, লিক্বাউল বাবিল মাফতূহ ৫/১৫)*। সুতরাং কেউ খালেছ নিয়তে সূরা মুলক দিনে পাঠ করলেও কবর আযাব থেকে রক্ষা ও জান্নাত লাভে ধন্য হ'তে পারবে ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন (২২/২২) : সূরা বাক্বারার ৬২ ও মায়েদার ৬৯ আয়াত অনুযায়ী বুঝা যায় যে, ইহূদী, নাছারা ও অগ্নিপূজকেরাও কেবল আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করলে এবং সৎকর্ম করলে জান্নাতে চলে যাবে। হাদীছ অস্বীকারকারীরা এর দ্বারা বলতে চায় যে, তারাও জান্নাতে যাবে। এর সঠিক ব্যাখ্যা জানতে চাই।

-আনাস, নিউইয়র্ক, আমেরিকা।

উত্তর : সূরা বাক্বারার ৬২ আয়াতে বলা হয়েছে, নিশ্চয়ই মুমিন, ইহূদী, নাছারা ও ছাবেঈদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম সম্পাদন করেছে, তাদের জন্য পুরস্কার রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকটে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তান্বিত হবে না'। অন্যদিকে সূরা মায়েদাহ ৬৯ আয়াতে বলা হয়েছে, 'নিশ্চয়ই মুসলিম, ইহূদী, ছাবেঈ ও নাছারাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও ক্বিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের জন্য কোন ভয় নেই এবং তারা কোনরূপ চিন্তান্বিত হবে না'। উক্ত আয়াতদ্বয়ের প্রকাশ্য অর্থ হ'ল যারা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাস করে তারা জান্নাতে চলে যাবে সে যে ধর্মের অনুসারী হৌক না কেন। কিন্তু কুরআনের একটি আয়াতকে আরেকটি আয়াত ব্যাখ্যা করে। প্রথমত আয়াত দু'টি সূরা আলে ইমরান ৮৫ আয়াত দ্বারা মানসূখ হয়ে গেছে। যাতে বলা হয়েছে, 'আর যে ব্যক্তি 'ইসলাম' ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন তালাশ করে, তার নিকট থেকে তা কখনোই কবুল করা হবে না এবং ঐ ব্যক্তি আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আলে ইমরান ৩/৮৫)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তার কসম করে বলছি, এ উম্মতের যে কেউ চাই যে ইহূদী হৌক বা খৃষ্টান হৌক, আমার আগমনবার্তা শুনেছে, অথচ আমি যে শরী'আত নিয়ে এসেছি, তার উপরে ঈমান আনেনি, সে অবশ্যই জাহান্নামী হবে' *(মুসলিম হা/১৫৩; মিশকাত হা/১০)*।

একদিন ওমর (রাঃ) তাওরাতের কয়েকটি পৃষ্ঠা নিয়ে পড়ছিলেন। তা দেখে নবী করীম (ছাঃ) রাগান্বিত হয়ে বললেন, 'সেই সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! যদি মূসাও আজ জীবিত থাকতেন, তাহ'লে আমার অনুসরণ ব্যতীত তার কোন উপায় থাকত না' *(মিশকাত হা/১৯৪, ১৭৭; ইরওয়া হা/১৫৮৯)*। দ্বিতীয়তঃ আয়াতগুলো মানসূখ হিসাবে না ধরলেও এর অর্থ তাদের পক্ষে যাবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা আয়াতদ্বয়ে যেমন মুমিনদের সাফল্যের কথা বলেছেন তেমনি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পূর্বে যে সকল ইহূদী-নাছারারা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাস করেছেন তাদের কোন ভয় বা চিন্তা থাকবে না। আর মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমনের পরে তাঁকে অমান্য করে অন্য আসমানী কিতাবে বিশ্বাস করলে তারা জান্নাতী হবে না। তৃতীয়তঃ যারা তাওরাত ও ইনযীলে বিশ্বাস করে তারা কুরআন ও শেষনবীতে বিশ্বাস আনতে বাধ্য। কারণ তাওরাত ও ইনযীলে কুরআন ও শেষনবীর প্রতি বিশ্বাস আনাকে আবশ্যিক করা হয়েছে *(ইবনু কাছীর, কুরতুবী, তাফসীর উক্ত আয়াতদ্বয়)*।

প্রশ্ন (২৩/২৩) : ভুলে গিয়ে ফরয গোসল না করেই কয়েক ওয়াক্ত ছালাত আদায় করেছি। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-মাহমুদুর রহমান, চট্টগ্রাম।

উত্তর : কেউ অপবিত্র অবস্থায় ছালাত আদায় করলে তার ছালাত হবে না। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, পাক-পবিত্রতা ছাড়া ছালাত এবং হারাম ধন-সম্পদের দান-খয়রাত কবূল হয় না *(মুসলিম হা/২২৪; মিশকাত হা/৩০১)*। তিনি আরো বলেন, যার ওযূ ছুটে গেছে তার ছালাত কবূল হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত সে ওযূ করে *(বুখারী, মিশকাত হা/৩০০)*। এক্ষণে যে কয় ওয়াক্ত ছালাত পবিত্রতা ব্যতীত আদায় করা হয়েছে সেগুলো পুনরায় আদায় করতে হবে *(বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ৭/২৩০)*।

প্রশ্ন (২৪/২৪) : আমি রাগবশতঃ আমার স্ত্রীকে গত দু'মাস আগে তার পিতার নাম ধরে তাকে এক তালাক, দুই তালাক এবং তিন তালাক বলেছি। এখন আমি আমার স্ত্রীর থেকে আলাদা আছি। কেউ কেউ বলছেন, আমাদের সংসার এখনো পুরোপুরি ভেঙ্গে যায়নি। এক্ষণে আমি তার সাথে সংসার করতে চাইলে আমার করণীয় কী?

-আখতার হোসাইন, টেকনাফ, কক্সবাজার।

উত্তর : এক বৈঠকে তিন তালাক এক তালাক হিসাবে গণ্য হয় *(মুসলিম হা/১৪৭২; আহমাদ হা/২৮৭৭; হাকেম হা/২৭৯৩)*। কাজেই কেউ তার স্ত্রীকে এক বৈঠকে তিন তালাক দিলে সে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারে। ইদ্দতের (তিন তোহরের) মধ্যে হ'লে স্বামী সরাসরি স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেবে। আর ইদ্দত পার হয়ে গেলে উভয়ের সম্মতিতে নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফেরত নিবে *(বাক্বারাহ ২/২৩২)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আবু রুকানা তার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর দারুণভাবে মর্মাহত হন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কিভাবে তালাক দিয়েছ? তিনি বললেন, এক মজলিসে তিন তালাক দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, আমি জানি ওটা এক তালাকই হয়েছে। তুমি স্ত্রীকে ফেরত নাও। অতঃপর তিনি সূরা তালাকের ১ম আয়াতটি পাঠ করে শুনান *(আবুদাঊদ হা/২১৯৬; বায়হাক্বী, হা/১৪৯৮৬, সনদ হাসান)*।

প্রশ্ন (২৫/২৫) : আলেমদেরকে 'আল্লামা, মাওলানা, হুজুর, শায়েখ' ইত্যাদি শব্দ দিয়ে সম্বোধন করা যাবে কি?

-আব্দুল মালেক, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : যাবে। কারণ এইগুলো সম্মানসূচক শব্দ, যা আঞ্চলিক পরিভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আর যে কোন পরিভাষা শরী'আহ বিরোধী না হ'লে তা ব্যবহারে কোন দোষ নেই *(আল-ফারাবী, আছ-ছিহাহ ৫/১৯৯০; নববী, আল-আযকার ৩৬২-৬৩, ৫৭৫; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব ১/১৯১; ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১০/৯২৭)*।

প্রশ্ন (২৬/২৬) : এসএসসি, এইচএসসি অথবা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করার জন্য পরীক্ষার দিনগুলোতে ছিয়াম রাখা যাবে কী?

-হাসীবুর রশীদ, নিউ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী।

উত্তর : এব্যাপারে সরাসরি কোন দলীল না থাকায় শায়েখ বিন বাযসহ কিছু বিদ্বান একে বিদ'আত বলেছেন *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৯/২৯২)*। বরং এজন্য ছালাতের শেষ বৈঠকে বা একাকী ছালাত শেষে হাত তুলে আল্লাহ্র কাছে প্রাণ ভরে দো'আ করাই যথেষ্ট। এছাড়া নেককার মুরব্বীদের দো'আ নিতে হবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাসসান বিন ছাবেতের জন্য দো'আ করে বলেছিলেন, আল্লাহ তুমি তাকে পবিত্র রূহ জিব্রীল দ্বারা শক্তিশালী কর' *(বুখারী হা/৪৫৩; মুসলিম হা/২৪৮৫; মিশকাত হা/৪৭৮৯)*। সেকারণ পরীক্ষার হলে বসার সময় *'বিসমিল্লাহ'* বলা এবং *'আল্ল-হুম্মা আইয়িদ্নী বেরূহিল কুদুস'* 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে পবিত্র আত্মা দ্বারা শক্তি বৃদ্ধি কর' বলা উত্তম।

প্রশ্ন (২৭/২৭) : বৈষয়িক ব্যাপারে পিতা-মাতার আনুগত্য করতে হবে। কিন্তু মা যদি ছেলের বউ নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও তাকে তালাক দেওয়ার জন্য ছেলেকে নির্দেশ দেয়, তাহ'লে ছেলে কি তা শুনতে বাধ্য?

-রাবেয়া আখতার, ঢাকা।

উত্তর : এমন ক্ষেত্রে আনুগত্য আবশ্যিক নয়। শারঈ কারণে পিতা-মাতা স্ত্রীকে তালাক দিতে বললে পিতা-মাতার আনুগত্য করতে হবে। যেমন ইসমাঈল (আঃ) তাঁর পিতা ইব্রাহীম (আঃ)-এর এবং ইবনু ওমর তার পিতা ওমর (রাঃ)-এর নির্দেশ মেনে স্ব স্ব স্ত্রীকে তালাক দিয়েছিলেন। তবে শারঈ কারণ না থাকলে তাদের কথায় স্ত্রীকে তালাক দেওয়া যাবে না। ইবনু আব্বাস ও আবুদ্দারদা (রাঃ)-কে পিতা-মাতার আদেশে স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হ'লে তারা বলেন, 'আমি তোমাকে স্ত্রী তালাক দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারছি না আবার পিতা-মাতার অবাধ্যতা করারও আদেশ করছি না। প্রশ্নকারী বললেন, তাহ'লে আমি এই নারীর ব্যাপারে কি করব? ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, (স্ত্রীকে রেখেই) পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ কর' *(ইবনু আবী শায়বাহ হা/১৯০৫৯, ১৯০৬০; হাকেম হা/২৭৯৯; ছহীহুত তারগীব হা/২৪৮৬)*। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-কে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, 'আমার পিতা আমার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার জন্য আমাকে নির্দেশ দিচ্ছেন। (আমি কি করব?) তিনি বললেন, তুমি তালাক দিয়ো না। বর্ণনাকারী বলল, ওমর (রাঃ) কি তার ছেলে আব্দুল্লাহকে স্বীয় স্ত্রীকে তালাক দিতে বলেননি? তিনি বললেন, তোমার বাবা কি ওমরের মত হয়েছেন'? *(মুহাম্মাদ ইবনু মুফলেহ, আল-আদাবুশ শার'ইয়াহ ১/৪৪৭)*। অর্থাৎ সব পিতা-মাতার আদেশে স্ত্রীকে তালাক দেওয়া যাবে না। একদিন প্রখ্যাত তাবেঈ আত্বা (রহঃ)-কে একজন লোক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, যার স্ত্রী ও মা রয়েছেন। আর তার মা তার স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট। তিনি বললেন, 'সে যেন তার মায়ের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে এবং মায়ের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখে'। তাকে বলা হ'ল, সে কি তার স্ত্রীকে তালাক দিবে? তিনি বললেন, না। তাকে বলা হ'ল, মা যে স্ত্রীকে তালাক দেওয়া ব্যতীত খুশি নন। তিনি বললেন, 'আল্লাহ তাকে সন্তুষ্ট না করুন। স্ত্রী তার হাতে রয়েছে, সে যদি তালাক দেয় তাতেও কোন দোষ নেই। আবার না দিলেও কোন দোষ নেই' *(মারওয়াযী, আল-বির ওয়াছ ছিলাহ হা/৫৮, সনদ হাসান)*। শায়েখুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ)-কে মায়ের কথায় স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হ'লে তিনি বলেন, 'তার জন্য স্ত্রীকে তালাক দেওয়া হালাল হবে না। বরং তার জন্য আবশ্যক হ'ল মায়ের সাথে সদাচরণ করা। আর স্ত্রীকে তালাক দেওয়া সদাচরণের অন্তর্ভুক্ত নয়' *(মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩৩/১১২)*।

প্রখ্যাত তাবেঈ হাসান বছরীকে জিজ্ঞেস করা হ'ল, জনৈক মা তার সন্তানকে স্ত্রী তালাক দেওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন সে কি করবে? তিনি বললেন, 'তালাক দেওয়া মায়ের সাথে সদাচরণের কোন অংশ নয়' *(মারওয়াযী, আল-বির্রু ওয়াছ ছিলাহ ৫৬ পৃঃ)*। সুতরাং স্ত্রী তালাক দেওয়ার ক্ষেত্রে পিতা-মাতার আনুগত্য করা সন্তানের জন্য আবশ্যক নয়। কারণ এটি সদাচরণের অংশ নয়।

প্রশ্ন (২৮/২৮) : হজ্জ পালনকারীগণ প্রতিদিন বারবার বায়তুল্লাহ নফল তাওয়াফ করে। রাসূল (ছাঃ) বা ছাহাবায়ে কেরাম এভাবে বারবার তাওয়াফ করতেন কি?

-যহীরুল ইসলাম, আড়াই হাজার, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) ছাহাবায়ে কেরামকে বায়তুল্লাহ তওয়াফে উৎসাহিত করতেন। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ তওয়াফ করল এবং দু'রাক'আত ছালাত পড়ল, তা একটি ক্রীতদাসকে মুক্ত করার সমতুল্য' *(ইবনু মাজাহ হা/২৯৫৬; মিশকাত হা/২৫৮০)*। তিনি আরো বলেন, 'কোন লোক এতে এক পা ফেলে অপর পা উঠানোর আগেই বরং আল্লাহ তা'আলা তার একটি গুনাহ মাফ করে দেন ও তার জন্যে একটি ছওয়াব নির্ধারণ করেন *(তিরিমিযী হা/৯৫৯; ছহীহুত তারগীব হা/১১৪৩)*। এই সকল হাদীছের উপর ভিত্তি করে ছাহাবায়ে কেরাম এবং সালাফগণ যথাসাধ্য তওয়াফ করতেন। বিশেষ করে যারা দূরবর্তী এলাকা থেকে আগমন করতেন *(ফাকেহী, আখবারে মক্কা হা/৩৯৪-৩৯৯; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৭/২২৫)*। তবে অধিক ভিড়ের কারণে বিঘ্ন সৃষ্টি হ'লে নিজে একাধিকবার তওয়াফ না করে অন্যকে সুযোগ করে দিবে।

প্রশ্ন (২৯/২৯) : বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে আয়োজিত একটি ট্রেনিং-এ অংশগ্রহণ করতে চাই। এটা জায়েয হবে কি?

-জারিফ হোসাইন , শান্তিনগর, ঢাকা।

উত্তর : বিশ্বব্যাংক বা সরকারের অর্থায়নে বৈধ কাজের ট্রেনিং করাতে কোন দোষ নেই। কারণ এমন প্রশিক্ষণের সাথে সূদী লেনদেনের সম্পর্ক নেই। অতএব এধরনের ব্যবস্থাপনায় ট্রেনিং-এ অংশগ্রহণ করা জায়েয *(বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব; ওছায়মীন, আল-কাউলুল মুফীদ ৩/১১২; আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়া ১৫/৭৮)*।

প্রশ্ন (৩০/৩০) : কেউ ১ ওয়াক্ত ছালাত ইচ্ছাকৃতভাবে

পরিত্যাগ করলে সে কাফের হিসাবে গণ্য হবে বলে জানি। কিন্তু কেউ এরূপ কাজ করে আবার ফিরে আসলে তার জন্য কি তওবা, কালেমা পাঠ ও গোসল করা আবশ্যক হবে?

-নাজমুল হাসান, বড় দরগাহ, রংপুর।

উত্তর : ছালাতের ফরয হুকুমের প্রতি বিশ্বাস রেখে কেউ অলসতাবশত ছালাত পরিত্যাগ করলে সে কবীরা গুনাহগার হবে। যা থেকে অবশ্যই তওবা করতে হবে। আর এর মাধ্যমে আমলগতভাবে সে কুফরী কাজ করলেও বিশ্বাসগত-ভাবে সে কাফির হবে না, যদিও সে নিয়মিত ছালাত আদায় না করে বা এ ব্যাপারে সীমালংঘনকারী হয়। কেননা সে ছালাতের ফরয হুকুম অস্বীকারকারী নয় *(ইবনু রুশদ, আল-বায়ান ওয়াত তাহছীল ১৭/২৩৩)*। আলবানী (রহঃ) বলেন, 'সারকথা হ'ল, ছালাত ত্যাগ করা ব্যক্তি ফাসেক। আর তার পরিণতির বিষয়টি আল্লাহ্র হাতে। তিনি চাইলে তাকে শাস্তি দিবেন এবং চাইলে ক্ষমা করবেন *(আলবানী, ছহীহাহ হা/৩০৫৪-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য; হুকমু তারিকিছ ছালাত ১/৫১)*। অতএব ছালাত পরিত্যাগকারীর বিধান সরাসরি কাফিরের মত নয়। তাই তার জন্য তওবা করে নিয়মিত ছালাত আদায় করাই যথেষ্ট হবে।

প্রশ্ন (৩১/৩১) : একজন মুসলমানের কোন কোন অপরাধের জন্য তার জানাযা পড়া ইমাম বা পরহেযগার ব্যক্তির জন্য হাদীছে নিষেধ রয়েছে? আবার কোন কোন অপরাধ থাকা সত্ত্বেও তার জানাযা পড়া যায় বলে উল্লেখ রয়েছে?

-আব্দুল জাব্বার, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : এরূপ কবীরা গোনাহ সমূহের মধ্যে রয়েছে। যেমন- (১) গণীমতের মাল আত্মসাৎকারী *(আবুদাঊদ হা/২৭১০; মিশকাত হা/৪০১১)*। (২) আত্মহত্যাকারী *(মুসলিম হা/৯৭৮)*। (৩) ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি *(বুখারী হা/২২৯৫; মিশকাত হা/২৯০৯)*। (৪) ছালাত পরিত্যাগকারী, (৫) যাকাত আদায় থেকে বিরত থাকা ব্যক্তি, (৬) যেনাকারী, (৭) প্রকাশ্য মদপানকারী ইত্যাদি *(আহমাদ হা/২২৬০৮; আলবানী, আহকামুল জানায়েয ১/৮৩)*। এছাড়া কোন মুসলমান কাফেরের জানাযা পড়বে না এবং ছালাত অস্বীকারকারী ব্যক্তির জানাযা হবে না।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ, রাসূল এবং ইসলামের বিধানে বিশ্বাসী ব্যক্তি কোন কবীরা গুনাহে লিপ্ত হ'লেও তার জানাযা আদায় করতে হবে এবং তার জন্য দো'আ করতে হবে। এক্ষেত্রে সাধারণ ব্যক্তি ইমামতি করবে এবং দো'আ করবে। আর বিজ্ঞ আলেমগণ বিরত থাকবেন, যাতে পাপী লোকেরা শিক্ষা নিতে পারে।

প্রশ্ন (৩২/৩২) : মৃত ব্যক্তিকে অতি আবেগের বশে চুমু খাওয়া বা স্পর্শ করার বিধান সম্পর্কে ইসলামে কোন নিষেধাজ্ঞা আছে কি?

-রোকনুয্যামান, মাওনা, গাযীপুর।

উত্তর : মৃত ব্যক্তিকে চুমু দেওয়া জায়েয। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওছমান বিন মাযঊনকে মৃত অবস্থায় চুম্বন করেন। তখন তিনি ক্রন্দনরত ছিলেন এবং তাঁর অশ্রু ওছমানের চেহারার উপর পড়ছিল' *(তিরমিযী হা/৯৮৯; আবুদাঊদ হা/৩১৬৩; মিশকাত হা/১৬২৩)*। তিনি আরো বলেন, 'আবুবকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মৃত অবস্থায় চুম্বন করেছিলেন' *(বুখারী হা/১২৪১, ৪৪৫৬-৫৭; মিশকাত হা/১৬২৪)*। অতএব মাইয়েতকে মাহরাম ব্যক্তিরা বা পুরুষ পুরুষকে এবং নারীরা নারী মাইয়েতকে চুম্বন করতে পারে।

প্রশ্ন (৩৩/৩৩) : পিতা-মাতার যদি ভুলও হয়, তবুও তাদেরকে ভুল ধরিয়ে দেওয়া বা তাদের বিপরীত বলা জায়েয নয়। একথার সত্যতা আছে কি?

-সাদিয়া, মালয়েশিয়া।

উত্তর : উক্ত কথা ভিত্তিহীন। বরং দ্বীন হ'ল নছীহত *(মুসলিম হা/৫৫; মিশকাত হা/৭৯৬৬)*। পিতা বা অন্য যে কেউ ভুল করলে তার সংশোধনের কথা তাকে জানাতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'একজন মুমিন তাঁর ভাইয়ের জন্য আয়না স্বরূপ। সে তার কোন ভুল দেখলে সংশোধন করে দেয়' *(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/২৩৭; ছহীহাহ হা/৯২৬)*। তবে পিতা-মাতার সাথে অবশ্যই ভদ্রভাবে কথা বলতে হবে এবং সদাচরণ করতে হবে' *(লোকমান ৩১/১৫)*।

প্রশ্ন (৩৪/৩৪) : মেয়েদের সৌন্দর্য যেন প্রকাশ না পায় সেকারণে পর্দা ফরয। এক্ষণে কোন মেয়ে যদি কুশ্রী বা কাউকে আকৃষ্ট করার মত না হয় তবে কি তার জন্য পর্দা করা আবশ্যক?

-জারিন তাসনীম, চট্টগ্রাম।

উত্তর : গায়ের মাহরাম নারী ও পুরুষ পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হওয়াটা স্বভাবজাত। অতএব নারীর পর্দার জন্য তার সৌন্দর্য ধর্তব্য নয়। বরং প্রত্যেক নারীকে ইসলামী পর্দার বিধান মেনে চলতে হবে। আল্লাহ বলেন, আর তুমি মুমিন নারীদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থান সমূহের হেফাযত করে। আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে কেবল যেটুকু প্রকাশ পায় সেটুকু ব্যতীত। আর তারা যেন তাদের মাথার কাপড় বক্ষদেশের উপর রাখে...আর তারা যেন এমনভাবে চলাফেরা না করে, যাতে তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকট হয়ে না পড়ে' *(নূর ২৪/৩১)*।

প্রশ্ন (৩৫/৩৫) : আপন ভাগনীর মেয়ে তথা নাতনীকে বিবাহ করা যাবে কী?

-আব্দুল ক্বাহ্হার, দিনাজপুর।

উত্তর : বোনের নাতনী নিজ নাতনী সমতুল্য, যে মাহরামের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের জন্য হারাম করা হ'ল- তোমাদের মা, মেয়ে, ফুফু, খালা, ভাতিজী, ভাগিনেয়ী' *(নিসা ৪/২৩)*। উক্ত আয়াতে বোনের নাতনী ভাগিনেয়ীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ ব্যাপারে বিদ্বানদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩২/৬৫; সারাখ্সী, আল-মাবসূত্ব ৩০/২৯১; আল-ফিক্বহুল ইসলামী ৯/১২০; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৭/৩৮৪, ৩৮৭)*।

প্রশ্ন (৩৬/৩৬) : হিজামা করিয়ে পারিশ্রমিক নেওয়া যাবে কি? অনেকে বলছে পারিশ্রমিক নেওয়া হারাম। অথচ হিজামার জন্য বিভিন্ন সরঞ্জাম যেমন, ক্যাপ, মাস্ক, হ্যান্ড গ্লোভস, ভায়োডিন ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়, যা ব্যয়বহুল। এসব আগে ব্যবহার হ'ত না, কেবল মুখ দিয়ে রক্ত টেনে বের করা হ'ত। এছাড়া বাসা ভাড়াসহ তার নিজের শ্রম রয়েছে। তাহ'লে থেরাপিষ্ট কেমন করে তার ব্যয় মেটাবেন?

-আব্দুল মালেক, চাঁপাই নবাবগঞ্জ সদর।

উত্তর : হিজামাকে চিকিৎসা পেশা হিসাবে গ্রহণ করা এবং এর বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) শিঙ্গা লাগিয়েছেন এবং তাকে মজুরী দিয়েছেন। যদি এটি হারাম হ'ত বা তিনি নিকৃষ্ট মনে করতেন, তবে তিনি মজুরী দিতেন না' *(বুখারী হা/২১০৩; আবুদাঊদ হা/৩৪২৩)*। আনাস (রাঃ)-কে শিঙ্গাকারীর উপার্জন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, আবূ ত্বয়বাহ রাসূল (ছাঃ)-কে শিঙ্গা লাগিয়ে দিলে তিনি তাকে দুই ছা' খাদ্য প্রদানের নির্দেশ দিয়েছিলেন *(মুসলিম হা/১৫৭৭)*। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) জনৈক শিঙ্গাকারীকে ডেকে শিঙ্গা লাগালেন। অতঃপর বললেন, 'তোমার পারিশ্রমিক কত? সে বলল, তিন ছা'। তিনি এক ছা পারিশ্রমিক হ্রাস করলেন এবং তার মজুরী দিলেন *(মুখতাছারুশ শামায়েল হা/৩১২, সনদ ছহীহ)*। তাছাড়া ইবনু আব্বাস, আলী, ইবনু ওমর ও আনাস বিন মালেকের মত ছাহাবীরা উক্ত হাদীছ বর্ণনা করায় বুঝা যায় যে, হিজামার উপার্জন হালাল এবং এটি চলমান ছিল।

অন্যদিকে কিছু কিছু হাদীছে রাসূল (ছাঃ) শিঙ্গা লাগিয়ে পারিশ্রমিক গ্রহণকে নিম্ন মানের বলেছেন *(মুসলিম হা/১৫৬৮; মিশকাত হা/২৭৬৩)*। অন্য বর্ণনায় তা গ্রহণে নিষেধ করেছেন *(ইবনু মাজাহ হা/২১৬৫)*। উক্ত হাদীছ সমূহের ব্যাখ্যায় বিদ্বানগণ দু'টি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। প্রথমতঃ নিষেধের হাদীছগুলো মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে। দ্বিতীয়তঃ মানসূখ ধরা না হ'লেও একে উপার্জনের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করতে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। শাফেঈ বিদ্বানগণ মনে করেন যে, এটি নিরুৎসাহিত করার কারণ ছিল রক্তের মত অপবিত্র বস্তু মুখের ভিতরে গ্রহণ করার কারণে। সেজন্য ইমাম নববীসহ বিদ্বানগণ বলেন, এ বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত হাদীছসমূহ দ্বারা কাজটির বিনিময় গ্রহণ অপসন্দনীয় বুঝানো হয়েছে *(শরহ নববী, উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যা; ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৬/১৩৩)*। বরং এই কাজটি মজুরী ছাড়াই করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে, যাতে এর মাধ্যমে তার মুসলিম ভাইকে বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষা করার মাধ্যমে অধিক ছওয়াব অর্জন করতে পারে *(ওছায়মীন, লিকাউল বাবিল মাফতূহ ১৭/১৮৯)*। অতএব হালাল কর্ম হিসাবে এর বিনিময় গ্রহণ হারাম হবে না *(ওছায়মীন, শরহ বুলুগুল মারাম হা/৯১০)*।

প্রশ্ন (৩৭/৩৭) : নাপিত হিসাবে আমি মূলত চুল কাটলেও মাঝে মাঝে ভোক্তার চাহিদা মোতাবেক দাড়িও কাটতে হয়। এটা জায়েয হবে কি?

- কাওছার আযম, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তর : ভোক্তার নির্দেশনায় হ'লেও পাপের কাজে সহযোগিতা করা যাবে না। কেননা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অন্যায় কাজে সহায়তা করতে নিষেধ করেছেন *(মায়েদাহ ৫/২)*।

প্রশ্ন (৩৮/৩৮) : আমি জনৈক নারীর সাথে তাকে বিবাহ করব বলে ওয়াদাবদ্ধ হয়েছি। কিন্তু আমার পিতা-মাতা আমার ওয়াদা পালনে বাধা দিচ্ছেন। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, বরিশাল।

উত্তর : শরী'আতে বিবাহের পূর্বে এরূপ ওয়াদাবদ্ধ হওয়ার কোন সুযোগ নেই। তাই পিতা-মাতার নির্দেশ মেনে নিতে হবে। কেননা শরী'আত বিরোধী নির্দেশ ছাড়া অন্য সকল ব্যাপারে পিতা-মাতার আনুগত্য করা অপরিহার্য *(নিসা ৪/৩৬; আনকাবূত ২৯/৮; ইসরা ১৭/২৩, ২৪, লোক্বমান ৩১/১৪)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও পিতা-মাতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি' *(তিরমিযী হা/১৮৯৯, মিশকাত হা/৪৯২৭; ছহীহাহ হা/৫১৬)*।

প্রশ্ন (৩৯/৩৯) : ক্রোধ নিবারণের জন্য অনেকে কানফুল দিয়ে থাকে। অনেকে ওযূ করতে বলে। এগুলো শরী'আতসম্মত কি?

-মাহতাবুদ্দীন, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তর : ইসলামী শরী'আতে এরূপ চিকিৎসার কোন ভিত্তি নেই। এছাড়া ক্রোধ দমনে ওযূ করা সম্পর্কিত হাদীছটিও যঈফ *(আবুদাঊদ হা/৪৭৮৪, যঈফাহ হা/৫৮২)*। বরং রাগ কমানোর জন্য রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা যখন রেগে যাবে তখন *আ'ঊযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রাজীম* পাঠ করবে *(বুখারী হা/৬০৪৮; মুসলিম হা/২৬১০;, মিশকাত হা/২৪১৮)*। অন্যত্র তিনি বলেন, এ সময় দাঁড়িয়ে থাকলে বসে যাবে এবং বসে থাকলে শুয়ে যাবে *(আবুদাঊদ হা/৪৭৮২, মিশকাত হা/৫১১৪)*।

প্রশ্ন (৪০/৪০) : লাইব্রেরীতে শিরক ও বিদ'আত মিশ্রিত বই-পুস্তক বিক্রি করে উপার্জিত অর্থ হালাল হবে কি?

-রায়হান শেখ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : পেশা হিসাবে বই বিক্রয়ের পেশা নিঃসন্দেহে হালাল ও উত্তম। এর মাধ্যমে বিশুদ্ধ দ্বীন প্রচারে বড় ভূমিকা রাখা যায়। যা সর্বাধিক নেকী হাছিলের মাধ্যম। তবে শিরক ও বিদ'আতের দিকে আহ্বানকারী বই-পুস্তক বিক্রি করলে কঠিন গুনাহের ভাগিদার হ'তে হবে। এটা তার জন্য গুনাহে জারিয়াহ বা চলমান পাপে পরিণত হবে, যা মৃত্যুর পরও জারী থাকবে *(মুসলিম হা/২৬৭৪; মিশকাত হা/১৫৮)*।

দৃষ্টি আকর্ষণ

আত-তাহরীক-এ প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের দায়ভার সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপন দাতাদের। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষ কোন দায়বদ্ধতা নেই। *-সম্পাদক।*

সদ্য প্রকাশিত ও পরিমার্জিত বই সমূহ

অর্ডার করুন

✆ ০১৭৭০-৮০০৯০০
www.hadeethfoundationbd.com

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০

তাজুল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ

সব ধরনের মেকানিক্যাল কাজের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

প্রোপ্রাইটর ও স্পেশালিস্ট **মুহাম্মাদ তাজুল ইসলাম**

- এখানে সব ধরনের প্লাস্টিক ইনজেকশন মোল্ড ও ব্লুমোল্ড ডাইস তৈরি ও মেরামত করা হয়।
- গার্মেন্টস ও টেক্সটাইল রোলিং মিল সহ সকল প্রকার মেশিনারী এক্সেসরিজ ও পার্টস তৈরি ও মেরামত করা হয় ।
- 4 Axis CNC ও EDM ইলেকট্রিক ডিসচার্জ মেশিন দ্বারা যে কোন লোহার প্লেটের মধ্যে খোদাই করে ডিজাইন এবং লোগোর এমবুশ-ডিবুশের ছাচ কিংবা ডাইস তৈরি সহ সকল প্রকার হাই প্রেসিশোন গিয়ারবক্স পিনিয়ন নতুন তৈরি করে হার্ডেনিং ও হীট ট্রিটমেন্ট করা হয়।

যোগাযোগ : হোল্ডিং নং ৪৮২, মতিয়ার পুল, কমার্স কলেজ রোড, চট্টগ্রাম।
মোবাইল : ০১৭৭৫-৮৬৪৬৭৮, Email: mstewctg@mail.com

'Metal Hardness Testing Machine'

'Plastic Injection Mould'

মারকাযী জামে মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতার আহ্বান

আস্সালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু

সম্মানিত দ্বীনী ভাই ও বোন! নওদাপাড়া রাজশাহীতে অবস্থিত মারকাযী জামে মসজিদটি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সাড়ে ছয় হাযার বর্গফুটের ছয়তলা বিশিষ্ট মসজিদ কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। ফালিল্লাহিল হাম্দ। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। এই খরচ নির্বাহের জন্য দানশীল মুমিন ভাই-বোনদের প্রতি আমরা বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন, মসজিদটি পাখির বাসার ন্যায় ছোট্ট হলেও' *(বুখারী হা/৪৫০; ছহীহুল জামে' হা/৬১২৮)*। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর গৃহ নির্মাণে সাধ্যমত সহযোগিতা করার তাওফীক দান করুন-আমীন!!

বি. দ্র. ইতিপূর্বে প্রচারিত **'প্রস্তাবিত দারুল হাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদ'**টি এখন থেকে **'মারকাযী জামে মসজিদ'** নামে পরিচিত হবে।

অর্থ প্রেরণের হিসাব নম্বর

ইসলামিক কমপ্লেক্স মসজিদ ফাণ্ড, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৫৮২, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক রাজশাহী শাখা। বিকাশ (পার্সোনাল) : ০১৭৯৭-৫০৫১৮২, রকেট (মার্চেন্ট) : ০১৭৯৭-৫০৫১৮২৫
সার্বিক যোগাযোগ : ০১৭১৫-০০২৩৮০, ০১৭৫১-৫১৯৫৬২।

Reg. No. Raj-164, Monthly At-Tahreek, Vol. 27, Issue 1, October 2023

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত পাঠ্য বই সমূহ

শিশু শ্রেণীর বই সমূহ

তৃতীয় শ্রেণীর বই সমূহ

প্রথম শ্রেণীর বই সমূহ

অন্যান্য শ্রেণীর বই সমূহ

দ্বিতীয় শ্রেণীর বই সমূহ

বৈশিষ্ট্য সমূহ

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে মুহাদ্দিছীনে কেরামের মাসলাক অনুসরণে রচিত।
- শিরক-বিদ'আতমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদী আক্বীদা পুষ্ট বিষয়বস্তুর অবতারণা।
- ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো দ্বীনিয়াত আকারে ও সাবলীল ভাষায় দলীলভিত্তিক উপস্থাপন।
- কোমলমতি শিশুদের মনন বিকাশ ও সহজে বোঝার জন্য ধর্মীয় ভাব বজায় রেখে প্রাণী মুক্ত ছবি সংযোজন।
- সকল বিষয়ে ইসলামী চেতনাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।

অর্ডার করুন

✆ ০১৭৭০-৮০০৯০০

www.hadeethfoundationbd.com

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০